পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 227 Wednesday, 17 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২২৭ সংখ্যা ❋ ১ শ্রাবণ, ১৪৩১, বুধবার, ১৭ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সুপ্রিম নির্দেশে সায়
ভোটে পরাজিত প্রার্থীদের ইভিএম যাচাইয়ের সুযোগ দেবে কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, লোকসভা ও বিধানসভায় পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে কেউ যদি ইভিএমের নিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে তাঁদের যাচাইয়ের সুযোগ দিতে হবে। সেই সুযোগ দিতে তৈরি হল নির্বাচন কমিশন। পরাজিত প্রার্থীদের একপ্রকার পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ইভিএমের নিরপেক্ষতা যাচাইয়ের একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা ঘোষণা করল কমিশন। শীর্ষ আদালত সূত্রে এই সংবাদই জানতে পারা গিয়েছে। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি এসওপি জারি করে বলা হয়েছে, পরাজিত প্রার্থীরা চাইলে লোকসভা বা বিধানসভা কেন্দ্রের যে কোনও বুথের ইভিএম তুলে নিয়ে ফের মক পোল করে দেখতে পারেন প্রার্থীরা। চাইলে যে কোনও সিরিয়াল নম্বরের ইভিএম বা ভিভিপ্যাট তুলে নিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। একই কেন্দ্রে সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত ইভিএম পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। যদিও বিরোধীরা বলছে, নির্বাচন কমিশন যে বন্দোবস্ত করেছে সেটা আসলে ভোটের আগে যে মক পোল হয়, সেটারই শামিল। এতে কোনও নতুনত্ব নেই। ইভিএম নিয়ে প্রতি ভোটের মতো এবারও বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। শীর্ষ আদালতই কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে, ইভিএম কতটা ভরসাযোগ্য নির্বাচন মেটার পরও সে ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হোক প্রার্থীদের। সেই সুযোগ নিতে এখনও পর্যন্ত মাত্র আটজন নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছেন। সকলেই ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা। এদের মধ্যে কংগ্রেস প্রার্থী যেমন রয়েছেন, তেমন রয়েছেন বিজেপি প্রার্থীও। সুপ্রিম কোর্টই কমিশনকে বলেছিল, লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে ব্যবহৃত ইভিএম গুলিতেই যাতে মক ভোটের সুযোগ দেওয়া হয়, সেটার ব্যবস্থা করা হোক। এই ভোটদানের সময় ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিট, ব্যালট ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট মেশিন পাশাপাশি বসাতে হবে। সবগুলিই সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধি ব্যবহার করবেন। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকেরা শুধু পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন। ভিভিপ্যাটের কাগজও গোনা হবে সকলের সামনে। সেটাই কমিশনের তরফে দেওয়া এসওপি-তে বলা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গেল এসএসসি মামলা, ২১ দিন পরে হবে শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ পিছিয়ে গেল এসএসসি-র প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি। তিন সপ্তাহ পরে হবে এই মামলার শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। মঙ্গলবার জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, মামলার সঙ্গে জ।তি পাঁচ পক্ষ, অর্থা রাজ্য, সিবিআই, এসএসসি, মূল মামলাকারী এবং যাঁদের চাকরি নিয়ে মামলা তাঁদের বক্তব্য শোনা হবে। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ পক্ষকেই তাঁদের বক্তব্য জানাতে হবে সুপ্রিম কোর্টে। তারপরে মামলার শুনানি হবে। হয়তো আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য এবং এসএসসি-সহ সমস্ত পক্ষকে হলফনামা দিতে হবে। তার পরে কারও হলফনামা গ্রহণ করা হবে না। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, চাকরি বাতিলের মামলায় পাঁচ পক্ষের বক্তব্য শোনা হবে। এই পাঁচ পক্ষ হল- ১) রাজ্য ২) এসএসসি ৩) মূল মামলাকারী ৪) চাকরিহারা এবং ৫) সিবিআই। এ ছাড়া অন্য কোনও পক্ষ তাদের বক্তব্য জানাতে চাইলে লিখিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে জানাতে পারবে। তবে এই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে পাঁচ পাতার মধ্যেই। তার বেশি নয়।

রাজ্যে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত, সতর্কতার পরামর্শ চিকিৎসকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ চলতি বছরে বর্ষার দাপট এখনও সেইভাবে না বাড়লেও রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু বেড়ে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডেঙ্গুর দোসর ম্যালেরিয়া। গত বছর সারা রাজ্য জুড়ে জুলাই থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মশাবাহিত রোগের দাপট দেখেছিল বাংলা। মৃত্যুও হয়েছিল একাধিক। তাই এইবার আগেভাগে সতর্ক করছেন চিকিসকমহল। চিকিৎসক মহলের পরামর্শ, জ্বর হলে তা ফেলে রাখা উচি নয়। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রক্তপরীক্ষা করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। মশারির মধ্যে ঘুমনোর অভ্যাস করার কথাও বলছেন চিকিৎসকরা। তবে সবার আগে বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে কোথাও জল না জমতে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছর মশাবাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল বহু। মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল অনেক। তাই এইবার আগেভাবে সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের বহু জায়গাতেই জমা জল পরিস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বাম আমলের মন্ত্রীকে এসএসকেএমে ভর্তির উদ্যোগ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ ক্যানসার আক্রান্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গেছে, বিশ্বনাথ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছেন কর্কট রোগে। বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন। কিন্তু হাসপাতালের ব্যয় বহন ক্রমেই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বনাথ চৌধুরীর পরিবারের কাছে। এই খবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছতেই তড়িঘড়ি তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তির উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার রাতে প্রাক্তন মন্ত্রীর অসুস্থতার খবর পৌঁছয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার এসএসকেএমের সুপারকে তিনি নির্দেশ দেন, বিশ্বনাথকে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে এসএসকেএমে ভর্তি করানো হোক। এসএসকেএমের সুপার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত যোগাযোগ করেন বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেন বিশ্বনাথের দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে। সবটা শোনার পর দলের পক্ষ থেকে এদিন সন্ধ্যার মধ্যেই বিশ্বনাথকে এসএসকেএমে ভর্তি করানো হবে বলে সূত্রের খবর।

শহীদ জওয়ান ব্রিজেশ থাপাকে শ্রদ্ধা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় শহীদ হয়েছেন বাংলার সেনা আধিকারিক ব্রিজেশ থাপা। ব্রিজেশের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরও এক বীর সেনানিকে হারালো বঙ্গভূমি। ব্রিজেশ দার্জিলিং-এর বাসিন্দা। দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের ব।াগিঙ্গের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। মাত্র ২৭ বছর বয়সে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে শহীদ হয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া গোটা শৈলশহরে, বাকরুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশ। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, কর্তব্যরত অবস্থায় জওয়ান ব্রিজেশ থাপার শহীদ হওয়ার ঘটনায় শোকাহত। সমবেদনা জানাই। ব্রিজেশের বলিদানে স্বাভাবিকভাবেই ব্যথিত তাঁর গোটা পরিবার। ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপার বাবা, মা ও কাকা কান্নায় ভেঙে পা।ছেন। ব্রিজেশের বাবা যিনি নিজেও সেনার উচ্চপদস্থ পদে কর্মরত ছিলেন, তিনি বলেছেন, ছেলে দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়েছে, এ জন্য গর্ব হচ্ছে। ব্রিজেশের মা নীলিমা থাপা এবং তাঁর কাকা যোগেশও বাকরুদ্ধ। ব্রিজেশের বাবা কর্নেল ভুবনেশ থাপা (অবসরপ্রাপ্ত) বলেছেন, আমার ছেলে সবসময় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে থাকতে চেয়েছিল...প্রথম প্রয়াসেই সে সেনাবাহিনীর সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীকে বলল কলকাতা হাই কোর্ট
রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য নয়!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সম্পর্কে আপাতত কোনও অবমাননাকর বা ভ্রান্তিমূলক মন্তব্য করা চলবে না। অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ১৪ আগস্ট পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ওই দিনই। উপনির্বাচনে জিতে আসা দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারের শপথগ্রহণ নিয়ে কার্যত নজিরবিহীন দ্বন্দ তৈরি হয়েছিল আইনসভা ও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কার্যালয়ের মধ্যে। এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মানহানির মামলা করেন খোদ রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করতে চান বলে আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হাই কোর্টে সেই মামলা দায়ের করেন বোস। এদিন সেই মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীর দাবি, বেশ কিছু মন্তব্যে তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। এধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। সঙ্গে তাঁর সংযোজন, এই পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মঞ্জুর না হলে মামলাকারীর বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করার বিষয়টিকে উৎসাহ দেওয়া হবে। এই প্রেক্ষিতে হাই কোর্টের নির্দেশ, ১৪ আগস্ট পর্যন্ত প্রকাশ্যে বা কোনও সোশাল মিডিয়ায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কোনও অবমাননাকর বা ভ্রান্ত মন্তব্য করা চলবে না। পরবর্তী শুনানি ১৪ আগস্ট।

কুলতলিতে প্রতারণায় অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে হদিশ মিলল সুড়ঙ্গের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ কুলতলিতে প্রতারণায় অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে হদিশ মিলল সুড়ঙ্গের! অভিযুক্তকে ছিনিয়ে নিয়ে পুলির উপর হামলা, গুলিও চলার অভিযোগ। হামলার অভিযোগে দুই মহিলা গ্রেফতার, মূল অভিযুক্ত সাদ্দামের ঘরে তালা। কুলতুলিকাণ্ডে নতুন মোড় নিল। অভিযুক্ত সাদ্দামের বাড়িতে সুড়ঙ্গের খোঁজ। খাট সরালেই সুড়ঙ্গ, প্রায় ৪১ ফুট এগোলেই খাল, সেই পথেই উধাও! বাড়ির সুড়ঙ্গ দিয়েই সাদ্দাম উধাও। প্রাথমিক অনুমান পুলিসের। সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে কি নদীপথে বাংলাদেশে সাদ্দাম? উঠছে প্রশ্ন। ঘরে ঘরে নকল সোনার মূর্তির কারবার। পুলিস গেলেই সঙ্কেতে সতর্কতা? পুলিসকে গুলি করে পলাতক চাঁই সাদ্দাম। সেই সুড়ঙ্গের মুখটা খুব একটা বড় নয়। তবে সেই সুরঙ্গের মুখে একটি গেটও রয়েছে। সেই সুরঙ্গ সোজা গিয়ে পড়েছে খালের জলে। আর সেই খালে রাখা থাকত ডিঙি নৌকা। পুলিশ তাড়া করলে সেই খালপথেই পালিয়ে

যাওয়ার সুযোগ ছিল অভিযুক্তদের। পুলিসের কাছে খবর ছিল, পয়তারাহাটে মূর্তি ও সোনা পাচার চক্র সক্রিয়। সেই অভিযোগেই সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশিতে যাচ্ছিলেন পুলিসকর্মীরা। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, কম দামে সোনা বিক্রির টোপ দিয়ে চক্রের লোকজন এই পয়তারহাট গ্রামে ডেকে নিয়ে আসত ক্রেতাদের। তারপর চলত দরদস্তুর। লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে নকল সোনা গছিয়ে দেওয়া হত ক্রেতাদের। সাদ্দাম সর্দার। এই ব্যক্তিকে ধরতেই সোমবার কুলতলির পয়তারাহাটে তল্লাশি অভিযানে যায় পুলিস। সে সময়ে পুলিসকে লক্ষ্য করেই গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। আর প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত সাদ্দাম সরদারের খোঁজে তার ঘরে ঢুকে পুলিস খোঁজ পেল বড়সড় এক সুড়ঙ্গের। ঢালাই করা সুড়ঙ্গের মুখে লোহার একটি ছোট দরজা। তালা দেওয়া। যে পথে একজন নামতে পারে। কিন্তু মূল সুড়ঙ্গ পথটা যথেষ্টই চওড়া। পাশাপাশি তিনজন হাঁটতে পারে। পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফুটের সুড়ঙ্গপথ লম্বায় প্রায় ৪০ ফুট। যে সুড়ঙ্গ পথ সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে মাতলা নদী সংলগ্ন খালে।

প্রাথমিকে ৪২ হাজার নিয়োগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ এসএসসির ২৬ হাজার চাকরির উপর বাতিলের খাঁড়া ঝুলছে । এর মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে প্রাথমিকের ৪২ হাজার চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ২০১৬ সালের প্রাথমিক টেটের মেয়াদ উত্তীর্ণ পুরো প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ জুলাই। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১৪ সালে টেট হয়। ২০১৬ সালে সেই প্যানেল ধরে ৪২ হাজার নিয়োগ হয়। সেই নিয়োগকে চ্য়ালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন এক চাকরিপ্রার্থী। মামলাকারী ২০১৬ পরীক্ষা দিয়েছিলেম। তাঁরা প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হননি। তাই ৫ শতাংশ অতিরিক্ত প্যানেল প্রকাশের আবেদন জানান। যদিও সেই

প্যানেল প্রকাশ করেনি বোর্ড। মঙ্গলবার সেই মামলা ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। সেখানেই প্রাথমিক পর্ষদকে বিচারপতি সিনহার নির্দেশ, আপনারা ডেড প্যানেলই প্রকাশ করুন। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল দেখতে চাই। মামলাকারীকে বিচারপতির প্রশ্ন, যদি মূল প্যানেল প্রকাশিত না হয়, অতিরিক্ত প্যানেল কীভাবে প্রকাশিত হবে। মামলাকারীর আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যের বক্তব্য, বোর্ড মেরিট লিস্ট করেনি। অতিরিক্ত ৫ শতাংশের তালিকাও প্রস্তুত করেনি। বোর্ড বার বার বলেছে, প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ। বোর্ডের পালটা যুক্তি, নম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নম্বর ব্রেক আপের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল প্রকাশিত করা সম্ভব নয়। দুপক্ষের বাদানুবাদ শোনার পর বিচারপতি সিনহার স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্যানেল প্রকাশ করতে হবে বলে াদালত সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

নিরাপত্তা লঙ্ঘনের জন্য সরকারকে দায় নিতে হবে ঃ রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডায় সন্ত্রাসী হামলায় চার জওয়ানের বলিদানে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ভারত সরকারকেও একহাত নিয়েছেন তিনি। রাহুল গান্ধী তাঁর এক্স হ্যান্ডেল মারফত জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে আরেকটি সন্ত্রাসী এনকাউন্টারে আমাদের সৈন্যরা প্রাণ হারিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এরপরই রাহুল গান্ধী এক্স মাধ্যমে লেখেন, একের পর এক এমন নৃশংস ঘটনা ঘটছে অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। এই ক্রমাগত সন্ত্রাসী হামলা জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিকে উন্মোচিত করছে। আমাদের সৈন্যরা এবং তাঁদের পরিবার বিজেপির ভুল নীতির খেসারত বহন করছেন। প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয় দাবি করে যে, বারবার নিরাপত্তা ত্রুটির জন্য সরকারকে সম্পূর্ণ দায় নিতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭৮ দিনে ১১টি জঙ্গি হামলা কাশ্মীরে, মোদীর গ্যারান্টি নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ কাশ্মীরে লাগাতার জঙ্গি হানা নিয়ে পুনরায় মোদী সরকারের দিকে আঙুল তুলল এই রাজ্যের শাসক দল। জানা গিয়েছে, তারা সরাসরি মোদী সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলল। ডোডায় এনকাউন্টার প্রসঙ্গে এবার সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ। জম্মু ও কাশ্মীরে ডোডা এনকাউন্টারের দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তান সমর্থিত জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ছায়া গোষ্ঠী কাশ্মীর টাইগার্স। এতে এক মেজরসহ চার ভারতীয় সেনা শহীদ হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সেনাপ্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মোদী ৩.০, ৭৮ দিনে ১১টি জঙ্গি হামলা। যাঁরা বলেছিলেন ৩৭০ ধারা তুলে দিলে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ শেষ হবে, তাঁরা কোথায়। মোদীর গ্যারান্টি এখন কোথায় গেল। ডোদায় শহীদ হয়েছেন এক ক্যাপ্টেন-সহ চার সাহসী জওয়ান।' এক বিবৃতিতে জঙ্গি সংগঠন কাশ্মীর টাইগার্স বলেছে, নিরাপত্তা বাহিনী 'মুজাহিদিনদের' খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করলে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে সেনা কর্তারা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ সোমবার সন্ধ্যায় দেশা জঙ্গলের ধারি গোটে উরবাগিতে যৌথ কর্ডন ও তল্লাশি অভিযান শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর জঙ্গিরা পালানোর চেষ্টা করলেও দুর্গম এলাকা ও ঘন জঙ্গল সত্ত্বেও এক অফিসারের নেতৃত্বে সাহসী সেনারা তাদের ধাওয়া করে। এনকাডউন্টারে পাঁচ জওয়ান গুরুতর জখম হন এবং পরে এক অফিসার-সহ চারজন শহীদ হন।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থা কেমন, রিপোর্ট তলব আদালতের

দুরন্ত বার্তা, ১৬ জুলাই ঃ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থা কেমন? জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় টেস্ট করিয়ে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ। ২ সপ্তাহ পর পরবর্তী শুনানি। রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তারের পর দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। একাধিকবার আইনজীবী তাঁর অসুস্থতার কথা তুলে ধরে জামিনের আর্জি করেছেন। প্রতিবারই বিরোধিতা করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এদিন ফের আদালতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরেন আইনজীবী। বলেন, প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। প্রতিদিন অবনতি হচ্ছে। যেকোনও চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করানো যেতে পারে। এর আগে একটা পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি জেলে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি। এদিকে ইডির তরফে আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, জেল হাসপাতালে কোন চিকিৎসা সম্ভব সেটা দেখতে হবে। আগে মেডিক্যাল ওপিনিয়ন নেওয়া দরকার। এর পরই জেল কর্তৃপক্ষকে বিচারপতির নির্দেশ, যে কোনও জায়গা থেকে প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরীক্ষা করাতে হবে। এই মামলার শুনানি ২ সপ্তাহ পর। সেদিন পেশ করতে হবে রিপোর্ট। তার পর সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডে বিস্ফোরক প্রধান সাক্ষী 'মিথ্যে বয়ান দিতে বাধ্য করে পুলিশ'

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এবার নতুন মোড়। সাংবাদিক খুনের মামলায় অন্যতম সাক্ষী হিসেবে উঠে আসা মাদেতিরা থিম্মাইয়ার দাবি, এই মামলায় তাঁকে মিথ্যে বয়ান দিতে বাধ্য করেছে পুলিশ। বেঙ্গালুরুর ব্যবসায়ী মাদেতিরার এহেন দাবিতে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই মামলায় আরও ৩ অভিযুক্তকে এদিন জামিন দিয়েছে কর্নাটক হাই কোর্ট। ২০১৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর বেঙ্গালুরুর রাজরাজেশ্বরী নগর এলাকায় নিজের বাড়ির বাইরে খুন হয়েছিলেন সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ। তিন জন মোটরসাইকেল আরোহী গুলি করে হত্যা করেন হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সমালোচক গৌরিকে। তবে ঘটনার ৭ বছর পার হয়ে গেলেও এখনও সেভাবে এই মামলার কোনও দিশা খুঁজে পায়নি পুলিশ। এই মামলায় অন্যতম সাক্ষী ৪৬ বছর বয়সী থিম্মাইয়া আগে জানিয়েছিলেন, হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত রাজেশ বাঙ্গেরা তাঁর পূর্ব পরিচিত। রাজেশ-সহ ৪ জনকে তিনি তাঁর অফিস ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন।

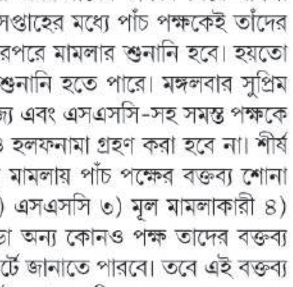

অফিসের বাকি দুজনের সঙ্গে রাজেশ এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিল। অভিযোগ এখান থেকে রচিত হয় হত্যার ষড়যন্ত্র। খুনিদেরও ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল এই অফিসে। তবে নিজের সেই বয়ান থেকে এবার ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন সাক্ষী থিম্মাইয়া। কর্নাটক কন্ট্রোল অফ অর্গানাইজড অ্যাক্টের আওতায় স্পেশাল কোর্টে থিম্মাইয়া জানান, এই মামলায় স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের সদস্যরা তাঁকে জোর করে মিথ্যে বয়ান দিতে বাধ্য করে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুর সিআইডি দপ্তরে তাঁকে ডাকা হয়। এবং ২ দিন বেঙ্গালুরুতে থাকতে বলা হয়। বাঙ্গেরার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা জানতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চলে। এমনকী পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে তাঁর চিরুনি ও টুথব্রাশ বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর দাবি, কোনওরকম যোগ সূত্র না পাওয়ায় শেষে পুলিশের তরফে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এবং পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়। গৌরী লঙ্কেশ মামলায় অন্যতম সাক্ষীর এহেন বয়ান প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিকে এই মামলায় মঙ্গলবার আরও ৩ অভিযুক্তকে জামিন দিয়েছে কর্নাটক হাই কোর্ট।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির রিপোর্টে ধরা পড়ল বহু খুঁত

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ ১৭ জুন ভয়াবহ দুর্ঘটনা, উত্তরবঙ্গে মৃত্যুর মুখে পড়েছিলেন ১১ জন। প্রায় মাসখানেক পর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সেই দুর্ঘটনায় রিপোর্ট জমা পড়ল। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির রিপোর্টে একাধিক গাফিলতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চালক, স্টেশন মাস্টারদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব। ট্রেন অপারেশনেও একাধিক ত্রুটি ছিল। পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব, দুর্ঘটনা এড়াতে অটোমেটিক সিস্টেম চালু করার পক্ষে প্রস্তাব করা হয়েছে রেলওয়ে সেফটি কমিশনারের তরফে। গত ১৭ জুন, নিউ জলপাইগুড়ির কাছে রাঙাপানি স্টেশনে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। উলটোদিক থেকে আসা মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে বেশ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে মৃত্যু হয় ১১ জনের। দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে একাধিক গাফিলতির তত্ত্ব উঠে আসে। তাতে চালকের উদাসীনতার অভিযোগ ওঠে। সিগন্যাল ঠিকমতো নজর না করায় দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে চালকের ঘাড়ে দায় ঠেলে দিয়েছিল রেল। এবার সরেজমিনে তদন্তের পর কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির রিপোর্টে বহু খুঁত ধরা পড়ল। বলা হচ্ছে, সিগন্যাল সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন না চালক।

পেপার মেমো পাওয়ার পর সিগন্যালের ত্রুটি বুঝতে না পেরে কাঞ্চনজঙ্ঘার চালক ওই লাইনেই ট্রেনটিকে নিয়ে যান। ফলে উলটোদিক থেকে আসা মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা অবধারিত ছিল। ট্রেন চালনা সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য না থাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ওইদিন ত্রুটিপূর্ণ সিগন্যালের কারণে একই লাইনে অন্তত ৫টি ট্রেন ঢুকে পড়ত, যাতে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। ট্রেনের গতিতেও সমস্যা ছিল। কোনও কোনও চালক ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার গতিতেই ট্রেন চালাতেন, কিন্তু সঠিক নির্দেশের অভাবে অনেকেই এই গতি নিয়ন্ত্রণ করতেন না। মালগাড়ির গতি ১৫ কিলোমিটার ছিল না বলেই তদন্তে জানা গিয়েছে।

সিআরএস-র রিপোর্টে এও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, অটোমেটিক সিগন্যাল নিয়ে সব চালককে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। তাই বেশ কিছু সিগন্যাল নিয়ে সন্দিহান ছিলেন চালকরা, অনেক কিছু ঠিকমতো বুঝতেও পারেননি। বলা হচ্ছে, অটোমেটিক সিগন্যাল কাজ না করলে বিকল্প পথে ট্রেনযাত্রার জন্য তিনটি উপায় বলা আছে। কিন্তু তা ঠিকমতো বুঝতে না পারায় তিনটির একটিও প্রয়োগ করেন না কোনও চালক। গত ৫ বছরে শুধুমাত্র সিগন্যাল বিকল হওয়ার কারণে কতগুলি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার হিসেবও দেওয়া হয়েছে এই রিপোর্টে।

গত ৫ বছরে ঝাড়খণ্ডের প্রগতির সঙ্গে আপস করা হয়েছেঃঅনুরাগ ঠাকুর

রাঁচি, ১৬ জুলাই ঃ ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার সকালে রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, গত ৫ বছরে ঝাড়খণ্ডে কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি এবং রাজ্যের প্রগতির সঙ্গে আপস করা হয়েছে।অনুরাগ বলেছেন, ঝাড়খণ্ডকে একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠন করা বিজেপির স্বপ্ন ছিল, যা অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বারা পূরণ হয়েছিল। গত দুই দশকে, ঝাড়খণ্ড নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারত, কিন্তু কিছু কারণে, বিশেষ করে গত ৫ বছরে কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি এবং রাজ্যের প্রগতির সঙ্গে আপস করা হয়েছিল। অথচ গত ৫ বছরে অনেক নেতার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। সরকার ব্যর্থ হয়েছে এবং জনগণ তাঁদের বিদায় জানাতে প্রস্তুত। আপনারা উত্তর প্রদেশ এবং অসমের ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের সাফল্য উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন।

বিবাহের শুভ দিনে চক্ষুদানের অঙ্গীকারপত্রে সই করলেন নব দম্পত্তি হলদিয়ায়

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জুলাই ঃ বিবাহের শুভ মূহুর্তে চক্ষু দানের অঙ্গীকার পত্র সই করলেন নববিবাহিত স্বামী স্ত্রী। আর এই ঘটনার সাক্ষী থাকলো বিবাহে আসা অতিথি গণ।আর তাদের এই কাজে উৎসাহ দিতে আর ও বেশ কয়েক জন মানুষ এগিয়ে এই অঙ্গীকার পত্রে সই করলেন। রবিবার রাতে গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সহযোগিতায়.সমাজকর্মী সুদীপ্ত ও সঙ্ঘমিত্রার বিবাহ উপলক্ষে চক্ষুদান করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হল হলদিয়ার বহু মানুষ। সাধারণ বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে এই বিবাহ অনুষ্ঠান এক পৃথক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নতুন দম্পতি সুদীপ্ত ও সংঙ্ঘমিত্রা বিবাহের আনন্দের মাঝে ভুলে যায়নি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা। সুদীপ্ত ও সঙ্ঘমিত্রা গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সাথে বিবাহের আগে যোগাযোগ করে আবেদন জানায় বিবাহের দিন মরণোত্তর চক্ষু দান কর্মসূচি গ্রহন করার। সেই মহ আবেদনে শরিক হয় গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি।এই কাজে সাড়া দিয়ে বিবাহে আমন্ত্রিত অনেকেই এগিয়ে এসে স্ব-ইচ্ছায় চক্ষু দানের ফর্ম পূরণ করে অঙ্গীকার বদ্ধ হন চক্ষু দানের। মানুষের মৃত্যুর পর শেষ কৃত্যের সাথে সাথে হারিয়ে যায় মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব। কিন্তু অঙ্গ দান ও চক্ষু দানের মধ্যে দিয়ে বহু মানুষের প্রাণ রক্ষার মতন মহ কাজ সম্পন্ন হতে পারে মৃত মানুষের মৃত দেহ থেকেও।তার জন্য জরুরি অঙ্গ দান ও চক্ষু দানের মতন মহ উদ্যোগ।আর এই উদ্যোগ সুদীপ্ত ও সঙ্ঘমিত্রা দের বিবাহের অনুষ্ঠান তাঁর সাক্ষী থাকলো। গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল এই মহ উদ্যোগের জন্য সুদীপ্ত ও সংঙ্ঘমিত্রা কে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি গাছ ও কিছু গ্রন্থ ওদের হাতে তুলে দেন।আর এই ধরনের কাজ আরও বেশি করে হোক সেটাই চায় তাঁরা।আর এরকম মূহুর্তের সাক্ষী থাকতে পেরে খুশি হলদিয়ার মানুষ।

বিহারের বখতিয়ারপুরে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু ৬ জনের

পাটনা, ১৬ জুলাই ঃবিহারের বখতিয়ারপুরে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পাটনার বখতিয়ারপুর থানা এলাকার অধীনে জাতীয় সড়কের ওপর। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, গাড়ির চাকা গাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।স্করপিও গাড়িতে ঠিক কতজন

অভ্যন্তরীণ অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স বেড়েছে ৭ হাজার টাকা প্রতি টন, কার্যকর হয়েছে নতুন দর

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃদেশীয় অপরিশোধিত তেলের উপর ফের উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৭ হাজার টাকা করেছে। মঙ্গলবার থেকে নতুন দর কার্যকর হয়েছে।সরকার কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেলের উপর বিদ্যমান উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ হাজার টাকা করা হয়েছে। তবে পেট্রোল, ডিজেল এবং বিমান জ্বালানি (ইটিএফ) রফতানির উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক শূন্যের কোটায় রাখা হয়েছে। এর আগে জুলাইয়ের শুরুতেও দেশীয় ট্যাঙ্কারে উপাদিত অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়িয়েছিল সরকার। সেই সময়ে, সরকার অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়িয়ে টন প্রতি ৬,০০০ টাকা করেছিল। ১৫ জুন উইন্ডফল ট্যাক্স ছিল ৩,২৫০ টাকা প্রতি টন। এই মাসে, টানা দ্বিতীয় বারের জন্য উইন্ডফল ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে । প্রসঙ্গত, ভারত ২০২২ সালের জুলাই মাসে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স আরোপ করেছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ভিত্তিতে সরকার প্রতি পাক্ষিকে এটি পর্যালোচনা করে।

বিহারে কোনও নেতাই নিরাপদ নয়, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে ঃএস এস যাদব

পাটনা, ১৬ জুলাই ঃ বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র প্রধান মুকেশ সাহানির পিতা জিতেন সাহানিকে খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল রাষ্ট্রীয় জনতা দল। মঙ্গলবার আরজেডি মুখপাত্র শক্তি সিং যাদব আক্রমণ করেছেন নীতীশ কুমার সরকারকে। তাঁর মতে, বিহারে কোনও রাজনৈতিক নেতা নিরাপদ নয়, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।তাঁর কথায়, বিহার ভগবানের দয়ায় চলছে। আরজেডি-র মুখপাত্র শক্তি সিং যাদব বলেছেন, বিহারে কী চলছে? খুন ছাড়া কোনও দিন যায় না, মুখ্যমন্ত্রী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। রাজ্যে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো এতক্ষণেও কিছু জানেন না। অন্যদিকে বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি)-র প্রধান মুকেশ সাহানির পিতা জিতেন সাহানিকে খুনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। মঙ্গলবার সম্রাট বলেছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জেলে ভরা হবে। সরকার মুকেশ সাহানির পরিবারের পাশে রয়েছে। এদিকে, জিতেন সাহানিকে খুনের ঘটনায় বিশেষ টিম গঠন করেছেন পুলিশ। দারভাঙার সুপল বাজার এলাকার একটি বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মুকেশদের পৈতৃক বাড়ি সেটি। সেখানেই থাকতেন সত্তরোধর্ব জিতেন। ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে মনে করছে এটি খুনের ঘটনা। এই খুনের ঘটনায় বিহারের মন্ত্রী নীতিন নবীন বলেছেন, অবিলম্বে সিট গঠন করা হয়েছে এবং বিষযটি তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যার সম্ভাব্য কারণ ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা অন্য বড় কারণ বলে মনে হচ্ছে। সরকার অবিলম্বে বিষয়টি তদন্ত করবে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে। এই খুনের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, অভিযুক্তরা রেহাই পাবে না। রাজ্য সরকার বিষযটি গুরুত্ব সহকারে দেখছে।

ফের অশান্ত গন্ডাছড়া, তিনটি দোকানে অগ্নিসংযোগ, মৃদু লাঠিচার্জ পুলিশের, জারি ১৬৩ ধারা

ধলাই (ত্রিপুরা), ১৬ জুলাইঃ আবারও অশান্ত করে তোলা হচ্ছে গন্ডাছড়ায়। মঙ্গলবার ভোররাত প্রায় তিনটা নাগাদ গন্ডাছড়া বাজারে তিনটি দোকানে অগ্নিসংযোগ করে ভস্ম করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গন্ডাছড়ায় এক কলেজপড়ুয়া যুবক পরমেশ্বর রিয়াং-এর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার রাতে নির্বিচারে হামলার পর লুটপাট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাড়িঘর, দোকানপাট, ব্যক্তিগত যানবাহন, এমন-কি গবাদি পশু। সর্বস্ব হারিয়েছে কম করেও ৪০টি বাঙালি পরিবার। প্রায় ৩০০ মানুষ এখনও ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত।সোমবার মহকুমায় আসেন মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, রামপদ জমাতিয়া এবং বিজেপি নেতা সুবল ভৌমিক। ক্ষতিপূরণের কাজকর্ম প্রশাসনিক স্তরে কতটুকু চলছে সে সব বিষয়ের খোঁজখবর নিতে এসেছিলেন তাঁরা। মানুষজন তাঁদের পেয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁরা আহ্বান রেখে গিয়েছেন শান্তি বজায় রেখে সম্প্রীতির ঐতিহ্য আবার কায়েম করার। কিন্তু সেই আহ্বান কোনও কাজে আসেনি।মঙ্গলবার ভোর আনুমানিক তিনটা নাগাদ গন্ডাছড়া বাজারে তিন বাঙালি ব্যবসায়ীর তিনটি দোকানে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে এলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তিনটি দোকান। যাদের দোকান পুড়েছে তাঁরা তাপস দেবনাথের মুদি দোকান, রতন দাসের শুকনো মাছের দোকান এবং স্বপন দাসের শুকনো মাছের দোকান। ব্যবসায়ীরা মুষড়ে পড়েছেন বিশাল ক্ষতিতে।সবকিছু হারিয়ে ক্ষোভ ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়েছেন তাঁরা। স্বাভাবিক হয়নি পরিস্থিতি। তার ওপর আবার অগ্নিসংযোগ, আবার নাশকতা! এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় জেলা পুলিশ সুপার ও আইজি পদমর্যাদার এক আধিকারিকের। ওই দুই পুলিশ আধিকারিককে রীতিমতো অপমান ও নাজেহাল করেন বিধবস্ত মানুষজন। সে সময় ক্ষুব্ধ মানুষজনকে ছত্রভঙ্গ করতে মৃদু লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এর পর ১৬৩ ধারা জারি করে প্রশাসন। আপাতত সামাল দেওয়া হয়েছে পরিস্থিতি।সব আহ্বান, সব আশ্বাস বার বার ব্যর্থ হচ্ছে গন্ডাছড়ায়। মহকুমা স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে কবে, বা আদৌ ফিরবে কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন ।

জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় শহীদ চার জওয়ান, শোকস্তব্ধ রাজনাথ ও সিনহা

শ্রীনগর, ১৬ জুলাই ঃ সন্ত্রাসবাদী হামলায় আবারও রক্তাক্ত হল জম্মু ও কাশ্মীর। সোমবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় সুরক্ষা বাহিনীর। সঙ্গে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশও। দুই পক্ষের লড়াইয়ে অন্তত চার জন সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন এবং এক জন পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। জখম পুলিশ কর্মী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ল।ছেন। নিহতদের মধ্যে একজন সেনা অফিসার রয়েছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে শহীদ জওয়ানরা হলেন - ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা, নায়েক ডি রাজা, সিপাই বিজেন্দ্র ও সিপাই অজয়।নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) যৌথ ভাবে সোমবার সন্ধ্যায় ডোডা জেলার দেশা জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। জঙ্গিদের উপস্থিতি সম্পর্কে খবর পাওয়ার পরই ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি অভিযানের সময় অতর্কিতে সেনাবাহিনীর দিকে ধেয়ে আসে এলোপাথাড়ি গুলি। পাল্টা জবাব দেন জওয়ানরাও। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই। সন্ত্রাসীদের গুলিতে চার জন জওয়ান এবং এক জন পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলাবার ভোরে তাঁদের মৃত্যু হয়। ওই জঙ্গল এলাকায় চার থেকে পাঁচ জন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর ছিল, এমনই জানান এক সেনা আধিকারিক। তাদের সন্ধানে মঙ্গলবারও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সন্ত্রাসী হামলায় চার সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে ব্যথিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার তিনি কথা বলেছেন সেনা প্রধানের সঙ্গে, তাঁর কাছ থেকে শুনেছেন সামগ্রিক পরিস্থিতি। রাজনাথ সিং এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, দেশ আমাদের সৈনিকদের পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যারা কর্তব্যের সময় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কাউন্টার টেরোরিস্ট অপারেশন চলছে এবং আমাদের সৈন্যরা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে এবং এই অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চার সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে ব্যথিত জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহাও। তিনি শোকবার্তায় জানিয়েছেন, ডোডা জেলায় আমাদের সেনা জওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জওয়ানদের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার কথা জানতে পেরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা, যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আমরা সৈন্যদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব এবং সন্ত্রাসী ও তাদের সহযোগীদের কুপরিকল্পনা নস্যা করব।এদিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী চার জওয়ানের বলিদানে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি ভারত সরকারকেও একহাত নিয়েছেন তিনি। রাহুল গান্ধী তাঁর এক্স হ্যান্ডেল মারফত জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে আরেকটি সন্ত্রাসী এনকাউন্টারে আমাদের সৈন্যরা প্রাণ হারিয়েছেন। আমি তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। একের পর এক এমন নৃশংস ঘটনা ঘটছে অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। এই ক্রমাগত সন্ত্রাসী হামলা জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিকে উন্মোচিত করছে। আমাদের সৈন্যরা এবং তাঁদের পরিবার বিজেপির ভুল নীতির খেসারত বহন করছেন। প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয় দাবি করে যে, বারবার নিরাপত্তা ত্রুটির জন্য সরকারকে সম্পূর্ণ দায় নিতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব শাহজাহানের তিন ঘনিষ্ঠকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ ফের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হল সন্দেশখালির শাহজাহান শেখের ভাই সিরাজুদ্দিন শেখকে। একই সঙ্গে তলব করা হয়েছে শাহজাহানের জামাই এবং গাড়ির চালককেও। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি সূত্রে খবর, আগামী বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ওই তিন জনকে তলব করা হয়েছে। ফের হাজিরা এড়ালে আইনি পদক্ষেপ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। এর আগে সিরাজুদ্দিন-সহ ওই তিন জনকে মোট তিন বার তলব করা হলেও প্রতি বারই হাজিরা এড়ান তাঁরা। এখনও পর্যন্ত সিরাজুদ্দিনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ইডির তদন্তকারীরা মনে করছেন, তদন্ত থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দিয়েছেন সিরাজুদ্দিন। সন্দেশখালি এবং ন্যাজাট থানায় ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মহিলা নির্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির যে সমস্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তার মধ্যে শাহজাহান ছাড়া নাম ছিল শিবু হাজরা এবং অন্যদের। ইডি সূত্রে খবর, সেই মামলার তদন্তের সূত্রেই তাঁকে একাধিক বার তলব করা হয়েছিল সিরাজুদ্দিনকে।

মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা প্রাণ হারালেন ৫ পুণ্যার্থী, আহত ৪০-এর বেশি

মুম্বই, ১৬ জুলাই ঃমুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ জন পুণ্যার্থী। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪০ জন। সোমবার মধ্যরাতে মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের ওপর একটি বাস ও ট্রাক্টরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর বাসটি রাস্তার ধারে খাদে পড়ে যায়। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা ওয়ারকারি (ভগবান ভিঠলের ভক্ত) ছিলেন, যারা মুম্বইয়ের কাছে তাঁদের নিজ শহর ডোম্বিভলি থেকে আষাঢ়ী একাদশী উদযাপনের জন্য পন্ধরপুরে যাচ্ছিলেন। মধ্যরাতে বাস ও ট্রাক্টরের মধ্যে জোরালো সংঘর্ষ হয়।নভি মুম্বই পুলিশের ডিসিপি পঙ্কজ দাহানে বলেছেন, আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নভি মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষ্যে বেসরকারি বাসে করে পন্ধরপুর যাচ্ছিলেন পুণ্যার্থীরা। ট্রাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বাসটি খাদে পড়ে যায়। আহত ৪২ জনকে এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ৩ জনকে সরকারি

খড়ি নদী দূষণ অভিযোগ প্রেক্ষিতে দূষণমুক্ত করতে জেলা পরিষদের পদক্ষেপ

গুসকরা,১৬ জুলাইঃ খড়ি নদী দূষণমুক্ত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিলো জেলা পরিষদ। কয়েক দিন আগে খড়ি নদী দূষণের অভিযোগ জানিয়ে জেলা শাসক ও জেলা পরিষদে স্মারকলিপি দেয় সিটিজেন ফোরাম কুড়মুন কমিটি। নদীর পাশ্ববর্তী এলাকা বাসীদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠন। জেলা পরিষদ স্মারকলিপি প্রেক্ষিতে খড়ি নদী যে এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যে ভাতাড় থানার বর্ধমান কাটোয়া রাস্তার ধারে নর্জা খড়ি নদীর কাগজ তৈরি কারখানা হয়েছে। যার বিস্তার নদীর দুইদিকে । যে এলাকা বিল ছিলো । কয়েক মাস জলে ডুবে থাকতো । মাঝে রাস্তা ডুবে যেতো । পূর্ব বর্ধমান জেলার পশ্চিম থেকে পূর্বে গ্রামীণ এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ খড়ি নদী। এই নদীর জলে সেচ চাষে করা হয় দুপাশে জমিতে।মাছ ধরা স্নান করা, গবাদিপশু পাখি জল পান ও মাঠে কাজের সময় নদীর জল পান করতো। অভিযোগ এখন কারখানার মাঝে নদীর মাত্র কয়েক ফুট । একপাশে কারখানা অন্যপাশে বর্জ্যের উঁচু ঢিপি। কারখানার দুর্গন্ধে পাশ দিয়ে যাওয়া কষ্টকর।অভিযোগ কারখানার বর্জ্য পদার্থ খড়ি নদীর জলে পড়ে দূষণ হচ্ছে । এছাড়াও বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে দূর থেকে দূষিত বর্জ্য জলে সাথে নদীতে পড়ে।নদীর জল দূষণ হচ্ছে । ফলে এখন এই জল ব্যবহার যোগ্য নাই দূষনের ফলে । অভিযোগ এই জল থেকে চর্ম রোগ হচ্ছে পশু পাখির মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানের মানকর মাড়ো গ্রামে উপত্তি হয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার পশ্চিম থেকে গলসী বর্ধমান আউশগ্রাম ভাতার মন্তেশ্বর পূর্বস্থলী ব্লক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। এসব পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের দূষণমুক্ত করতে উদ্যোগী হতে বলা হয়েছে।জেলার গ্রামীণ এলাকায় বড়ো অংশের মানুষ এই জল ব্যবহার করে। জেলা পরিষদের এই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য খুশি। পঞ্চায়েত সমিতি দ্রুত পদক্ষেপ নিলে নদী দূষণমুক্ত হবে।

ছিলেন সমালোচক, সেই ভ্যান্সকেই ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই ঃ একদা ডোনাল্ড ট্রাম্পের তীব্র সমালোচক ছিলেন। এবার সেই জে ডি ভ্যান্সকেই আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) থেকে আমেরিকার উইসকনসিনে শুরু হয়েছে রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলন। সেই সম্মেলনেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলের তরফে কাকে প্রার্থী করা হবে? সেই বিষয়ে ভোট হয়।যাতে জয়ী হয়েছেন ট্রাম্প। চলতি বছরেই আমেরিকায় নির্বাচন। তাতে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম পাকা করে নিয়েছেন ট্রাম্প। তার সঙ্গেই ভাইস প্রেসিডেঃট পদে প্রার্থী হিসেবে জেডি ভ্যান্সের নামেও সিলমোহর পড়েছে। ওহিও-র সেনেটার পদে রয়েছেন জেডি ভ্যান্স।

এস জয়শঙ্করের মরিশাস সফর শুরু, মনীশ গোবিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর দু'দিনের সফরে মরিশাস পৌঁছেছেন। সফরের শুরুতে মঙ্গলবার মরিশাসের বিদেশমন্ত্রী মনীশ গোবিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জয়শঙ্কর। এই সফরকালে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রভিন্দ জুগনৌথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এস জয়শঙ্কর। অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচী রয়েছে তাঁর।মরিশাসের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও কথা বলবেন তিনি। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, এই সফর ভারতের প্রতিবেশী প্রথম নীতি, ভিশন সাগর এবং গ্লোবাল সাউথের প্রতি অঙ্গীকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে দু'দেশের সম্পর্কের গুরুত্বকে তুলে ধরবে। বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং মানুষে মানুষে সংযোগকে আরও দৃঢ় করতে দুই দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মন্ত্রক জানিয়েছে।

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা নিলাদ্রী চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সর্বদলীয় শ্রদ্ধাবাসর অনুষ্ঠিত

উলুবেড়িয়ার, ১৬ জুলাই ঃ অবনী বসু ভবনে তথা জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা নিলাদ্রী চক্রবর্তী ওরফে পম -এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সর্বদলীয় শ্রদ্ধাবাসর অনুষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক প্রয়াত আরও তিনজন কংগ্রেস নেতার প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রয়াত নেতার সহধর্মিনী মন্দিরা চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাবাসর অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত কংগ্রেস নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জী, সামশুর রহমান ও ডলি মিদ্দে'র প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং উপস্থিত অতিথিবর্গ প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পন করেন। এরপর শোকবার্তা পাঠ এবং পাঠ শেষে শোকপ্রস্তাব পত্রটি মন্দিরা চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেন প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক অলোক কোলে মহাশয়। প্রয়াত নেতাদের স্মৃতিচারণ করেন প্রদেশ কিষাণ কংগ্রেস সভাপতি মাননীয় তপন দাস মহাশয়, সিপিএম নেতা সাবিরুদ্দিন মোল্লা, কমঃ দীপু মণ্ডল, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সৌরভ ঘোষ, সৌরভ ব্যানার্জী, আলম দেওয়ান, হাওড়া জেলা যুব কংগ্রেস সহঃ সভাপতি আশিক আলি শা, উলুবেড়িয়া লোকসভার অন্তর্গত সমস্ত ব্লক থেকে নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন যথা অধ্যাপক রিভু সান্যাল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুব্রত বেরা, লক্ষ্মীকান্ত পাল, সফিকুল হাসান, দিলীপ প্রামাণিক, সেখ সুজাউদ্দিন, সেখ দেলসান, সলীল মুখার্জী, আসরাফ মোল্লা, রণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সেখ মাসিদুর রহমান, রীতা ফারিয়া, গৌতম খাটুয়া, সৌরভ করাতি, সেখ মঙ্গনুদ্দিন, সুকুমার দাস, চুচুড়া শহর কিষাণ কংগ্রেস সভাপতি সুদীপ মজুমদার, স্বপন বেরা, সেখ রসিদ, মিনহাজুল আবেদিন মল্লিক, সেখ বদরুল আনাম, প্রলয় মণ্ডল, গোলাম রসুল মো।ল, শিবানী কয়াল, চিত্রা কয়াল, দিপালী গায়েন, প্রতিমা গায়েন, কাঞ্চন খাঁ, হামিদ লস্কর প্রমুখ। শ্রদ্ধাবাসরের আহ্বায়ক বিশ্বজি মেউর ও তাপস কোদালীর সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

রকেটের গতিতে ছুটছে শেয়ার বাজার, প্রায় ২৫ হাজারের চূড়ায় নিফটি

কলকাতা, ১৬ জুলাই ঃ রকেটের গতিতে ছুটছে শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার বাজার খুলতে না খুলতেই নতুন রেকর্ড করে ফেলে নিফটি। প্রথমবারের মতো ২৪ হাজার ৬৫০ পয়েন্টের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। যদিও কিছু সময় পর খানিক নিম্নগতি দেখা গেলেও দুপুর ২টোর সময়েও ২৪,৬১৭ থেকে ২৪, ৬২০ পয়েন্টের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। বড় লাভের মুখ দেখেছে টিসিএস থেকে ইনফোসিস।অন্যদিকে এদিন বিএসই-র সেনসেক্স ৬৬.৬৩ পয়েন্টের সামান্য বৃদ্ধির সঙ্গে ৮০ হাজার ৭৩১ পয়েন্টে খুলেছে। লাগাতার বৃদ্ধির জেরে বর্তমানে বিএসই-র বাজার মূলধন ৪৫৬.৬৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছে। তথ্য বলছে, বর্তমানে বিএসই-তে ৩১৮৬টি শেয়ারের লেনদেন হচ্ছে। যার মধ্যে ২১৬৭ টি শেয়ার বাড়ছে। ৯১১টি শেয়ারের দরপতন হয়েছে। তবে ১০৮টি শেয়ার অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। এরমধ্যে তো আবার ১৪৬টি শেয়ার গত এক বছরের সময়কালে সর্বোচ্চ রিটার্নও দিয়েছে। তবে পতনের মুখোমুখি হয়েছে ১০টি শেয়ার।

আউশগ্রাম সভাপতি আব্দুল লালনের হাত ধরে পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি থেকে তৃনমূল কংগ্রেসে যোগ

গুসকরা,১৬জুলাইঃআউশগ্রাম ২ সভাপতি আব্দুল লালনের হাত ধরে বিজেপির নির্বাচিত দুই পঞ্চায়েত সদস্য তৃনমূল কংগ্রেস যোগ দিলেন। আউশগ্রাম পান্ডুক গ্রামের হাটতলা তৃনমূল কংগ্রেস সভায় সভাপতি শেখ আব্দুল লালনের হাত থেকে তৃনমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলেনেন বিজেপি থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত দুই সদস্য ।সাথে কয়েকজন বিজেপির দলের পদাধিকারী একই সাথে যোগ দিলেন। দল ছেড়ে আসা মহাদেব মেটে বলেন বিজেপি সিপিএম তৃণমূল বলে চিহ্নিত করলে হবে না,সবাইকে সমান চোখে দেখতে হবে । গ্রামে তৃনমূল কংগ্রেস নেতারা তা করেনি বলেই আমারা বিজেপি থেকে জিতেছিলাম। নিচু তলার সহ অনেক তৃনমূল কংগ্রেস নেতার চলার পথ ঠিক নাই। বিজেপিও কথা রাখেনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলার পথে ঠিক আছে এখানে সভাপতি ভালো। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলাম। তৃনমূল কংগ্রেস পক্ষে তার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন আমরা সকলের সাথে চলি সবার কথা ভাবি। উন্নয়ন নিয়ে দল দেখি না। অপরদিকে বিজেপির পক্ষে থেকে জানা যায় ওরা চলে গেলেও দলের কোনো ক্ষতি হয়নি ।বিজেপির ভোটে জিতেছিল । মানুষ ওদের ভোট দেয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে এসে ছিল উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় চলে গেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৩১ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১৬ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ১০ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈ ১০ ইঙেন, আসামঃ৩১ আহার, মুসলিমঃ৯-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০৪ঃ ১৮ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ২০ঃ ৪৪।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০১ঃ৫৫ঃ৫৫(১৬) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ৪৯ঃ ০৪(১৬)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃদশমী (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৪ঃ৫৫ঃ৪৩ দং ২৯৩৮১৭.৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃবিশাখা রাত্রিঃ১১ঃ৪৯ঃ৪৩ দং ৪৬৫৩১৭.৫ পর্যন্ত পরে অনুরাধা করণঃগর বিকাল ঘ ০৪ঃ৫৫ঃ৪৩ দং ২৯৩৮১৭.৫ পর্যন্ত পরে বণিজ যোগঃ শুভঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ০৪ঃ২৪ থেকে - ০৭ঃ৪৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৯ঃ৫২ থেকে - ১২ঃ০৯ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ৩২ থেকে - ০৪ঃ৩৪ঃ৩৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ০৭ঃ০৩ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ১২ঃ৪৭ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০২ঃ৪৮ঃ২৭ থেকে - ০৩ঃ৪১ঃ ৩২ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩৪ঃ৩৮ থেকে - ০৫ঃ২৭ঃ৪৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ২৯ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ ৫৫ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০১ঃ০২ঃ১৫ থেকে - ০১ঃ৫৫ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ০৪ঃ০৪ থেকে - ১২ঃ৪৬ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৬ঃ৪৩ঃ৫৭ থেকে - ০৮ঃ২৩ঃ৩০ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০১ঃ২২ঃ১০ থেকে - ০৩ঃ০১ঃ৪৩ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ৪১ঃ১৬ থেকে - ০৯ঃ০১ঃ৪৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩০৮১ (৭) ৪ পদ চন্দ্রঃ ৭৪৪৫৪ (১৭) ১ পদ মঙ্গলঃ১০২৫১৭ (৩) ২ পদ বুধঃ ৩২৫৬১৪ (৯) ৩ পদ বৃহস্পতিঃ ১১৮০৫৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ ৩১২৯২২ (৮) ৩ পদ শনিঃ ১০২২১০৩৩ (২৫) ১ পদ রাহুঃ ১১১৮২৯১৫ (২৭) ১ পদ কেতুঃ ৫১৮২৯১৫ (১৩) ৩ পদ শনি বক্রি। লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৭ঃ ১৮ঃ০০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৯ঃ২৯ঃ২০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১১ঃ৩৯ঃ৩৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০১ঃ৫৩ঃ৪২ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ২৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৬ঃ১৪ঃ ৪৫ পর্যন্ত। মকর রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ০১ঃ৩৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৩৫ঃ০২ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১১ঃ ০৬ঃ০৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্রি ১২৪৬৩৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪৫ঃ০৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৮ঃ২২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গের জন্য বৃষ্টি দুর্যোগের আর কোনও সম্ভাবনা নেই, কোনও সতর্কতাও জারি করেনি আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলবে। তাপমাত্রাও থাকবে অনুকূল। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় বেং রাত ৯টায়। ভাটা-সকাল ৮টায় এবং রাত ৯ টায়। সূর্য উদয় ঃ৪ টে ৫৭ মিনিট এবং অস্তর যাবে ৬ টা ২২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ লোকশিল্পীদের সরকারি স্বীকৃতিলাভের ফলে তাঁদের কাজের বিস্তার বাড়বে।

বৃষ রাশিঃনব-বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়তে পারেন।

মিথুন ঃস্ত্রীর কাছ থেকে কোনও সুখবর পেতে পারেন। এই সময় প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিবর্তন যোগ বিদ্যমান।

কর্কট রাশি ঃ কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।

সিংহ রাশিঃকর্মক্ষেত্রে অকারণে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

কন্যা রাশিঃ গুপ্তশত্রু সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সংসারে শান্তি হবে

তুলারাশিঃ লোকশিল্পীরা তাঁদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারি স্বীকৃতি লাভ করতে পারবেন।।

বৃশ্চিক রাশি ঃ অংশীদারী ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝির ফলে ব্যবসায় মন্দাভাব।।

ধনু রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়বেন না।

মকর রাশিঃসন্তানের খেলাধুলায় কৃতিত্বের জন্য গর্বিত হওয়ার যোগ।

কুম্ভ রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

মীন রাশিঃপিতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজ।

জয়নগর মজিলপুর পৌর শহরে উঠে এলো বোমা তৈরির আসল কারণ, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জুলাইঃ জয়নগর মজিলপুর পৌর শহরে বোমা তৈরির আসল কারণ উঠে এলো এবার পুলিশের তদন্তে। জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকায় বাড়িতে বোমা বানাতে গিয়ে গ্রেফতার এক যুবক।আপাতত পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।জানা গেছে,ইউটিউব দেখে বোমা বানাতে হাতে খড়ি ঐ যুবকের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শিরালিপাড়া থেকে ধৃত যুবকের নাম প্রবীর চট্টোপাধ্যায়। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বোমা বানানোর মশলা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও ধৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে বসে থাকত প্রবীর। ঘর বন্ধ করে মোবাইল ঘাঁটতো সে। কেউ ঘরে ঢুকলেই বিরক্তি প্রকাশ করতো সে। সম্প্রতি কিছু যুবকের সঙ্গে ঝামেলা বাধে প্রবীরের। আর তাদের শায়েস্তা করার জন্যই বোমা তৈরির পরিকল্পনা করে সে। আর সেই জন্য ইউটিউব দেখে বোমা বানানোর কৌশল দেখে এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগাড় করে। তারপর বাড়ির কাছে পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণ ঘটায়। শনিবার মাঝ রাতে সেই আচমকা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। আচমকা এই বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে সেই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ফাঁকা জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে বিস্ফোরণ হয় বলে খবর। এরপর ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত প্রবীরকে শনিবার রাতেই গ্রেফতার করেছে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ। ধৃতের দিদি ঝর্ণা চ্যাটার্জী বলেন,তাঁর ভাই প্রবীর পুরীতে কাজ করত। মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসত সে।তবে কি ঘটে ছিলো শনিবার রাতে তা তাঁর জানা নেই কারণ সে তখন ঘুমোচ্ছিলো। তবে ভাই সবসময় ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতো আর ওর ঘরে কাউকে ঢুকতে দিত না।

এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শ্রাবন্তী কুণ্ডু বলেন, শনিবার রাত্রি সাড়ে ১১টা নাগাদ দুটো আওয়াজ আমরা শুনতে পাই। সঙ্গে আলো ও চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে যায়। এভাবে মোট ৪টি শব্দ আমরা শুনতে পাই। এরপর দেখলাম একটা ছেলে বোমাটা ফেটেছে কি না দেখে, তারপর চলে গেল।

তারপর দেখি ওই ছেলেটা হাতে কালো প্লাস্টিক করে আবার কিছু একটা নিয়ে আসে। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই ছেলেটার বাড়িতে যায়। আর তারপরই স্থানীয়দের চেষ্টায় জয়নগর থানার পুলিশ এসে ঐ যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। আর বর্তমানে সে জয়নগর থানার পুলিশ হেফাজতে আছে। এদিকে এই বিষয়ে পৌরসভার স্থানীয় ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিন্ময় দে বলেন, যে বোমা ফাটিয়েছে তাকে চিহ্নিত করেছে জয়নগর থানায় পুলিশ।

তার বাড়ি থেকে বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও পাওয়া গিয়েছে। পুলিশকে যথাযথভাবে তদন্ত করার কথা বলেছি। তবে জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকার মধ্যে এই ধরনের ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যেই নিজেদের হেফাজতে রেখে তদন্ত করছে পুলিশ। কোথা থেকে মশলা ও সরঞ্জাম সে জোগাড় করেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর এই বোমা দিয়ে কাদের ক্ষতি করতে চাইছিল সে তা ও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বিষধর কালকেউটের ছোবলে আক্রান্ত ব্যক্তি, সাপ নিয়ে সোজা হাসপাতালে

সুন্দরবন, ১৬ জুলাইঃ সুন্দরবনে কৃষি জমিতে ট্রাক্টর চালানোর সময় প্রথমে পায় তারপর হাতে কেউটের ছোবল, সাপ ধরে সোজা হাসপাতালে সাহস দেখে বিস্মিত চিকিৎসকরা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের স্যান্ডেল বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁকড়ার ডোবর গ্রামের বাসিন্দা ৪৮ বছরের অনুপ মন্ডল পেশায় ট্রাক্টর চালক। এলাকায় একটি কৃষি জমিতে ট্রাক্টর নিয়ে গিয়েছিল সেই সময় জমির উপর দিয়ে ট্রাক্টর চালানোর সময় একটি বিষধর কেউটে সাপ গাড়ির তলায় পড়ে আহত হয় গাড়ি থেকে নেমে তাকে দেখতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি প্রথমে পায়ে কামড় দেয় তারপর আহত অবস্থায় নিজেকে বাঁচতে সাপকে ধরতে যায় সেই সুযোগে ফের কামড় দেয় হাতে সেই সময় নিজের মনকে শক্ত করে আক্রান্ত চালক হাতে করে আল কেউটে সঙ্গে নিয়ে সোজা স্যান্ডেল বিল গ্রামীণ হাসপাতালে যান, সেখানে চিকিৎসকরা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সাপের চরিত্র দেখে এন্টিভেনাম ওষুধ দেয় সাপে কামড়ে আক্রান্ত অনুপ বাবুর চিকিৎসা শুরু হয় তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হন।

সুন্দরবনের বাসিন্দারা এই চালকের সাহসিকতা দেখে চিকিৎসক থেকে নার্স হাসপাতালে থাকা রুগী থেকে তাদের পরীজনরা সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ দেন। পাশাপাশি আক্রান্ত রোগী বলেন সাপে কামড়ালে ওঝার কাছে না গিয়ে সোজা হাসপাতালে চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে যাবা যায়। ওঝার কাছে গেলে তার কেরামতিতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, তাই আমি বলবো সাপে কামড়ালে একদিকে সচেতনতার বার্তা অন্যদিকে দ্রুত চিকিৎসার পরামর্শ নিলে স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে আসতে পারবে।

বৃক্ষরোপণ ও ডেঙ্গু সচেতনতা কর্মসূচি পালন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জুলাই ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে বাঁচতে বৃক্ষরোপণ ও ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ে কর্মসূচি পালন করা হলো জয়নগর উত্তর চক্রের অধীন শ্রীকৃষ্ণ নগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিন স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ ও ডেঙ্গু সচেতনা মূলক একটি পদযাত্রা বের হয় এলাকায়।এলাকার মানুষ কে সচেতন করা হয় এই পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া বৃক্ষরোপনের তাৎপর্য ও তুলে ধরা হয় এবং ডেঙ্গু সম্পর্কেও সচেতন করা হয়।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর উত্তর চক্রের অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণনগর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সজল দেবনাথ সহ শিক্ষাবন্ধু, অভিভাবক,ভি ই সি সহ আরো অনেকে। এদিন প্রায় ৪০ টি বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা স্কুল চত্বরে বসানো হয়। আগামী দিনেও এই ধরনের কর্মসূচি পালন করা হবে বলে এদিন স্কুলের তরফে জানানো হয়।

চুক্তি ভঙ্গ, সরকারি বাসের মালিকদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ চুক্তি ভঙ্গ করলে রাজ্য সরকার ফ্রাঞ্চাইজি দেওয়া বিভিন্ন সরকারি বাসের মালিকদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করবে বলে জানিয়েছে। বেশ কিছু বেসরকারি বাস মালিক সরকারি বাস ফ্রাঞ্চাইজি নিয়ে বিভিন্ন রুটে বাস চালানোর সময় বাসে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা না টাঙানো, কাটা রুটে বাস চালানো, নির্ধারিত ভাড়ার তুলনায় যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিচ্ছে বলে সম্প্রতি পরিবহন দপ্তরে বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়ার পরে দপ্তরের আধিকারিকরা এই ধরনের সব মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। চুক্তি অনুযায়ী রাতে পরিবহন নিগমের ডিপোতে বাস রাখার কথা বলা হলেও অনেকেই সেটা মানছে না বলেও বৈঠকে জানানো হয়। এই অবস্থায় চুক্তি লঙ্ঘন করলে খুব দ্রুত চুক্তি বাতিল করে বাস ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে দপ্তরের আধিকারিকরা মালিকদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

চালকদের উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে মুরগি পরিবহন ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ গাড়ি চালকদের উপরে পুলিশের জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিবাদে পোল্ট্রি মুরগি পরিবহন ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে রাজ্যজুড়ে এই পরিবহন ধর্মঘট শুরু হবে বলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোল্ট্রি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে। এরফলে রাজ্যজুড়ে মুরগির যোগান কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য গত এগারোই জুলাই মাঝরাতে একটি মুরগি বোঝাই গাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানা এলাকায় রাজ্য সড়ক ধরে যাওয়ার সময় টহলদার পুলিশ সব বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও গাড়িটিকে আটকে টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ। চালক টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে টর্চ দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় বলে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে।

বিসর্জন দেখতে গিয়ে কিশোরীর দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জয়পুর, ১৬ জুলাইঃ পাড়ার পূজোর বিসর্জন দেখতে গিয়ে কিশোরীর দেহ উদ্ধার। গত রবিবার থেকে কিশোরী নিখোঁজ ছিল। তারপর গতকাল সোমবার রাতে তার দেহ উদ্ধার হয় ডোবা-জঙ্গল থেকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সকাল ১১টার পরে যায় আমতা ব্লকের জয়পুর থানার অন্তর্গত কাশমূলী গ্রামের এক কিশোরীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার। জয়পুর থানার পুলিশ এই ঘটনায় একজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। গত রাতে কিশোরীর মরদেহ ডোবা-জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়।

এদিকে মহকুমা হাসপাতালে মৃতা কিশোরীর ময়নাতদন্ত চলছে অপরদিকে অভিযুক্তকে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে তোলা হবে একথা জানতে পেরে এলাকার জাতীয় কংগ্রেসী সমর্থকরা ও স্থানীয় বহু লোকজন জমায়েত হয় উলুবেড়িয়া আদালত চত্বরে। বিকাল চারটা পর্যন্ত অবস্থানের পরেও অভিযুক্ত আসামীকে আদালতে আনা হয়নি বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় এই অবস্থানের কারণেই প্রশাসন সিদ্ধান্ত বদল করেন। অবশেষে আদালতের সামনের রাজপথে দলীয় পতাকাসহ মৃতার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও অভিযুক্ত আসামীদের যথোপযুক্ত শাস্তির দাবিতে শ্লোগান দিয়ে কর্মসূচী শেষ করা হয়।

উল্টোরথযাত্রায় নববারাকপুরে মানুষের উন্মাদনা

নববারাকপুর, ১৬ জুলাইঃ মঙ্গলবার বিকেলে উল্টোরথযাত্রায় নববারাকপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মঙ্গলবার বিকেলে নববারাকপুর পুরসভার ৪নং ওয়ার্ড উৎসব সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় শীতলামন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পুজো করে রথের রশি টেনে সৌহার্দ পদযাত্রা শেষ হয় পুরসভা পরিচালিত হাসপাতালের সামনে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুর প্রতিনিধি কৃষ্ণা বোস, আইএএস নারায়ণ চন্দ্র সরকার, উৎসব সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সৌমিক বোস সহ ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ সদস্যরা। উৎসব কমিটির অন্যতম সৌমিক বোস জানান ৭ জুলাই রথযাত্রায় সুসজ্জিত সৌহার্দ পদযাত্রা শুভ উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি কৃষ্ণা বোস। আজ উল্টোরথযাত্রায় এলাকার সকল প্রবীণ নাগরিকদের সম্মিলিত ভাবে পথ পরিক্রমা করে। হাসপাতালের সামনে সকলকে খিচুড়ি ও পাপড় ভাজা মহাপ্রসাদ বিলি করা হয়। অন্যদিকে পুরসভার ২ নং ওয়ার্ড উৎসব কমিটির উদ্যোগে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের সামনে থেকে রথ নিয়ে বিভিন্ন পথ ঘুরে সার্বজনীন কালি মন্দির প্রাঙ্গণে শেষ হয়। নববারাকপুর পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডের খড়েরমাঠ উমা হাওলাদার এর মাসির বাড়ি থেকে লেনিনগড় ই ব্লকে প্রয়াত দুলাল পালের নিজ বাড়িতে উল্টোরথযাত্রায় জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা গমন করে।কীর্তন সহকারে রথের রশি টানলেন হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ। আয়োজক দেবাশিস পাল জানান দীর্ঘ সাত বছর ধরে সম্পূর্ণ নিম কাঠের নিজ হাতে তৈরি জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা নিয়ে সুসজ্জিত বিশাল রথযাত্রায় এলাকার মানুষের ঢল নামে।

সাইকেলে কেদারনাথে পাড়ি দিলো জয়নগরের যুবক দিব্যেন্দু

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জুলাইঃ এবার তাঁর দু বছরের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সাইকেল নিয়ে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন জয়নগরের এক যুবক দিব্যেন্দু। প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে তিনি কেদারনাথে পৌঁছে যাবেন। জয়নগর থানা এলাকার সরবেড়িয়া সাহাপাড়া থেকে তিনি কেদারনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। প্রায় দুবছর ধরে তার চিন্তা ভাবনা ছিল তিনি সাইকেল চালিয়েই কেদারনাথে যাবেন। যার জন্য তিনি দু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন তীর্থ ক্ষেত্রে সাইকেল চালিয়ে তিনি ভ্রমণ করেছেন এই সাহসটি মনে যোগানোর জন্য। তিনি বললেন, জয়নগর থেকে কেদারনাথ যেতে এই ১৭০০ কিলোমিটার পৌঁছাতে তাঁর ১৭ দিন সময় লাগবে বলে। তবে শরীরের কোন সমস্যা না হলে তিনি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবেন। প্রতিদিন একশো কিলোমিটার করে সাইকেল চালাবেন। সঙ্গে রেখেছেন বিভিন্ন ধরনের ওষুধ। একসাথে কি রাস্তার ধারে তামু খাটিয়ে থাকবেন এর পাশাপাশি রান্নার সরঞ্জাম হাতে রেখেছেন। তার ৪০ দিনের এই যাত্রা লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। এর পাশাপাশি তিনি আরো বলেন শরীর সুস্থ থাকলে এবং পরিবেশ অনুকুল হলে চারধাম যাত্রাও সেরে নেবেন। এই যাত্রায় সব রকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর পরিবার ও বন্ধুরা। এই যাত্রায় তার উদ্দেশ্য নিজের গ্রামকে চেনানোর।দ.২৪ পরগনা জয়নগর থানা এলাকার এই প্রথম কোন ব্যক্তি সাইকেল চালিয়েকে দারনাথের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। এই সাইকেল যাত্রা পথে সরকারি সব ধরনের পারমিশনের নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে ভাবাদিঘী প্রকল্পের কাজে বিশেষ আলোকপাত,

কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ পূর্ব রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলির মধ্যে কামারপুকুর ও জয়রামবাটি লাইন সংযোগ এর কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বড়গোপীনাথপুর, ময়নাপুর এবং গোকুলনগর জয়পুরে প্রস্তাবিত স্টপেজগুলির বিষ্ণুপুরের সাথে হুগলি জেলার পূর্ব রেলওয়ে অংশের সাথে সংযোগ করার চাবিকাঠি এই রেল প্রকল্পটি। এই প্রকল্পের এর মধ্যে অবস্থিত ভাবাদিঘির বিষয়ে গত কয়েক মাস ধরে রেলওয়ে আধিকারিকরা পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনার মাধ্যমে খুব দ্রুত তার সাথে কাজ করে চলেছে যাতে প্রজেক্টটি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। রেলওয়ে আধিকারিকরা রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হুগলি, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ল্যান্ড একুইজিশন হুগলি এবং সাব ডিভিশনাল অফিসার আরামবাগ) দের সাথে ভাবাদিঘী সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছেন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি ও দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ অনুযায়ী ভাবাদিঘি এলাকার ১.২৪ একর জমি ১৬.৭.২০১২ তারিখে এবং ১.৮১ একর জমি ১২.০৩.২০১২ তারিখে রেল কর্তৃপক্ষ কে (রেলওয়ে অথরিটি) জমি হ্যান্ডওভার করা হয়েছিল । এবং রেলওয়ে প্রকল্পটির কাজ এ বছরই ১৬ জুলাই তারিখ থেকে শুরু করার পরিকল্পনা ছিল । রাজ্য সরকারের পুলিশ বিভাগ আপাতত কোনোরকম নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন। এই পরিপেক্ষিতে রেলওয়ে আধিকারিকরা পুনরায় রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রজেক্টটি চালু করার জন্য অনুমতি নেবে এবং আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এই উক্ত প্রকল্প চালু করতে পারবে। পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনের সময়ে এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভবাদিঘির স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে মতবিনিময় করেন। গ্রামবাসীদের কাছে ভাবাদিঘি পুকুর এলাকার তাৎপর্য স্বীকার করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেন যে, স্থানীয় জীবিকার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব যাতে না পড়ে তার জন্য সক্রিয় নিরীক্ষণ থাকবে। তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পটির মধ্যে গোঘাট - কামারপুকুর ও জয়রামবাটির মধ্যে লাইন সংযোগ এর কাজ শেষ হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে । সুমধুর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, রেলের এই উদ্যোগটি, এই অঞ্চলটিকে পর্যটন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ঐতিহাসিক এই পরিদর্শনের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে কামারপুকুর ও জয়রামবাটির রেলপথের উন্নত ভবিষ্যত ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে।

আইটিসি লিমিটেড

ভার্জিনিয়া হাউজ, ৩৭ জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে কোম্পানির নিম্নোক্ত সিকিউরিটিজের সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে এবং সিকিউরিটিজ ধারীরা নকল শংসাপত্র ইস্যু করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করেছে। উল্লিখিত সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তির দাবি আছে তাকে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এই ধরনের দাবি করতে হবে অন্যথায় কোম্পানী আরও কোনো তথ্য ছাড়াই ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট ইস্যু করতে এগিয়ে যাবে।

শেয়ারহোল্ডারদের নাম	ফোলিও নং	শেয়ারের সংখ্যা	স্বতন্ত্র সংখ্যা	সার্টিফিকেট সংখ্যা
ইদ্রিশ মোহামেদভাই হাভেলিওয়ালা	০৮/০২৩৯৫	৬৪০	৩৪২৬০৫৭১-৩৪২৬১২১০	২০৪৬০
		৩২০	২৫২০৫৫৮৩৫৬-২৫২০৫৫৮৬৭৫	৮৬৬৬৯
		৯৬০	৩৮৬০৭৪০৫৪৮-৩৮৬০৭৪১৫০৭	১৬৭৩৭৪
		৯৬০	৮০৭৬১৪৩৭৮৬-৮০৭৬১৪৪৭৪৫	২৪১৯৩৯

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৭.০৭.২০২৪

ইদ্রিশ মোহামেদভাই হাভেলিওয়ালা
হোল্ডারদের নাম

গেট পড়ার সময় নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করবেন না

কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ আপনি নিশ্চয়ই রেলগেটে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যান? কিন্তু যখন রেলগেট পড়ে , সাইরেন বাজে এবং লাল সিগন্যাল থাকে, আপনার তখন দাঁড়িয়ে যাওয়াই উচিত কারণ ট্রেনটি ট্র্যাকে আছে এবং ট্রেনটি সেই সময় ওখান দিয়ে পাস্ করবে, সেইজন্যই রেলগেটটি বন্ধ থাকে। প্রায়শই দেখা যায় রেলগেটগুলি বন্ধ হওয়ার মুখে মানুষজন তাড়াহুড়ো করে সেটি পেরোনোর চেষ্টা করে এবং মানুষজন একবার ঢুকে পড়লেই ট্রেন চলাচলে সমস্যা তৈরী হয়। ইদানিংকালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিছু কিছু লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ করতে চেয়েও বন্ধ করা যাচ্ছেনা কারণ গাড়ি, মোটরবাইক ইত্যাদি ক্রমাগত লেভেল ক্রসিং গেটের মধ্যে দিয়ে চলাচল করেই যাচ্ছে রেলগেট বন্ধ হওয়ার সাইরেন বাজা সত্ত্বেও। এরফলে বাধ্য হয়ে লেভেল ক্রসিং গেট খোলা থাকার কারণে ট্রেন স্টেশনে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকছে। খড়দহে ৯ নং গেট , বেলঘড়িয়ায় ২ নং গেট , ব্যারাকপুরে ১৪ নং গেট, দমদম ক্যান্টনমেন্টের ১ ও ২ নং গেট, টিটাগড়ে ১২ নং গেট, রানাঘাটে ৫৭ নং ইত্যাদি গেটগুলিতে ব্যস্ত সময়ে অর্থাৎ সকাল ৮ঃ৩০ থেকে ১১ঃ৩০ টা এবং বিকেল ৫ঃ৩০ টা থেকে ৮ঃ৩০ টা পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হচ্ছে প্রায় ১৫-২০ মিনিট। এরফলে অপেক্ষারত প্রতি ট্রেনে যাত্রাকারী প্রায় ১০০০-১২০০ যাত্রীদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে। যাত্রাপথে প্রতি রেলগেটে যদি একটি ট্রেনকে খুব কম করে ৫-৭ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় তবে ৫-৬টি লেভেল ক্রসিং গেট মিলিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা লেট্ হয়ে যায়। এই লেট্ অন্যসব ট্রেনকেও প্রভাবিত করে ফলে যাত্রীরা অসুবিধার সম্মুখীন হন। একই অবস্থা রিষড়ায় ৩ ও ৪ নং গেট, উত্তরপাড়ায় ২সি , বৈদ্যবাটিতে ১১ স্পেশাল, বেলুড়ে দেড় নম্বর গেট, তালিতে ৫৬ স্পেশাল ইত্যাদি গেটগুলির ক্ষেত্রেও। একটি ট্রেন এই বিলম্বের কারণে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি করলে তার ফলে সেই ট্রেনটি ফেরত আসার সময়েও একইরকম দেরি করে ফেলছে , এতে আখেরে আপনাদের অর্থাৎ যাত্রীসাধারণেরই অসুবিধা হচ্ছে। রেলওয়ের তরফ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ, গেট যখন পড়ছে সেই সময়ে আপনারা রেললাইনের পরিধিতে ঢোকার চেষ্টা করবেন না, বন্ধ লেভেল ক্রসিংয়ে জোর করে প্রবেশ করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ তো বটেই , এছাড়াও এতে আপনাদের প্রাণের ঝুঁকিও রয়েছে। রেলওয়েকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রেলকে সহযোগিতা করুন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/128 (1st Call) Name of the Work: **Restoration of trench disturbed by W/S Deptt. from 1 no. to 5 no. Kabi Sukanta Sarani in ward no. 35, BR-III;** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.4,86,440.01;** Earnest Money: **Rs.9,800.00;** Period of Completion: **30 Days;**

2. NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/211 (1st Call) Name of the Work: **Laying of seal coat at different portions of Bhupendra Bose Avenue, J.M. Avenue & C.R. Avenue under BR- I, II, IV & V;** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.4,92,496.03;** Earnest Money: **Rs.9,900.00;** Period of Completion: **60 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **27.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1) & **29.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 2); The bid forms and other details are available on and from: **19.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1& 2).

The Executive Engineer (W/S)/TPS, KMC invites tender online in two-bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/TPS/29/2024-2025 Name of the Work: **Restoration of service of 250 KVA transformer of station no. 4 of Tallah Pumping Station;** Estimated Amount: **Quotation;** Earnest Money: **Rs.4,010.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **29.07.2024 upto 2 p.m.;** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

The Executive Engineer (Water Supply)/ GRWW, KMC invites e-Tender for the following work:

NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/24-25/14 Name of the Work: **Strengthening of leaky and damaged portion of 900mm dia PSC primary grid opposite valve station on Tartala Road;** Estimated Amount: **Rs.2,46,366.00;** Earnest Money: **Rs.4,927.00;** Period of Completion: **10 Days;** Last Date & Time of receipt/ opening of Tender (Online): **29.07.2024 at 2 p.m./ 31.07.2024 at 2 p.m.;** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE_PS/VII/59/9/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Annual maintenance of play ground at 12, 13, 14 Mahendra Roy Lane in ward no.59, BR-VII;** Estimated Cost: **Rs.1,98,702.35;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;**

2. NIT No.: KMC/EE_PS/B1B2/GHAT/9/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Periodical cleaning of 12 nos. Ghats along River Ganga by deploying labours from Ratan Babu Ghat to Nimtala Ghat for a period of one year;** Estimated Cost: **Rs.3,30,989.12;** Earnest Money: **Rs.6,700.00;** Period of Completion: **365 Days** (for Sl. No. 1 & 2); Last Date & Time of submission of Bid: **26.07.2024 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from: **19.07.2024 at 10 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer/ Water Supply (BR-XI), KMC invites e-Tender for the following works:

1. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/06/2024-25 Name of the Work: **Restoration of W/S service pipe by pipe change with allied works at South Raynagar Near Swapan Builder Gola surroundings area in ward no. 112, BR-XI;** Estimated Amount: **Rs.1,95,722.72;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;**

2. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/07/2024-25 Name of the Work: **Change of pipe line to improve water supply line by providing 100mm dia DI pipe at Niranjan Pally A Block (Niranjan Pally Main Road) under bustee area in ward no. 113, BR-XI;** Estimated Amount: **Rs.2,96,417.75;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;**

3. NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/08/2024-25 Name of the Work: **Change of pipe line to improve water supply line by providing 100mm dia DI pipe at 3 no. Bansdroni Govt. Colony (H.L. Sarkar Road) under bustee area in ward no. 113, BR-XI;** Estimated Amount: **Rs.2,65,046.74;** Earnest Money: **Rs.5,400.00;** Period of Completion: **21 Days** (for Sl. No. 1 to 3); Last Date & Time of receipt/opening of Tender (Online): **29.07.2024 at 5 p.m. / 01.08.2024 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The Dy. C.E(E)/(WS)/IGWTP, KMC invites e-tender for the following works:

1. NIeT No.: KMC/IGWTP/059/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Maintenance of the surrounding premises of the Labour Quarter and its Common Utilities Beside Gate No.1, IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,69,235.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **240 Days;**

2. NIeT No.: KMC/IGWTP/060/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Maintenance of the surrounding area of the Security Guard Centre at Gate No.4 and its Common Utilities at Gate No.4 at IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,65,887.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **240 Days;**

3. NIeT No.: KMC/IGWTP/061/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Maintenance of the surrounding areas adjacent to the Chlorine Cylinder Stack Yard beside Chlorine Plant-2 at IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,66,621.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **240 Days;**

4. NIeT No.: KMC/IGWTP/062/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Maintenance of the common areas and the surrounding premises of the Four Storied Labour Quarter Block - 1, 2 & 3 at IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,62,878.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **240 Days;**

5. NIeT No.: KMC/IGWTP/063/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Enhancement of the 54" Inlet Valve Chamber surrounding premises along with the Northern Aligned premises of the Clarifier No.6 at 60 MGD WTP at IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,03,642.00;** Earnest Money: **Rs.4,500.00;** Time of Completion: **70 Days;**

6. NIeT No.: KMC/IGWTP/064/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Improvement of the 72 inch Suction Main No.1 and its Belmouth Connected with River Water Pumping Station No.3, IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,88,953.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **20 Days;**

7. NIeT No.: KMC/IGWTP/065/24-25, Dt. 01.07.2024 Name of the Work: **Restoration of the clarified Water Launder Connected with the Clarifier No. 1, 2 & 3 at 60 MGD WTP at IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,44,165.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **30 Days;**

8. NIeT No.: KMC/IGWTP/066/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Restoration of bridge wheels of clarifier no. 5 under 60 MGD Plant, IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,84,902.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **35 Days;**

9. NIeT No.: KMC/IGWTP/067/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Restoration of the extended shaft attachment of the 1800mm dia raw water suction valve chamber no. 1 at Northern Side of Intake Station No.3, IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,89,897.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **30 Days;**

10. NIeT No.: KMC/IGWTP/068/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Maintenance of the Switch Gears, Capacitor Banks surrounding premises at Intake Station No.2, IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,67,922.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **120 Days;**

11. NIeT No.: KMC/IGWTP/069/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Maintenance of area on the Eastern Flank of the FST in between the Security Watch Tower No. 19 to the Labour Rest Room at SILT IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,91,157.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **90 Days;**

12. NIeT No.: KMC/IGWTP/071/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Improvement of Flow Control Arrangement of the Industrial Chlorinator Device No. 3 at Old Chlorine Plant, IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.4,73,247.00;** Earnest Money: **Rs.10,000.00;** Time of Completion: **40 Days;**

13. NIeT No.: KMC/IGWTP/072/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Improvement of the 1.1KV Grade Low Voltage Electrical Apparatus and Illumination arrangement attached with the 6/0.415KV, 250KVA Transformer No.2 at IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,74,146.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **100 Days;**

14. NIeT No.: KMC/IGWTP/073/24-25, Dt. 15.07.2024 Name of the Work: **Repairing of the Operating Mechanism of 6KV Rated Circuit Breaker of HT Motor No. 1, 2 & 3 of Pressure Station No.3, IGWTP;** Estimated Amount (Including GST & LWC): **Rs.2,67,921.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Time of Completion: **30 Days;** Cost of Tender & Tender Documents (Rs.): **NIL** (For Sl. No. 1 to 14); Last Date & Time of Online submission of Tender: **12.08.2024 up to 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 14); For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 14). Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/ reject any / all tenders without showing any reason (for Sl. No. 1 to 14).

238/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২২৭ সংখ্যা, বুধবার, ১ লা শ্রাবণ, ১৪৩১

গ্রাম বাংলার প্রতিভা

গোবরডাঙার নাম শুনেছেন ? কি করেই বা শুনবেন । না এটা টুরিস্ট স্পট না আছে কোন দেবদেউল । অথচ ২৪ পরগণার এই ধ্যাড়ধেড়ে গন্ডগ্রামে এমন একজন বঙ্গসন্তান জন্মেছিলেন যিনি বদলে দিয়েছিলেন দেশের শিল্প মানচিত্রটাই । ১৮৫৫ সালে জন্ম এই মানুষটি ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে জলপানি পেয়ে পড়তে গেলেন কৃষ্ণনগর কলেজে । দুবছর পর মেধা দেখে অধ্যাপকরাই পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্সে । বসলেন গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ পাবার যোগ্যতা পরীক্ষায়, প্রথম হয়ে কলকাতাকে বাই বাই করে চলে এলেন কেমব্রিজে । সালটা ১৮৭৪, আর এখানে আসার পর বন্ধুত্ব হলো রবি ঠাকুরের সাথে। মনে রাখবেন তিনিই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞান স্নাতক । এর পর ভর্তি হলেন Royal School of Mines-তেবিষয় ভূতত্ত্ব ও ফসিল Spalaeontology. ।সাহেব খোকাদের পেছনে ফেলে এখানেও তিনি শেষ পরীক্ষায় প্রথম । কিন্তু আর পাঁচজন ভারতীয়র মতো মেম বিয়ে করে সেখানেই স্থিত না হয়ে চাইলেন দেশে ফিরে আসতে। ইংল্যান্ডে থাকতেই তাঁর কানে এসেছিল ভারতে নতুন শিল্প গড়ে ওঠার পরিবেশ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। লন্ডনে secretary of state এর অফিসে সরকারী শিক্ষা দপ্তর অথবা Geological Survey of India তে চাকরির জন্য দরখাস্ত করলেন । দুটোর কোনটিতেই বৃটিশ সরকার তাকে চাকরি দিলো না । বাধ্য হয়ে খরচ চালানোর জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন । এর মাধ্যমেই আলাপ হল দাদাভাই নওরোজী ও আনন্দমোহন বসুর সাথে, তৈরী করলেন ইন্ডিয়া সোসাইটি নামে এক Socio Political সংস্থা । এবার তার বক্তৃতাতে ভারতীয়দের প্রতি বৃটেনের বঞ্চনার কথা আসতে শুরু করলো, বিপদ বুঝে সরকার GSI “৮ ASST. SUPERINTENDENT পদে নিয়োগ করে ভারতে পাঠিয়ে দিলো । সালটা ছিল ১৮৮০, তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই উচ্চ পদে সরাসরি আসীন হয়েছিলেন । ভাগ্যিস হয়েছিলেন আর তাই দেশের শিল্পক্ষেত্রে সূচনা হলো এক নতুন মাইলস্টোন ! কলকাতার হেড অফিসে ফ্যানের তলায় বসে কাজ করার পাত্র ছিলেন না এই বঙ্গসন্তান । পরবর্তী পাঁচ বছরে মধ্যপ্রদেশের দল্লি রাজহরায় মাটির নীচে খুঁজে বের করলেন বিশাল লৌহ আকরিকের খনি ।

ভারতীয় ভাবনায় ফ্রান্স কবি

বিখ্যাত ফরাসি কবি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক গি দ্য মোপাসাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। গুস্তাভ ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা, আলফস দোঁদে-দের উত্তরসূরী বিখ্যাত ফরাসি কবি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক গি দ্য মোপাসাঁ ছোটগল্পের অনন্যতম জনক মনে করা হয়। চাতুর্যপূর্ণ গল্পের প্লট তার লেখার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যা ও হেনরি এবং সামারসেট মমের মতো লেখককে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৮৮০ সালে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্যজগতে পদার্পণ । মাত্র এক দশকের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি তিনশ’ ছোট গল্প, ছয়টি উপন্যাস, বেশ কিছু কবিতা এবং তিনটি ভ্রমণকাহিনী লেখেন । তার বিখ্যাত গল্প ‘লা পারুর’ বা ‘দ্য নেকলেস’ । দুর্ভাগ্যবশত তারুণ্যের শুরুতেই তিনি সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হন, যা তাঁকে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে । ১৮৯৩ সালের আজকের দিনে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন গি দ্য মোপাসাঁ। তাঁর ১২১তম মৃত্যুবার্ষিকী ।১৮৫০ সালের ৫ আগস্ট ফ্রান্সের নরম্যান্ডির এক মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন গি দ্য মোপাসাঁ । মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনেকখানিই প্রভাব ফেলেছিল তার উপর । তিনি ছিলেন সল্পভাষী লাজুক স্বভাবের। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন কিছুটা । ১৮৬৯ সালে মোপাসঁ প্যারিসে আইন বিষয়ে লেখাপড়া শুরু করেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধের কারণে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয় । এরপর ১৮৭২ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তিনি সিবিল সার্ভেন্ট হিসেবে ফ্রান্সের নৌ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। ঔপন্যাসিক গি দ্য মোপাসাঁ সর্ম্পকে একটি মজার তথ্য আছে - গি দ্য মোপাসাঁ আইফেল টাওয়ার অপছন্দ করতেন । তবুও তিনি প্রায় প্রতিদিন আইফেল টাওয়ারে অবস্থিত হোটেলে নাশতা করতে যেতেন এই কারণে যে, প্যারিসের একমাত্র এ জায়গা থেকেই আইফেল টাওয়ারটিকে দেখা যায় না ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

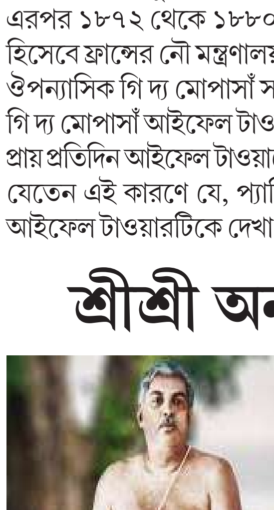

দেশ সেবক তৈরি হতে হবে। দেশের সেবক তৈরি হতে না পারলে কিন্তু দেশ উন্নতি লাভ করতে পারবে না। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আবিস্কার করার নেশা তৈরি করতে হবে। বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে।

বারাণসীর ঘাটগুলির সঙ্গে পরিচয় করা মানেই হল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়া

রবীন্দ্র কুমার শীল

কাশী মানেই ভারতের ইতিহাস। কাশীকে বাদ দিয়ে কোনও সময়ে ভারতের ধর্মীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না। সেটা হওয়া একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে ভারতের ইতিহাসের সন্ধান করতে দেশ বিদেশ থেকে গবেষক, লেখক এবং পড়ুয়ারা কাশী বা বারাণসীতে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে। বারাণসীতে প্রতিটি ঘাটের সঙ্গে এক একটি পৌরানিক কাহিনী যুক্ত হয়ে রয়েছে। ভারতের পুরাণের সঙ্গে বারাণসী ঘাটের যোগ অতি নিবিড়। সেই কারণে বারাণসীতে কেউ যদি উপস্থিত হয় তাহলে তিনি কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের সঙ্গে ঘাটগুলিও দর্শন লাভ করে ধন্য হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গিয়েছেন, “ পাষাণের ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কত দিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও তবে আমার এই ধাপে বইস, মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।” রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম। তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তবুও তিনি ভারতে ধর্মীয় ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি ভারতের ইতিহাস ধর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেটা বিশ্বাস করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে জানতে গেলে ধর্মের ইতিহাসে হাত দিতে হবেই। নাহলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অজানা থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থ কথাই বলেছেন। ঘাটের পাথরে কান পাতলে কতদিন আগেকার কথা শোনা সম্ভব হবে। বারাণসীর ঘাট কতগুলি পাথরের ধাপ নয়। স্রোতধারার মতোই বহমান জীবনযাত্রা। গঙ্গার সঙ্গে ঘাটের অস্তিত্ব ছাড়া একটি অসম্পূর্ণ ইতিহাস। বারাণসীর ঘাটগুলি সগৌরবে তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করছে। তারই পূর্ণ প্রকাশ ঘটছে গঙ্গাতীরের ঘাটে ঘাটে। পতিতোদ্ধাধারিনী পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলধারার মতোই পবিত্র তার ঘাট। এখানেই মন্দির, সাধুভক্তদের সমাগম। শুধু কি সাধু ভক্ত, বহু বিদেশিরা বারাণসীর ঘাট দেখতে আসে। ঘাটগুলির সঙ্গে যে প্রাচীন পুরাণ কথা বা গল্প জড়িয়ে রয়েছে তা শোনেন। বারাণসী ঘাট নিয়ে গোটা ইউরোপ থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রতিটি মানুষের বিপুল আগ্রহ রয়েছে তা ভাবতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়। উৎসব পার্বণে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে এই গঙ্গার ঘাটগুলিতে। বারাণসীর ঘাটকে ঘিরে রয়েছে মানুষের আগ্রহ এবং বিনম্র প্রণাম। এমনটি আর পৃথিবীর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

কাশী ভারতের অন্যতম সেরা তীর্থক্ষেত্র। যুগ যুগ ধরে বহু সাধু মহাপুরুষ ভক্তদের পদধূলিতে পবিত্র হয়েছে আছে কাশী ক্ষেত্র। কাশীতে এসে নিজেদের ধন্য বলে মনে করে থাকেন তীর্থযাত্রীরা। অতীতের কাশী ছিল একটি শিক্ষা কেন্দ্র। তখন সেই কাশী তীর্থভূমিতে পরিণত হয়নি। তারপরে ধীরে ধীরে যত কাশীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিল তখন ধীরে ধীরে কাশী তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হতে থাকলো। অতীতের কাশী আর আজকের

বারাণসী একটি কর্মব্যস্ত শহর। সমস্ত শহর জুড়ে পশ্চিমী সভ্যতার আগ্রাসন। তবুও তার মধ্যে অতীতের প্রাণসত্তা জেগে রয়েছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। জানা গিয়েছে বারাণসীতে কয়েক হাজার মন্দির এবং ৮৪টি ঘাট আছে। সব ঘাট উল্লেখযোগ্য না হলেও বেশ কিছু ঘাট ঐতিহ্য, বিশ্বাসে এবং স্বমহিমায় বিরাজমান। বারাণসীতে আধুনিকতা প্রবেশ সম্পর্কে বেশ খানিকটা আহত হয়েছেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিতা সুমিতা চট্টোপাধ্যায়। তিনি তো ছোটবেলা থেকেই কাশীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ছোটবেলার কাশী আর আজকের কাশীর মধ্যে বিস্তর ফারাক ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। তবুও তার মধ্যে থেকে অতীত কাশীকে খুঁজে বের করে নেওয়ার মানসিকতাকে তৈরি করে নিতে হবে। ‘ঈশ্বরভূমি বারাণসী’ গ্রন্থের লেখক চঞ্চলকুমার ঘোষ একই ব্যথায় ব্যথিত। তিনিও আধুনিক কাশী সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে অতীতের কাশীর প্রতি বেশি করে মনোনিবেশ করেছেন। বারাণসী ঘাটের মতো সারিবদ্ধ ঘাট পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। যদি সেই কাশীর ইতিহাসের সন্ধান করতে আসেন তাহলে তাকে অতি অবশ্যই বারাণসীর গঙ্গার তীরে আসতে হবে। প্রাচীন ভারতের যুগ ও জীবনের উজ্জ্বল দীপ্ত আভা যদি দেখার প্রবল ইচ্ছা থাকে তাহলে বারাণসী ঘাটে এসে উপস্থিত হতে হবে। বারাণসী ঘাটের সঙ্গে কাশীর ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিকভাবে সম্পর্কিত। কেউ যদি নৌকায় করে গঙ্গার বুকে ভেসে ঘাটগুলির দিকে তাকায় তাহলে চোখে পড়বে অর্ধচন্দ্রাকার ভাবে ধাপে ধাপে ঘাটের সিঁড়িগুলি জল থেকে উঠে গিয়েছে। কোথাও বিশ ফুট আবার কোথাও চল্লিশ ফুট কিম্বা তার চেয়েও বেশি। তারপরে প্রাসাদ, মন্দির, বাড়ি, মসজিদ, দোকান,হোটেল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বারাণসীর ঘাটের চরিত্র বহু বিচিত্র। তার রূপ বিচিত্র। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার রুপও ভিন্ন হতে থাকে। গ্রীষ্মকালে শীর্ণকায় চেহারাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা তিরতির করে ঘাটের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে। তখন কোথাও কোথাও আবার হেঁটে পারাপার করা যায়। আগুনের মতো তাপ ওঠে ঘাটে। তখন লোক খুবই সামান্য। মণিকর্ণিকার ঘাটে চিতার আগুন লকলক করে জ্বলতে থাকে। গ্রীষ্ম পার হয়ে বর্ষা এসে উপস্থিত হয়। গঙ্গার জল লাফিয়ে বাড়তে থাকে। কী ভয়ঙ্কর তার রূপ। সমানে যা পায় তাই ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। বহু মন্দির জলের তলায় চলে যায়। এক এক বার রাস্তায় জল এসে উপস্থিত হয়। ঘাটের চিহ্ন মাত্র চোখে পড়ে না। তবুও বারাণসীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঘাটগুলি। গঙ্গার ঘাট এবং বিশ্বনাথের মন্দির এই বারাণসীর প্রাণভোমরা বলা যেতে পারে। বর্ষা পার হয়। পলি পড়তে শুরু করে। পরিস্কার হয়ে যায় সব কিছু। শরতকালে জাগতে শুরু করে বারাণসীর ঘাটগুলি। প্রাণের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। দীপাবলির দিন আলোর মালায় সাজতে শুরু করে ঘাটগুলি। দেশ বিদেশের মানুষের ভীড় বৃদ্ধি লাভ করে। জনসমুদ্রতে পরিণত হয়। শীত এসে উপস্থিত হয়। ভোরের কুয়াসার চাদর ভেদ করে সূর্যদেবের আলো এসে উপস্থিত হয়। প্রভাতে ব্রাহ্মণদের কণ্ঠে মন্ত্রধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে। আসুন আমরা সূর্য দেবতার আলোকরশ্মির আরাধনা করি।

এমনি করেই ঋতুচক্রের আবর্তনে বারাণসীর গঙ্গার রূপ পরিবর্তন করে। কিন্তু তার চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয় না। সবাই এসে পুরাণ কাহিনী থেকে শুরু করে কল্প কাহিনী কথা শোনে। রামায়ণ মহাভারতের মন্ত্র এই সব ঘাটগুলি থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। মনে হয় কাশী এই রকম একটি মহাকাব্য যার শেষ নেই। সীমান্ত নেই। অসীম তার বিস্তার। যার শুরু দক্ষিণে অসি ঘাট থেকে। **অসি ঘাট ঃ** গঙ্গার দক্ষিণে আছে অসি ঘাট। এখানে অসি নদী এসে মিশেছে। পুরাণে রয়েছে যে দেবী ভাগবতী দুর্গা, দুই অসুর শুম্ভ-নিশুম্ভকে হত্যা করে তাঁর হাতের তরোবারি বা অসি এই স্থানে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই আঘাতে মাটি থেকে জলস্রোত উঠে আসে। অসি থেকে জন্ম বলেই নাম হয়েছে অসি নদী। অতীতে এই অসি নদী দিয়ে স্রোত বইতো। নৌকা চলাচল করতো। একমাত্র এই ঘাটে কোনও ধাপ নেই। পথ থেকে ঢালু হয়ে ঘাটের জমি নেমে গিয়েছে গঙ্গার তীরে। বছরের বেশির ভাগ সময়ে এই ঘাটে নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। **তুলসী ঘাট ঃ** গঙ্গামহল ঘাট, রেওয়া ঘাট পার হয়েই তুলসী ঘাট। প্রচলিত বিশ্বাস অতীতে এইখানেই ‘রামচরিতমানস’-এর তুলসীদাসের কুঠিয়া ছিল। ঘাটের ওপরে ছোট একটি ঘর। সেখানে রয়েছে রামের মূর্তি। লাল কাপড়ে মোড়া মোটা পুঁথি। বলা হয়ে থাকে এটাই নাকি আসল পুঁথি। সত্য মিথ্যা জানার কোনও উপায় নেই। এ ছাড়াও রয়েছে তুলসীদাসের চাদর এবং কাঠের পাদুকা। এর অল্প দূরে রয়েছে বহু প্রাচীন একটি কুণ্ড। নাম লোলার্ক কুণ্ড। গভীর এই কুণ্ডের সঙ্গে আগে গঙ্গার যোগ ছিল। জনশ্রুতি প্রচলিত যে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব তাঁর পিতার অভিশাপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে শাম্ব বহু তীর্থস্থান ঘুরে এসে তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন। তারপরে এই কুণ্ডে স্নান করে রোগমুক্ত হন। সেই থেকে এটি সুর্যতীর্থ লোলার্ক কুণ্ড বলে পরিচিত। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আর একটি কাহিনী। সেটা বাংলার এক মহারাজের সঙ্গে জড়িয়ে কাহিনীটি প্রচলিত। কোচবিহারের মহারাজার আঙ্গুলে কুষ্ঠ হয়েছিল। তিনি এই সময়ে শিকার করতে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি এই কুণ্ডতে স্নান করতে থাকেন। তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁক আঙ্গুলের সামান্য পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। তারপরে থেকে তিনি নিয়মিত স্নান করতে শুরু করেন। এক মাসের মধ্যে তাঁর আঙ্গুলের কুষ্ঠ নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি এই কুণ্ড পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। বহু মানুষ বিশ্বাস করে যে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের সূর্যষষ্ঠীর দিন এখানে স্নান করলে সন্তান লাভ হয়। সেইদিন হাজার হাজার মানুষ এখানে স্নান করেন, তারপরে সূর্য দেবতার পুজো দিয়ে থাকেন। **ভদৌনি ঘাট ঃ** এই ঘাটে রয়েছে ভদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ভদ্রেশ্বর থেকে ভদৌনি শব্দটি এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভদ্রেশ্বর বলে একটি স্থান রয়েছে। সেই স্থানের তৎকালীন বসবাসকারী বা পণ্ডিতদের সঙ্গে কাশীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে। তা নিয়ে এখন গবেষণা করে সত্যকে বের করা সম্ভব হয়নি। বলে বাংলার বহু সংস্কৃত পণ্ডিত কাশীতে গিয়ে শিক্ষকতা করতেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। তারপর রয়েছে জানকী ঘাট। উপরে রয়েছে রাম-সীতার মন্দির। **আনন্দময়ী ঘাট ঃ** এই ঘাটের আগের নাম ছিল এলিমিয়া ঘাট। ১৯৪৪ সালে এই ঘাটটি আনন্দময়ী মা কিনে নিয়েছিলেন। ঘাটের ওপরে আনন্দময়ী মায়ের মন্দির এবং আশ্রম রয়েছে। মন্দিরে রয়েছে একটি অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি। কাশী এমন একটি তীর্থক্ষেত্র সেখানে ভারতের সব ধর্ম প্রচারকেরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা মনে করতেন কাশী দর্শন না করতে পারলে ঈশ্বরের দূত হওয়া একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে কাশীতে ভারতের সব ধর্মে প্রচারকেরা এসে গিয়েছেন। এখনকার মাটি স্পর্শ করে তাঁরা ধন্য হয়েছেন। **বৎসরাজ ঘাট ঃ** এই ঘাটের সঙ্গে লাগোয়া রয়েছে বেশ কিছু মন্দির। তারপরে রয়েছে জৈন ঘাট। ঘাটের ওপরে রয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর সুপার্শ্বনাথের মন্দির। **চেৎ সিং ঘাট ঃ** নিষাদ ঘাট, প্রভু ঘাট, পঞ্চকোটা ঘাট পার করে চেৎ সিং ঘাট। এই ঘাটের ওপরে বিশাল প্রাসাদ তৈরি করেন কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ। ইংরেজ আমলে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস কাশী আক্রমণ করলেন তখন এই প্রাসাদে ছিলেন কাশীর রাজা চৈৎ সিং। নিজের প্রাণ রক্ষা করতে ছদ্মবেশ ধারন করে প্রাসাদের জানলা দিয়ে নৌকা করে পালিয়ে যান রাজা। তবে মুসলিম নবাবেরা যেভাবে কাশীর মন্দির ধ্বংস করেছিল সেটা ইংরেজরা করেনি। তারা কোনও মন্দির ধ্বংস করার চেষ্টা করেনি। বরং কাশীর নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতির ওপরে থাকার আশ্বাস রাখার বার্তা দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। **শিবালা ঘাট ঃ** বহু প্রাচীন এই ঘাটে রয়েছে বহু শিব মন্দির। এর মধ্যে কাশীর রাজা অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন। এখানে অনেক শিব মন্দির রয়েছে বলেই এই ঘাটটির নামকরণ হয় শিবালয় বা শিবালা ঘাট। এরপর রয়েছে জুনা ঘাট। এখানে রয়েছে জুনা সম্প্রদায়ের মঠ আর আখড়া। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে এখানে এসেছিলেন চৈতন্যদেব। **হরিশচন্দ্র ঘাট ঃ** বলা হয়ে থাকে এটাই কাশীর সবচেয়ে প্রাচীন ঘাট। পৌরাণিক যুগে সূর্য বংশীয় রাজা হরিশচন্দ্র সত্য রক্ষার জন্য নিজের স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্ব-এর সঙ্গে এখানে আসেন এবং ডোমের কাজ গ্রহণ করেন। এটি বারাণসীর সবচেয়ে প্রাচীন শ্মশান। এখানে বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লি থাকলেও বেশির ভাগ মৃতদেহ গঙ্গার তীরে চিতার আগুনে দাহ করা হয়। লোকেরা বিশ্বাস করেন এখনকার চিতা অতি পবিত্র। এখানে পরিবারের কোনও মৃত লোককে পোড়ালে তার স্বর্গ বাস হয়। পাপ শূন্য হয়ে স্বর্গে গমন করে। পরিবারও পবিত্র হয়ে যায়। পরিবারের কোনও সদস্য তখন আর পাপী বলে অভিযুক্ত থাকে না। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যায় যে সরকার থেকে আধুনিক বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিলেও শোকাহত পরিবারের লোকেরা তাদের আত্মীয় পরিজনদের মৃতদেহ কাঠ দিয়ে পোড়ানোর পক্ষপাতি। তার ফলে শ্মশানে ভিড় বাড়তে থাকে।

কষ্ট করে বড় হয়েছেন সুভাষ পিতা জানকীনাথ

বিশেষ প্রতিবেদন

বসু পরিবারের বাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে । রেলস্টেশন চিংড়ি পোতা যেটি বর্তমানে (সুভাষ গ্রাম) নামে পরিচিত। কিছু দূর পদব্রজে গেলেই হরনাথ বসুর বাড়ি। তিনি দুবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ছিলেন দেবনাথ বসু। তিনি ছিলেন অতি বিদ্বান কটকের রাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন পুত্র ও এক কন্যা। জানকীনাথ বসু পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ত্রয়ী শিক্ষিত উপযুক্ত ছিলেন। কোদালিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে পড়াশোনা করতেন। সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন ছিল না। সেজন্য জানকীনাথ বসুকে শিক্ষালাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং সব পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছেন। এই সামান্য অর্থ না পেলে তার লেখাপড়ার কি করে চলত জানি না। বই কিনবার তার ক্ষমতা ছিল না। কলেজে সহপাঠীদের কাছ থেকে বই নিয়ে তিনি হাতে লিখে নকল করে নিতেন। সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়া শোনা করার মতো তেলটুকু ছিল না, এছাড়াও সংসারের কাজকর্ম তাকেই করতে হতো এইভাবে লেখাপড়া করে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন।

সুভাষচন্দ্র অসাধারণ কিন্তু তার পিতা জানকীনাথ এর জীবন কাহিনী অনেকেই জানেন না। তিনিও কম অসাধারণ ছিলেন না। এমন পিতারই শরৎচন্দ্র ও সুভাষ চন্দ্রের মতো পুত্র হওয়া স্বাভাবিক। জানকীনাথ এর বিবাহ একটি চমকপ্রদ ঘটনা। তার সুযোগ্য পত্নী প্রভাবতীর

পিতামহ ছিলেন গঙ্গানারায়ণ দত্ত। তার পিতার নাম কাশীনাথ দত্ত। তাদের পরিবার বিখ্যাত হাটখোলার দত্তের একটি শাখা। এই শাখা কলিকাতার অদূরে বরাহনগরে বাস করতেন। গঙ্গানারায়ণ দত্ত তাঁর প্রথমা পৌত্রী প্রভাবতীর বরের অন্বেষণে কলেজে গিয়ে হাজির। দেখলেন একটি কালো রোগা ছাত্র এক জায়গায় বসে কি লিখছে, তখন টিফিনের ছুটি। অন্যেরা খেলাধুলো গল্পগুজবের ব্যস্ত। তিনি সেই ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন অন্যদের মত খেলছে না ? জানকীনাথ বললেন তার বই কেনার সামর্থ্য নেই তাই বন্ধুদের থেকে বই নিয়ে লিখে নিচ্ছেন। গঙ্গানারায়ণ তার পিতার নাম ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নেন এবং জানকীনাথ বসুর সঙ্গেই তার অপরূপা সুন্দরী পৌত্রী প্রভাবতীর বিবাহ স্থির করে ফেললেন।

বিবাহের পর প্রভাবতীর পিতা কাশীনাথ দত্ত যখন মেয়েকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়ি গেলেন তাদের পারিবারিক অবস্থা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ফিরে পিতাকে বলেন বাবামশাই আপনি আমার সোনার প্রতিমার মত মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন ?

পিতা উত্তর দিলেন জলে ফেলেছি কি কিসে ফেলেছি সময় এলে দেখো । জানকীনাথ ওকালতি করবেন কিন্তু কলকাতায় তার বাসস্থান, জানা পরিচয় কিছুই নেই । পিসেমশাই হরবল্লব বসু কটক এর প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিসম্পন্ন উকিল ছিলেন। তিনি জানকীনাথ বসু কে কটকে গিয়ে ওকালতি শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জানকীনাথ এই সুযোগ গ্রহণ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজ সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধি দেন এবং Govt plider নিযুক্ত হন। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি পরিত্যাগ করেন।

সেই সময়ে স্টিমার পার হয়ে কটক পৌঁছতে হতো তারপর গরুর গাড়িতে গন্তব্য স্থল। এমন গল্প আমরা মা জননীর কাছে শুনেছি।

শ্রদ্ধেয় জানকীনাথ বসু । আমাদের প্রণাম।

স্মৃতির আলো শরৎ বাবুর কন্যা গীতা (বসুর) লেখা পারিবারিক স্মৃতিচারণের অন্যতম পারিবারিক দলিল। তিনি তার স্মৃতিচারণে তার পিতা,রাঙা কাকাবাবু তার বন্ধু পরিকর দিলীপ কুমার রায়,তৎকালীন কংগ্রেস অধিবেশন,মহাত্মাজীর বোস বোস বাড়িতে থাকা, সুভাষচন্দ্র গৌরীপুরী দেবীর সাক্ষাৎকার সহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। যা সুভাষ অনুরাগীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুভাষ চন্দ্র বোসের পরিবার বরাবরই দেশের কথা চিন্তা করে গিয়েছেন। সুভাষ চদ্র বোস যখন বিলাতে পড়তে যান তখন তাঁর আর্তিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। বহু কষ্ট করে তাকে সেখানে পড়াশুনা করতে হয়েছে। পিতা জানকী নাথ বোস সুভাষকে কষ্ট কাকে বলে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করতেন। তার ফলে সুভাষ বোস স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলে তিনি কষ্টকে কষ্ট বলে অনুভব করতেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রিয় শিষ্য ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বোস। তিনি সব সময়ে দেশবন্ধু যা বলতেন তাই করতেন। অনেক সময়ে দেশবন্ধু স্ত্রী বাসন্তী দেবী সুভাষের জন্য রান্না করে রাখতেন। সুভাষ বোস তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সেই রান্না খেতেন যত্নের সঙ্গে সুভাষ বোস। এতটাই প্রিয় ছিলেন দেশবন্ধুর কাছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। সেই কারণে দেশবন্ধু প্রতি সুভাষের শ্রদ্ধা ছিল?

বারাণসী কড়চা ঃ

বর্ষা মৌসুমে কাশীর ব্যারাম

জয়দেব দাস, কাশী

বর্ষা মৌসুমে কাশী ভ্রমন কালে ব্যারাম যদি হয়ে তা হলে কি করণীয়? অন্তত হোমিপ্যাথি হলেও কিছুটা সুরাহা। পাবেন কোথায়, সে নিয়েই এই লেখা। বর্ষা মানে তীব্র দাবদাহের পর একরাশ স্বস্তি। তাই গোটা গ্রীষ্ম জুড়ে রাজ্যবাসী তাকিয়ে থাকে বর্ষার আশায়। তবে এই বছর বর্ষা দ্বৈত নীতি নিয়ে এসেছে।

একদিকে কাশীর পাশাপাশি অঞ্চলে তীব্র বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তো উল্টোদিকে কাশীতে বৃষ্টির ঘাটতি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেজায় জটিল। কিন্তু বর্ষার এমন খামখেয়ালিপনাতেও জ্বর -সর্দি-কাশি-গলা ব্যথার কোনও বিরাম নেই। কাশী ভ্রমণে এই সমস্যায় পড়লে, আপনার থাকার পাশেই বাঙালি টোলা অঞ্চলেই পেয়ে যাবেন হোমিপ্যাথি ডাক্তার, দোকান এমন কি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি। প্রথমেই বোলতে হয় গোদৌলিয়া অঞ্চলের কথা। জানেন নিশ্চই এই গোদৌলিয়া শব্দ কিন্তু গোদাবরী শব্দের অপভ্রংশ। গোদাবরী নদীর শাখা এক সময় এখান থেকে বয়ে গঙ্গায় মিলিয়ে যেত। একাধিক নদী যেখানে সঙ্গম হয় সেই স্থানকে প্রয়াগ বলা হয়। তাই দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশেই আছে প্রয়াগ ঘাট।

গোদৌলিয়ার কাছেই এম ভট্টাচর্য্য হোমিপ্যাথিক প্রতিষ্ঠান। এম ভট্টাচর্য্য হলেন মহেশ চন্দ্র ভট্টার্য্য। হোমিপ্যাথির পাশাপাশি বিংশ শতকের প্রথম দিকেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশীতে এক টোল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৩ স্ত্রী হরসুন্দরী দেবীর নামে একটি ধর্মশালা স্থাপন করেন।

মহেশ ভট্টাচার্যের জন্ম বৃটিশ ভারতের তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ত্রিপুরার অন্তর্গত (বর্তমানে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার) বিটঘরে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ লা ডিসেম্বর (১৭ ই অগ্রহায়ণ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। তার পিতা ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত সুপণ্ডিত ছিলেন এবং মাতা রামমালা দেবী দেব দ্বিজে (ক্রমশ)

অন্যের পাট্টা খাস জমি লক্ষাধিক টাকার দুর্নীতিতে নিজের নামে নথিভুক্ত করে জবর দখল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ জুলাই ঃ পাট্টা জমি দখল করে ভোগদখলের চেষ্টা। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরকে এই ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিলেও বিভাগীয় দফতর চোখ বুজে আছে। এদিকে পঞ্চায়েতের কথা না শুনে পাট্টা জমি দখল করে চলছে তড়িঘড়ি ঘেরার ব্যবস্থা। বড়শাল পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধানের স্বামী পবন মাল বলেন, আমরা নিষেধ করেছি। কিন্তু কথা শুনছে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ওই জায়গাই চলছে পাকা প্রাচীর তুলে স্থায়ীভাবে দখল। উল্লেখ্য, তারাপীঠ যাওয়ার পথে বড়শাল পঞ্চায়েতের অধীন মধ্যগোপালপুর মৌজায় ২৬৭ নং দাগে রাস্তার ধারে আট কাঠা পরিমাণ সরকারি ভেস্ট ল্যাণ্ড। যার বর্তমান মূল্য এক কোটি টাকা। সেই কারণেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের যোগ সাজসে এই বহু মূল্যের সরকারি জায়গা পাট্টাদারকে উচ্ছেদ করে ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত করা হয়েছে। রামপুরহাট মহকুমা পথ ও পরিবেশ সঙ্ঘের সহ সভাপতি তথা আইনজীবী শেখর সিনহা বলেন, এভাবে সরকারি খাস জায়গা, বিশেষ করে অন্যের পাট্টা জমি নিজের নামে রেকর্ড করা যায় না। বিভাগীয় দফতর থেকে এই রেকর্ড কী করে হয়? এটা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ। এই ব্যাপারে মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডেকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে বিধিব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাঁকিরপুর নিবাসী সুনীল মণ্ডল বলেন, আমাদের কোনো কথা না শুনে লোকজন নিয়ে এসে জোর করে পাঁচিল তুলে ঘিরছে বিশ্বজিত ঘোষ। এই জমির পিছনে আমাদের জমি। কোনো রাস্তা ছাড়ছে না। আমাদের চাষ বন্ধ হয়ে যাবে। খাস জমিকে কী করে নিজের নামে করা যায়, আমরা বুঝতে পারছি না। পঞ্চায়েতকে জানিয়েছি। তাদের কথাও শুনছে না। একইভাবে রাহুল সাহা বলেন, লক্ষাধিক টাকার দুর্নীতিতে নিজের নামে নথিভুক্ত করে জবর দখল করছেন বিশ্বজিত ঘোষ নামে এক ব্যক্তি। এই অভিযোগ

তুলে রামপুরহাট থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা রাহুল সাহা যথাক্রমে রামপুরহাট এক ব্লকের বি এল এণ্ড আরও দফতরের পাশাপাশি রামপুরহাট মহকুমা শাসককে চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি একটি অভিযোগও দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মহকুমা শাসক ওই একই দিনে বিষয়টি তদন্ত করে কী পদক্ষেপ নিলেন তা জানাতে বলেন। কিন্তু সেসব উপেক্ষা করে রামপুরহাট থানার রদিপুর নিবাসী বিশ্বজিত ঘোষ জমিতে ডাস্ট ভরে চারিদিকে ইঁটের পাঁচিল তুলছেন। জানা গেছে, প্রায় বছর পঁইত্রিশ আগে রাজ্য সরকার বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মধ্য গোপালপুর মৌজায় প্রয়াত ফটিক বাউড়ির নামে আট কাঠা জমির পাট্টা দেয়। বর্তমানে ফটিক বাউড়ির চার মেয়ে বিয়ে হওয়াই অন্যত্র বাস করেন। সেই সুবাদে পাট্টাদারকে উচ্ছেদ করিয়া একই পঞ্চায়েতের পাকুরিয়া গ্রাম নিবাসী আসিফ সেখ অন্যের নামে ওই পাট্টা জমি দখল করে নেয়। পরে আসিফ সেই অন্যের পাট্টা জমি রামপুরহাট থানার রদিপুরের বাসিন্দা বিশ্বজিত ঘোষকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। যা আদপে একটি সরকারি জায়গা। প্রতিবেদক বিশ্বজিত ঘোষকে ফোন করলে, প্রথমে স্বীকার করলেও, পরে সাংবাদিক বুঝতে পেরে নিজের পরিচয় অস্বীকার করেন।

ডোডায় জঙ্গি হানায় শহীদ হন দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বড়াগিঙ্গের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১৬ জুলাই ঃ জম্মু - কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গি হানায় শহীদ হন দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের বড়াগিঙ্গের বাসিন্দা ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। মাত্র ২৭ বছর বয়সে বীরগতি প্রাপ্ত করেন ব্রিজেশ। সোমবার রাতে জম্মু কাশ্মীরের ডোডা থেকে চার ঘন্টা দূরত্বে থাকা এক পাহাড়ি জঙ্গলে একটি অভিযানের সময় আচমকা আতঙ্কবাদীরা হামলা চালায়। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালায় সেনারা। আর শেষে দুপক্ষের লড়াইয়ে ব্রিজেশ সহ আরও চার জওয়ান ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। ব্রিজেশ থাপার শহীদ হওয়ার খবর ইতিমধ্যে সেনা আধিকারিকদের তরফ থেকে তার পরিবারকে জানানো হয়েছে। বুধবার ব্রিজেশের পার্থিব দেহ বিশেষ বিমানে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হবে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপার বাবা কর্নেল ভুবনেশ থাপা ২০১৪ সালে সেনা থেকে অবসরপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি দার্জিলিংয়ের

লেবংয়েই এক্স সার্ভিসম্যান হেলথ সার্ভিস স্কিমে কর্মরত রয়েছেন। ব্রিজেশ লেবংয়ে জন্মের পর নিজের প্রাথমিক পড়াশুনো দার্জিলিংয়ে করলেও বাবার সেনায় অন্যত্র পোস্টিংয়ের কারণে বেশিরভাগ পড়াশুনো রাজ্যের বাইরেই করেছিলেন। শেষে মুম্বাইতে নিজের উচ্চশিক্ষা শেষ করেন। সেখানকার কলেজ থেকে বি'টেক শেষ করে কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস পরীক্ষায় বসেন। ২০১৮ সালে তিনি ওই ডিফেন্স সার্ভিসের শর্ট সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় পাস করেন ও ২০১৯ সালে সেনাতে যোগ দেন। তিনি দু' বছর ১০ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের মোতায়েন ছিলেন। এরপর তাকে এক্সট্রা রেজিমেন্টাল ডিউটির জন্য ভারতীয় সেনার বিশেষ বিভাগ ১৪৫ আর্মি এয়ার ডিফেন্সের অধীন জম্মু কাশ্মীরের ডোডা সেনা ছাউনিতে বদলি করা হয়। সেখানে ব্রিজেশ থাপা এ-কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন। নিজের ট্রুপ নিয়ে ডোডা থেকে প্রায় চার ঘন্টা দূরত্বে একটি অভিযানে যাওয়ার সময় আচমকা তাদের উপর হামলা হয়। আর সেই হামলাতেই প্রাণ হারান ব্রিজেশ। বুধবার ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপার পার্থিব শরীর শিলিগুড়িতে ফিরলে তাকে বাগডোগরা সেনা ছাউনিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা জানানো হবে। সেখান থেকে তার দেহ সড়কপথে লেবংয়ের নিজভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। ব্রিজেশ থাপার পিতা কর্নেল ভুবনেশ থাপা বলেন, ছোট থেকেই ব্রিজেশের সেনার প্রতি খুব টান ছিল। নিজেকে সেইভাবেই তৈরি করেছিল। কষ্ট তো হচ্ছে কিন্তু আক্ষেপ নেই। আমার সন্তান দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে।

বর্ধমান মহারাজের স্মৃতিবিজরিত উল্টো রথযাত্রার শোভাযাত্রায় জনজোয়ার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৬ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার আলমগঞ্জ বারোয়ারির রাধাবল্লভপুর মন্দিরের রথযাত্রার বহু বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা পালন হয়ে আসছে বর্ধমানের রাজার আমল থেকে। রাজ আমলের প্রথা অনুযায়ী একইভাবে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পালন করা হয় আলমগঞ্জ বারোয়ারীর কমিটির পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার উল্টো রথের শোভাযাত্রায় মেতে উঠলেন বর্ধমানবাসী। সাত দিন মাসির বাড়িতে কাছে এদিন জগন্নাথ, বলরাম ও তাঁদের বোন সুভদ্রা দেবীর নিজের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পালা। সেই মতন আলমগঞ্জ বারোয়ারী থেকে এদিন সকাল ৮ টা নাগাদ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বি সি রোড হয়ে কার্জনগেট পরিক্রমা করে আবার ফিরে যান রাধাবল্লভজি মন্দিরে। আলমগঞ্জ বারোয়ারী পরিচালিত এই উল্টো রথযাত্রায় শহরের রাস্তায় নামে

মানুষের ঢল। প্রভু জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে টান দিতে ভিড় জমে যায় ভক্তদের। যদিও সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে প্রশাসনের সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় উল্টোরথের শোভাযাত্রা। পাশাপাশি রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় কিছু ক্যাম্প করা হয় ভক্তদের জন্য কোথাও মিষ্টিমুখ করানো হয় , কোথাও জল, সরবত খাওয়ানো হয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, বর্ধমান রাজবাড়ির রাধাবল্লভ মন্দিরের জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি হিসাবে আলমগঞ্জ বারোয়ারী মন্দিরে জগন্নাথ দেবের রথ আনা হত, আবার উল্টোরথের দিন আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত রাধাবল্লভ মন্দিরে। সেই ঐতিহ্য এখনও চলছে। আগামি দিনে আরও ধূমধামের মধ্য দিয়ে এই রথ যাত্রা পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন আলমগঞ্জ বারোয়ারী কমিটির সদস্যরা।

ভেস্তে গেলো ডাকাতির ছক, গভীর রাতে বাংলা-বিহার সীমান্ত থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার চার দুস্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ জুলাই ঃ ফের সাফল্য পুলিশের। উৎসবের মরশুমে বানচাল ডাকাতির ছক। গভীর রাতে বাংলা বিহার সীমান্তে নাকা পোস্ট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার চার দুস্কৃতী। এই ঘটনা সামনে আসতে লেগেছে রাজনীতির রং। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূলের আমলে অক্সিজেন পাচ্ছে দুস্কৃতীরা। পাল্টা তৃণমূলের দাবি বিহার থেকে অস্ত্র সরবরাহ করছে বিজেপি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ভালুকা বাঁধ রোড এলাকায় সোমবার গভীর রাতে নাকা চেক পয়েন্টে পুলিশি টহল চলাকালীন মানিকচকের দিক থেকে আগত দুটি মোটর বাইক কে আটক করে পুলিশ। দুই বাইকে ছিলেন চার জন যুবক। তল্লাশি করতেই একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং তিনটি কার্তুজ উদ্ধার হয়। ধৃতদের আটক করে সাব ইন্সপেক্টর জাকির হোসেন। ধৃতদের নাম মহম্মদ আলী (২৫), আজিজুর রহমান (২০), সাকিব হোসেন (২৫), শেখ এজাবুল (২০)। প্রত্যেকেরই বাড়ি মানিকচকের জালালপুর এলাকায়। প্রাথমিক জেরায় জানা গেছে তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে এসেছিল এই এলাকায়। ধৃতদের মঙ্গলবার পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির দাবি তৃণমূলের মদত রয়েছে দুস্কৃতীদের পেছনে। তৃণমূলের আশ্রয়ে এলাকায় এলাকায় বোম, বন্দুক ঢুকছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি বিহার থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে দুস্কৃতীদের মদত দিচ্ছে বিজেপি। পাশাপাশি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার জানিয়েছেন সমগ্র ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়ালের অভিযোগ, বাংলা এই মুহূর্তে বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে। চারিদিকে বোম এবং বন্দুক। এর সম্পূর্ণ মদত দিচ্ছে তৃণমূল। এখানে আইনের শাসন নেই। দুস্কৃতীরা আইনকে ভয় পাচ্ছে না। পাল্টা তৃণমূল নেতা সাহেব দাসের দাবি, পার্শ্ববর্তী বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিজেপি বাংলা কে উত্তপ্ত করছে।

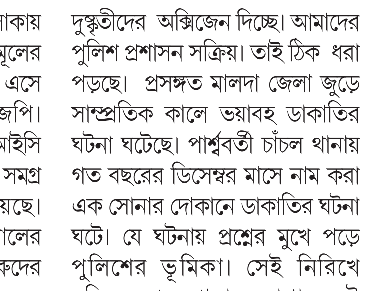

দুস্কৃতীদের অক্সিজেন দিচ্ছে। আমাদের পুলিশ প্রশাসন সক্রিয়। তাই ঠিক ধরা পড়ছে। প্রসঙ্গত মালদা জেলা জুড়ে সাম্প্রতিক কালে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। পার্শ্ববর্তী চাঁচল থানায় গত বছরের ডিসেম্বর মাসে নাম করা এক সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। যে ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশের ভূমিকা। সেই নিরিখে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আগাম এই সাফল্য। যার প্রশংসা করছে এলাকাবাসী।

ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ আগস্ট মাস থেকে শুরু হবে ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। এদিন মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শনে যান মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব এদিন ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শন করবার পর এমনটাই জানান। প্রসঙ্গত জানা গেছে, ডাম্পিং গ্রাউন্ড ফ্রেস ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর কাজ ইতিপূর্বে শুরু হয়েছে। উক্ত কাজ সমাপ্ত করবার পর ইউনিট চালু করবার কথা ছিল জুন মাসে। তবে ধীর গতিতে কাজকর্ম চলার কারণে এখনো ইউনিট চালু হয়নি। এদিন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব সকালে ডাম্পিং গ্রাউন্ড পরিদর্শন করে জানান খুব তাড়াতাড়ি কাজ সমাপ্ত হবার বিষয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, সামনের মাস অর্থাৎ আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ফ্রেস ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট চালু হবে। এছাড়া ইউনিটের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হবে। বসানো হবে লক গেট।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যজুড়ে চলছে হকার উচ্ছেদ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যজুড়ে চলছে হকার উচ্ছেদ। ব্যতিক্রম নয় কোচবিহার। কোচবিহার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যে ফুটপাতের বহু হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই আজ সারা বাংলা তৃণমূল জেনারেল হকার্স অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের কাছে একটি স্মারকলিত প্রদান করেন। তাদের দাবি তারা ফুটপাত দখল করে নয় রাস্তায় টেবিল ছাতা নিয়ে ব্যবসা করতে চায়। বর্তমানে হকার উচ্ছেদের কারণে পরিবার নিয়ে সমস্যায় পড়েছে হকাররা। মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের পরিবারের কথা মাথায় রেখে ফুটপাতে ব্যবসা করার তাদের আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে চান তারা।

বাসের জানালা থেকে কাঁচের টুকরো পরে জখম পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই ঃ চলন্ত বাসের ভাঙা জানালা থেকে কাঁচের বড় টুকরো পরে জখম হল এক প্রাথমিক স্কুল পড়ুয়া। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জটেশ্বরে। জানা গেছে, ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর হেদায়েত নগর এলাকার বাসিন্দা পুষ্প রায় প্রত্যেক দিনের মত মঙ্গলবারও তার নাতনি কে নিয়ে জটেশ্বর বোর্ড ফ্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই ওই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বীরপাড়াগামী একটি বে- সরকারি বাস গাড়ি থেকে কাঁচ খুলে পরে বলে অভিযোগ। সেই কাঁচের টুকরো ওই স্কুল পড়ুয়া পায়ে লাগে পাশাপাশি ওই পড়ুয়ার সঙ্গে থাকা ঠাকুমারও দুই পায়ে লাগে। এদিকে এই খবর চাউর হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ওই এলাকায়। পরে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ওই পড়ুয়া এবং তার ঠাকুমার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা যায়।

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-06/ 2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **22/07/2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

Office of the
BANHARISHPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Panchla Panchayat Samity)
Banharishpur, Panchla, Howrah

Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat invites Offline Tender notice vide NIT- 77/BGP/15 th / 24 to 88/BGP/15 th /24. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

নোটিশ

যে আমার মক্কেল শুভাশিস দেবাংশী পুত্র দ্বারিকা নাথ দেবংশীর ছেলে রুদ্রনগর হরিষারা, সাঁইথিয়া, আমুয়া ব্লর্ভূম ৭৩১২৩৪ ২০১৩-এর ৯০৬১ নং, ২০১২-এর ৩৯১২ এবং R.S. অনন্ত মন্ডল, বাসন্তী মন্ডল, কার্তিক মন্ডল, বাঞ্ছারাম মন্ডলের পরচারাও ১১-০৭-২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ৫৭৭ এর মাধ্যমে সাঁইথিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

e-Tender Notice

The Prodhan Kashimnagar Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors & outsiders for NIeT No. MU/SUT 2/KAS/15th CFC/ Untied/04/2024-25, Memo No. 24/KAS, Dated-10/07/2024. Last date of bid submission: 19/07/2024 upto 13.00 hours. For details visit the web site http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan Kashimnagar G.P.
Suti -II Block, Murshidabad

OFFICE OF THE NOORNAGAR GRAM PANCHAYAT
Deganga, North 24 Parganas
E-TENDER NOTICE

Tender **NIT No. 028/NOOR/24-25 (2nd Call), 029/NOOR/24-25 (2nd Call), 030/ NOOR/24-25 (1st Call), 032/NOOR/24-25 (1st Call), 033/NOOR/24-25 (1st Call), 036/ NOOR/24-25 (1st Call), 037/NOOR/24-25 (1st Call), 039/NOOR/24-25 (1st Call), 040/ NOOR/24-25 (1st Call), 041/NOOR/24-25 (1st Call)** has been published infavour of Noornagar Gram Panchayat. Plz follow the site **wbtenders.gov.in** Portal.

Sd/-
Pradhan
Noornagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HAR1PAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Block, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Thirteen (13) nos**. works vide **E-NIT No: - 03/B.D.O/ HPL/2024-2025, Date:- 16/07/2024.** For more information visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting E-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following works: (1) NIT No. 1099/E-NIT/15 th FC (Untied)/KGP/2024-25, (2) NIT No. 1100/E-NIT/15 th FC(Untied)/KGP/2024-25, (3) NIT No. 1101/E-NIT/15 th FC(Untied)/KGP/2024-25, (4) NIT No. 1102/E-NIT/15 th FC (Untied)/ KGP/ 2024-25, (5) NIT No. 1103/E-NIT/15 th FC(Untied)/ KGP/2024-25, (6) NIT No. 1104/E- NIT/15 th FC(Untied)/KGP/2024-25, (7) NIT No. 1105/E-NIT/15 th FC (Untied)/KGP/2024-25, (8) NIT No. 1106/E-NIT/15 th FC(Untied)/KGP/2024-25, (9) NIT No. 1107/ E-NIT/15 th FC(Untied)/KGP/2024-25, (10) NIT No. 1108/E-NIT/15 th FC(Untied)/KGP/2024-25, (11) NIT No. 1109/E-NIT/15 th FC (Untied)/ KGP/ 2024-25, (12) NIT No. 1110/E-NIT/15 th FC (Untied)/KGP/2024-25, (13) NIT No. 1111/E-NIT/15 th FC(Untied)/KGP/2024-25, (14) NIT No. 1112/E-NIT/15 th FC(Untied)/ KGP/ 2024-25, (15) NIT No. 1113/E-NIT/15 th FC(Untied)/ KGP/2024-25, (16) NIT No. 1114/E-NIT/15 th FC (Untied)/ KGP/ 2024-25. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before 23.07.2024 up to 6 PM. Date of Opening of Tender (online)for Technical on 26.07.2024 at 11 A.M. & Financial at 2 P.M. For details please visit https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

eNit Memo no -572 15/7/2024, 573,15/7/2024 and 574, 15/7/2024 Pradhan, Matgoda G .P. invites E-tenders from experienced bidders for excecution of 8 nos of works under 15th CFC (24-25). Last date of application 26/7/2024 upto 12 pm , For more details visit https://wbtenders.gov.in and office of the Matgoda GP, Block-Raipur, Dist- Bankura.

Sd/-Pradhan
Matgoda Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRODHAN KHARIA GRAM PANCHAYAT SADAR BLOCK, JALPAIGURI

Online tender is invited for construction of GWM structure. (WB/JAL/SADAR/ KGP/03/24'-25') 2 nd call For details please visit the website www.wbtenders.gov.in. Notice is also available in office notice board during office time.

Sd/-
Prodhan, Kharia G.P.

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104
E-Tender No: WBPUR/HURA/ PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(15 th FC)/NIT(e)-02/ 2024-25

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3(Three) Nos. different works. Last date of Submission of Bid(Online) 22.07.2024 at 01.30 PM. Bid Opening Date (online) 24.07.2024 at 01.30 PM. For details please visit website www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

NOTICE INVITING E–TENDER
WBPMID/DASP-2/EO/ NIT-102(24-25)

Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites e-Tender for total **6(Six)Nos**. different works. Last date of submission of bid(online) **26/07/ 2024 at 04.00 P.M**. Bid Opening date on **29/07/2024 at 11:00 A.M**. for details please visit https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৮-এএমসি-এফই-২৪, **তারিখ ঃ** ১৩-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** তিন বছরের জন্য সিএন্ডডব্লিউ ডিপো কাটিহার জং, নিউ জলপাইগুড়ি এবং ডিইএমইউ কার শেড শিলিগুড়ি জং-এ প্রদান করা অগ্নি নির্বাপকের এএমসি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,১৪,৮৬৪.৫৯ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩০,৩০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ০৫-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Rakhera – Bishpuria Gram Panchayat
Vill+ PO-Bishpuria, PS-Hura, Purulia, Pin- 723130, e-mail id : rbishpuriagp@gmail.com
Notice of Inviting Tender

From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat office Published the following NIT on Dated-15/07/2024, NIT No-01/ RBGP/2024-2025. Last Date of issuing tender paper-23/07/2024. Last date of dropping: 29/07/2024 up to 2 PM. Date of Opening tender Paper- 29/07/2024 at 3 PM. More Details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মমতা দাস, স্বামী গোপাল দাস, ইংরাজি ২৩।১১।২০২৩ তারিখে D. S. R- III, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অফিস হইতে আমোক্তার সুবীর বিশ্বাস ও অন্যান্যদের দ্বারা ইংরাজি ১৫।০২।২০১১ তারিখে নীলা দাসের কাছে A.D. S. R সোনারপুর অফিসে ১৮১৮ / ১১ নং দলিল দ্বারা বিক্রিত ০২ কাঠা জমি নীলা দাসের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন (দলিল নং ১৬০৩১৭৯৮৩), যাহার মৌজাঃ কামরাবাদ, জে. এল নম্বর ৪১, L. R Dag ৩৪৪৮, L. R. Khatian ৭৫৩৮, ৬২৬৫, ৫৯২৭, ৯২৭৬, যাহা মমতা দাসের নামে নামপত্তন জন্য আবেদন করা হয়েছে (কেস নং এমএন/ ২০২৪ / ১৬১৫/ ১৪৩৬৯)। যদি কারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকে সোনারপুর BL& LRO অফিসে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

(SUDIP KR BHAUMIK)
Advocate
Ph.7003968892

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT,
DIST:- PURBABURDWAN

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 05D.M/ENGG/2024-25 Date-15/07/2024 E-NIT 06D.M/ ENGG/2024-25 Date-15/07/2024, E-NIT 07D.M/ENGG/2024-25 Date-15/07/2024, E-NIT 08 D.M/ENGG/ 2024-25 Date-15/07/2024, E-NIT 09 D.M/ENGG/2024-25 Date-15/07/2024, E-NIT 10 D.M/ ENGG/ 2024-25 Date-16/07/2024, E-NIT 11 D.M/ENGG/2024-25 Date-16/07/2024**.For Details of floated corrigendum against the **E-NIT no- E-NIT 06D.M/ENGG/2024-25 Date-15/07/2024.Corrigendum no- 150/5 D.M/ENGG/2024-25 Date-16/07/2024**.For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org** & **wbtenders.gov.in** Office ph no 7478003845.

Sd/-
Chairman,
Dainhat Municipality

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-04/2024-25
(Memo No: 455/Panch, Dated: 16/07/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of one (01) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https:// etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

Office of the
Purbasthali-I Panchyat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. **Re e - Tender Reference No- P -I / 20 / 715 / EO / 2023-24, Dated- 12/07 /2024.** Tender ID:2024_ZPHD_ 713006_1 to 6 has been floated Construction of (Litchpit, Silt Chember Tube well Platform) with grey water management system fund SBM(G)
2. **e- Tender Reference No- P -I / 19 / 702 / 15th / EO / 2024-25, Dated- 09 / 07/2024**. Tender ID: 2024_ZPHD-710323_1 to 3 has been floated Installation of Solar Submersible Pump (Fund XV Finance Commission Grand-2024 -2025)
3. **e-Tender Reference No- P-I / 21/716 / 15th and 5th / EO/2024-25, Dated-12/07/ 2024** Tender ID: 2024_ ZPHD_713399_1 has been floated Construction of Rest Room on 1st floor of Bharat Nirman Hall and home stay Eco Tourism site at Srirampur under Purbasthali-I Dev. Block. Fund- 15th CFC AND 5th SFC

04. **e-Tender Reference No - P- I/ 21/727 /EO/ 2024-25, Dated-15/07/2024** Tender ID: 2024_ ZPHD_ 713399_ 1 to 2 has been floated 2 nos. different work fund 15th

05. **Tender Reference No - P-I/22/735/EO/2024-25, Dated-16/07/2024** has been floated purchase of Computer Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhman

NIT No-04/MoshGP/2024-25

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for few civil works, within Moshiara GP details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-06/EO/24-25 Dt. 15/07/2024 for 01 no. scheme (Tender ID- 2024_ZPHD_715106_1) within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/36/eNIT/24-25, Dated: 15/07/2024

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the 8 (eight) Nos. different works at different places. Document download/sale date from 17.07.2024 10:00 am to 24.07.2024 10:00 am. Bid submission end date up to 24.07.2024 10:00 am or as per tender portal. Bid Opening Date: 26.07.2024 at 10.00 AM or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty-Sixth (36th) Annual General Meeting of the Members of the Company will be convened on **Friday, the 09th day of August, 2024 at 10:30 A.M.** Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022, and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Circular issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has vide circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/ DDHS/DDHS/CIR/P/2021/21 dated February 26, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/ 2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/ HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars"),without the physical presence of the Members at the AGM Venue.

1. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 03rd day of August, 2024 to 09th day of August, 2024, (both days inclusive).
2. The Notice of the 36th AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2024 containing Audited Financial Statements, Board's report, Auditor's report and other statutory documents/reports, required to be attached thereto, sent to the members by email on **16th July, 2024**, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely CB Management Services (P) Ltd. ("RTA") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. The requirements of sending physical copies of the Notice of the 36th AGM Annual Report to the Members have been dispensed with vide the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars.
3. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 36th AGM and the Annual Report of the company has been uploaded on the website of the company, viz, **www.centuryextrusions.com**. The notice and the Annual Report can also be accessed from the website of the Stock Exchanges namely National Stock Exchange of India Limited (NSE) at **www.nseindia.com** and Bombay Stock Exchange Limited (BSE) at **www.bseindia.com** respectively as well as on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) the agency for providing the remote electronic voting at **www.evotingindia.com.**
4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all Resolutions which is set out in the Notice of the 36th AGM. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-voting facility or through e-voting during the 36th AGM. Detailed procedures for remote e-voting / e-voting during the 36th AGM is provided in the Notice of the AGM.
5. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 02nd day of August, 2024 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of the 36th AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
6. The remote e-voting period begins on 06th August, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on 08th August, 2024 at 5:00 P.M. (IST) During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 02nd August, 2024 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting, thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
7. Any person who acquire shares and becomes Member of the Company after despatch of the AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 02nd August, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at **www.evotingindia.com** Or **rta@cbmsl.com**.
8. Members are requested to express their views/send their queries in advance mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile number at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on Monday 05th August, 2024. Members who would like to ask question during the 36th AGM of the Company need to register themselves as a speaker by sending their request preferably along with their question mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile number to the company's email address at **secretary@centuryextrusions.com** till 4 p.m. (IST) on Monday 05th August, 2024.
9. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company/Company's RTA/Depository, can get the same registered and obtain notice of the 36th AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2024 and/or login details for joining the 36th AGM of the Company through ("VC/OAVM") facility including e-voting, by sending a scanned copy of the following documents by the email to the Company's RTA's email id; **rta@cbmsl.com** ;
   a. A signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete Address, Mobile Number and email address to be registered:
   b. Self - attested scanned copy of PAN Card;
   c. Self - attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card. Driving License, Voter Id card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, or call 1800225533.

The afore-mentioned information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars.

Place: Kolkata
Date: 16-07-2024

For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary

ভ্রমণ

সর্বসাকল্যে তিন দশক কারাভোগ করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা। এর মধ্যে ১৮ বছরই তাঁকে কাটাতে হয়েছিল রোবেন দ্বীপের কুখ্যাত বন্দিশালায়। কারাগারসহ সেই দ্বীপ এখন জাতীয় জাদুঘর।

১৮ বছর বন্দী ছিলেন ম্যান্ডেলা

কেপটাউনের নেলসন ম্যান্ডেলা গেটওয়ে পোতাশ্রয় থেকে ফেরি ছাড়ল। গন্তব্য রোবেন দ্বীপ। দ্রুতগামী ফেরিটিতে আমার মতো অনেক পর্যটক। আলাপ আর বেশভূষায় বোঝা যাচ্ছে নানা দেশ থেকে এসেছেন তাঁরা। আটলান্টিকের নীল ঢেউ ভেদ করে সদর্পে এগিয়ে চলেছে ফেরি। সবার অধীর অপেক্ষা কখন দৃষ্টিগোচর হয় রোবেন দ্বীপের কাঁটাতারে ঘেরা প্রান্তর। খুব বেশি অপেক্ষা করতে হলো না, দ্রুতই দৃষ্টিসীমায় চলে এল রোবেন দ্বীপ। পৌঁছাতে লাগল ৪০ মিনিটের মতো। সামনেই কারাগারের দেয়ালে নীল রঙের বিশাল ব্যানারের ওপরে লেখা 'ফ্রিডম ক্যান নট বি ম্যানাকলড (স্বাধীনতাকে হাতকড়া পরানো যায় না)'! লেখাটার নিচে নেলসন ম্যান্ডেলাসহ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য নেতাদের ছবি।

খানিকটা এগোতেই কারাগারের মূল ফটক। সেখান দিয়ে তাকালে দূরে কাঁটাতারের বেড়া দেখা যায়। ফটক পেরিয়ে আমাদের বাসে উঠতে হলো। প্রায় সাড়ে পাঁচ বর্গকিলোমিটারের জায়গাটি কম সময়ে হেঁটে দেখা সম্ভব নয় বলেই এই বাসের ব্যবস্থা। বাসে গাইড হিসেবে যিনি আছেন, তাঁর নাম আপকে মালাঙ্গুর। ক্রিম কালারের প্যান্ট, নীল-সাদা ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় কালো টুপি পরেছেন। তরুণ বয়সে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) সামরিক শাখার গোপন গেরিলা তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সত্তরোর্ধ্ব এই মানুষটা। নিজেও একসময় এই দ্বীপে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। আলাপে আলাপে আরও জানলাম, শুধু মালাঙ্গুরই নন, দ্বীপের বেশির ভাগ গাইডই একসময় ছিলেন রাজবন্দী। অফিশিয়াল ভাষ্য ছাড়াও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ইতিহাসের কালো দিনগুলোতে দর্শনার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁরা। আটলান্টিকের তীর ধরে বাসটি এগিয়ে যেতে থাকে। প্রথমেই বেশ বড় একটি কবরস্থান। আমরা অনেকেই বাস থেকে নেমে ছবি তুলি। মালাঙ্গুর জানালেন, অনেক আগে কুষ্ঠরোগীদের রোবেনে দ্বীপান্তরিত করা হতো। তারা মারা গেলে এখানেই সমাধিস্থ করা হতো। রাজনৈতিক বন্দীদের অনেককেই দ্বীপের চুনাপাথর খনিতে খাটানো হতো। প্রখর তাপে সেই ধকল অনেকে সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেন।

সাদা গারদ

দ্বীপজুড়েই ছোট ছোট অনেক কারাগার। বেশির ভাগের দেয়াল কালো স্লেট পাথরে মোড়া। সবশেষে বি ব্লকের ৫ নম্বর সেলে এসে থামে বাস। এখানেই জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন ম্যান্ডেলা। ব্লক বিতে প্রবেশের আগে আমাদের লম্বা একটা হলঘরে নিয়ে যায় গাইড। ঘরটির চার দেয়াল লাগোয়া বেঞ্চ পাতা, সেগুলোতে আমাদের বসতে বলে মালাঙ্গুর। ঘরটিতে কয়েকটি দোতলা ধাতব খাট রয়েছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাইড বলতে থাকেন বন্দীদের দৈনন্দিন কারাজীবনের কথা। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সেল পরিষ্কার করতে হতো। ছয়টায় টিপিন করে সাতটা থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত চুনাপাথর খনিতে কাজ। এরপর দুপুরের খাবার ও বিশ্রাম। দুপুর ও সন্ধ্যার মধ্যকালে বন্দীরা নিজেদের ব্লকে হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন, কেউবা করতেন সবজি বাগান। সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে সব বন্দীকে সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। হলঘর থেকে বের হয়ে আমরা একটি করিডরের দিকে এগিয়ে যাই। করিডরের দুই পাশে কুঠুরির মতো ছোট ছোট ঘর। অবশেষে আমরা ম্যান্ডেলার সেলের সামনে দাঁড়াই। প্রায় চার বর্গমিটারের ঘর। কোনো খাট বা চৌকি নেই। সাদা রঙের গারদ। ছোট কাঠের টেবিলের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের একটি করে বাটি, প্লেট ও চামচ ছোট একটি ওয়ার্ডরোব, টিনের লাল ঢাকনিযুক্ত আবর্জনা ফেলার বালতি। ঘুমানোর জন্য মাদুর আর একটি কম্বল।

সবাই ছোট কক্ষটির ভেতরে গিয়ে ছবি তুলতে থাকে। আমিও তুলি। গাইড জানালেন, ১৯৯৮ সালে এই ঘরটিতে এসে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

ইতিহাসের পাতায়

মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের কম হয়েও দীর্ঘদিন দমননীতি চালিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কবজা করে রেখেছিল শ্বেতাঙ্গরা। এই বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই লড়াইয়ে নেমেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। একপর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্র'এর অভিযোগ আনেন শাসকেরা। গ্রেপ্তার করে তাঁকে জেলে পোরে। প্রহসনের বিচারে ১৯৬৪ সালের ১ জুন তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শুরু হয় রোবেন দ্বীপে ম্যান্ডেলার দীর্ঘ জেল জীবন।

রোবেন দ্বীপের ঠান্ডা ভেজা বাতাস আর কারাগারের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে দীর্ঘ সময় থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন ম্যান্ডেলা। ১৯৮২ সালে তাঁকে কেপটাউনের পোলসমুর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। তত দিনে কেটে গেছে ১৮ বছর। এ সময় বিশ্বজুড়েই জোরদার হতে থাকে ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবি। শর্ত সাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দিতে রাজি হয় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার। কিন্তু দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন ম্যান্ডেলা। পরে ১৯৯০ সালে ম্যান্ডেলার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার কথা জানান দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক। ১১ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান ম্যান্ডেলা। পরদিনই কেপটাউনে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে অংশ নিয়ে বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে চলা আমাদের সংগ্রাম এখন শেষ পর্যায়ে। আমরা স্বপ্ন দেখছি একটি গণতান্ত্রিক সমাজের, যেখানে সমঅধিকার নিয়ে সবাই বাস করবে। বর্ণবাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।' রোবেন দ্বীপ থেকে ফেরার পথে মনে হলো ম্যান্ডেলার সেই কথা আজও প্রাসঙ্গিক।

বালিতে ঠিকা কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ জুলাইঃ হাওড়ার বালি পুরসভায় ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকা কর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, দীর্ঘ দুবছর ধরে বিল এবং বেতন নিয়ে সমস্যার কারণেই মঙ্গলবার দুপুরে তাঁরা অবস্থান করেন। বিক্ষোভ চলে বালি পুরসভার ফাইন্যান্স বিভাগের অফিসের সামনে। অফিসারকে আটকে রেখেই চলে বিক্ষোভ। যতক্ষণ না সমস্যার সমাধান হবে লাগাতার এই বিক্ষোভ চলবে বলে এদিন হুমকি দেন ঠিকা কর্মীরা। যদিও ফিন্যান্স অফিসারের দাবি, তিনি মাত্র মাস চারেক এই পদের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি থাকাকালীন যেসব ফাইল তাঁর দফতরে এসেছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিন্যান্সের সরকারি নির্দেশ লঙ্ঘন করে কাজ হয়েছে। টেন্ডার ছাড়াই একই এজেন্সিকে দিয়ে বারবার কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে সরকারি নির্দেশ লঙ্ঘন করে কাজ হয়েছে সেই বিল তিনি কিভাবে ছাড়বেন এই কথা তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন। এদিকে, এদিন পরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কার্যকর অনবোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা এবং গার্বেজ ডিসপোজ্যাল সিস্টেম চালু

মালিগাঁও, ১৬ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যকর ট্রেন যাত্রায় পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের অধিক্ষেত্র থেকে যাত্রা আরম্ভ করা বেশিরভাগ ট্রেনেই অনবোর্ড হাউসকিপিং পরিষেবা (ওবিএইচএস) চালু করেছে। রেলওয়ে চত্বর এবং ট্রেনের কোচগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সমর্থিত বিভিন্ন পরিবেশ-বান্ধব প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। ওবিএইচএস-এর অধীনে, কোচগুলি যাত্রার সময় দিনে দুবার বাধ্যতামূলকভাবে এবং তারপর যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইতিমধ্যেই ৬৩ জোড়া ট্রেনে ওবিএইচএস সেবা চালু করেছে। চলন্ত ট্রেন থেকে তথ্য পাওয়ার পর, ওবিএইচএস সুপারভাইজার, কন্ট্রোল অফিস এবং যাত্রীর কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএস প্রাপ্ত হয়। তার পর যাত্রীদের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় এবং তার প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এছাড়াও, শৌচালয় পরিষ্কার, কোচ ক্লিনিং ইত্যাদির জন্যও অন-বোর্ড হাউসকিপিং টিমের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে শৌচালয় ও কোচের পরিচ্ছন্নতার মানও উন্নত হয়েছে এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত যাবতীয় যাত্রীদের অভিযোগ হ্রাস পেয়েছে। অধিকন্তু, ক্লিন ট্রেন স্টেশন (সিটিএস) স্কিমের অধীনে দীর্ঘ দূরত্বের চলমান ট্রেনগুলি রেলওয়ের দ্বারা বিশেষভাবে নিযুক্ত নামী এবং পেশাদার এজেন্সিগুলি নির্ধারিত ট্রেন থামার সময় মনোনীত স্টেশনগুলিতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকে। সিটিএস টিম উচ্চ চাপের জেট মেশিন এবং পরিবেশ বান্ধব বায়ো-ডিগ্রেডেবল ক্লিনিং এজেন্ট ব্যবহার করে ট্রেনের অভ্যন্তরীণ অংশ, বিশেষ করে শৌচালয়, দরজা, করিডোর পরিষ্কার করে থাকে। এর পাশাপাশি, দূর পাল্লার ট্রেনের যাত্রার সময় যে আবর্জনা জমা হয় তা নিয়মিতভাবে ট্রেনটিকে পরিষ্কার রাখতে লামডিং, গুয়াহাটি, আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং কাটিহারের মতো মনোনীত স্টেশনগুলিতে ট্রেন থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি যাত্রীর রেল ভ্রমণ আরামদায়ক করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলছে। এই ক্ষেত্রে ট্রেনের বগি পরিষ্কার রাখতে যাত্রীদের সহযোগিতাও কাম্য। ট্রেনের মেঝেতে খাবার এবং অন্যান্য ফেলে দেওয়া জিনিস ছুঁড়ে ফেলার পরিবর্তে ট্রেনের ভিতরে রাখা ডাস্টবিন ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ছাত্রীর মৃত্যু, রণক্ষেত্র জয়নগর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ জুলাইঃ এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল জয়নগর। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের বেলপুকুর মাঠ এলাকায়। এদিন স্থানীয় ক্লাস সেভেন এর এক ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বেপরোয়া মোটর সাইকেলের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে সে। আর তার পরেই উত্তেজিত জনতা মোটর সাইকেল টি পুড়িয়ে দেয় এবং মৃতদেহ রাস্তায় আটকে রেখে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা।

নাম পরিবর্তন
আমি Mohiuddin Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Mashiar Mandal ঠিকানা Ramnagar, Kumari Ramnagar, Hanskhali, Nadia, W.B Pin- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohiuddin Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohiuddin Mondal (নতুন নাম) ও Mohiuddin Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Moshiar Mondal, Moshiar Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Atehar Mandal ঠিকানা Ramnagar, Kumari Ramnagar, Hanskhali, Nadia, W.B Pin- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mashiar Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mashiar Mandal (নতুন নাম) ও Moshiar Mondal, Moshiar Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Parimal Kumar Giri (পুরাতন নাম) পিতা Sudhir Chandra Giri ঠিকানা - VTC- Mangalchak, P.O. - Terapakhia, Sub Dist.- Nandigram-II, Dist.- Purba Medinipur, W.B Pin- 721656, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Parimal Giri (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Parimal Giri (নতুন নাম) ও Parimal Kumar Giri (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Amlan Goswami (পুরাতন নাম) পিতা Mathura Mohan Goswani , ঠিকানা- 28-A, Gariahat Road, Flat-2A, 2nd Floor, P.S.- Rabindra Sarovar, Kolkata-700029, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Amlan Kumar Goswami (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Amlan Kumar Goswami (নতুন নাম) এবং Amlan Goswami (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sonarul Sekh, ঘোষণা করছি যে আমার বাবার নাম Sajirul Rahaman (পুরাতন নাম), ঠিকানা-Munigram, Nabadurga Kandi, Murshidabad, P.S.- Kandi, Pin- 742168, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার বাবার নাম এখন থেকে Safiur Rahaman (নতুন নাম) নামে পরিচিত হোলো। Safiur Rahaman (নতুন নাম) এবং Sajirul Rahaman (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Joynab Mandal (পুরাতন নাম) স্বামী Mohammad Nurul Hasan Mandal, ঠিকানা-Paschim Himchi, P.O.- Nabagram, Baruipur, Pin- 743372, P.S.- Baruipur, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Joynab Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Joynab Molla (নতুন নাম) এবং Joynab Manda (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, JAISWAR AKHILESH SHYAMDHAR AMRAVATI (পুরাতন নাম) পিতা SHYAMDHAR LALMANI JAISWAR, ঠিকানা- ROOM NO 301A, (AAC), IISER,KOLKATA MOHANPUR, PS- HARINGHATA, DIST-NADIA, PIN-741246, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 13.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে AKHILESH SHYAMDHAR JAISWAR (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। AKHILESH SHYAMDHAR JAISWAR (নতুন নাম) এবং JAISWAR AKHILESH SHYAMDHAR AMRAVATI (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, MD SIKANDAR & MD SIKANDAR ALI (পুরাতন নাম) পিতা LATE ANWAR ALI, ঠিকানা- 34/1B,LOWER RANGE, PS-KARAYA,KOLKATA-700019, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOHAMMED SIKANDAR ALI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MOHAMMED SIKANDAR ALI (নতুন নাম) এবং MD SIKANDAR & MD SIKANDAR ALI (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Priya Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Suman Ahmed ঠিকানা Masjid Para, South Chakmir, P.O. & P.S. – Maheshtala, Diamond Harbour, Pin- 700141 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Priya Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Priya Ahmed (নতুন নাম) ও Priya Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sk. Md. Ebrahim (পুরাতন নাম) পিতা Haji Mohammad Ali Sekh ঠিকানা Sakal Bazar, VTC & P.O. – Bargachhia, Sub- Dict.- Jagatballavpur, Dist.- Howrah-711404, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-07-2024 এর Affidavit no. 28/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sekh Mohammad Ibrahim (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sekh Mohammad Ibrahim (নতুন নাম) ও Sk. Md. Ebrahim (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Selim Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Nuruddin Mondal, ঠিকানা- Aropota, Post- Boaldaha, Bongaon, Pin- 743235, West Bengal, India, Ld. AC.J.M. 1st Class Magistrate, Bongaon, (North 24 Pgs), Dated 15.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Selim Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Selim Mondal (নতুন নাম) এবং Selim Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Kakoli Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Mohi Ruddin Sardar, ঠিকানা- 1 No Sultanpur Haora M Corp, Howrah-711111, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 15.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahanara Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahanara Begum (নতুন নাম) এবং Kakoli Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, MARANI BARAI, স্বামী-ঠাকুর দাস বাড়ৈ, বাসস্থান-চরবীরপাড়া, কল্যাণী, নদীয়া Ld.A.C.J.M.-II (1st class) কল্যাণী নদীয়া কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা MAHARANI BARAI নামে পরিচিত হলাম। এফিডেফিট নম্বর 908 তাং 05/07/2024.MARANI BARAI এবং MAHARANI BARAI উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I, Madhab Ch Majumder alias Madav Majumder S/o. Rebati Mohan Majumdar R/o. 14, Bireshwar Nagar, A.K. Mukherjee Road, P.O.- Noapara, P.S. – Baranagar, Pin-700090 shall henceforth be known as Madhab Majumdar. I declare that Madhab Majumdar, Madhab Ch Majumder and Madav Majumder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2024.

Name Change
I, Jahanara Bibi W/o. Rakesh Sekh R/o. 144, Kalighat Road, P.O. + P.S. – Kalighat, Dist.- Kolkata, Pin-700026 shall henceforth be known as Jahanara Begum. I declare that Jahanara Begum and Jahanara Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2024.

Name Change
I, Md Sahil S/o. Sekh Alauddin R/o. Vill. - Bejpara, P.O. – Mahanad, P.S. – Pandua, Dist.- Hooghly, Pin-712149 shall henceforth be known as Sekh Sahil. I declare that Sekh Sahil and Md Sahil is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2024.

Name Change
I, Sk Sahadad S/o. Rabulla Hossain R/o. Vill. - Alipur, P.O. – Boinchigram, P.S. – Pandua, Dist.- Hooghly, Pin-712135 shall henceforth be known as Sahadath Hossain. I declare that Sahadath Hossain and Sk Sahadad is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2024.

Name Change
I, Doly Begam D/o. Sk Abdul Salam R/o. Vill. - Alipur, P.O. – Boinchigram, P.S. – Pandua, Dist.- Hooghly, Pin-712135 shall henceforth be known as Salehar Bibi. I declare that Salehar Bibi and Doly Begam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2024.

Name Change
I, Beethika Mirbar W/o. Krishnakamal Mirbar R/o. Karola, P.O. – Thakurnagar, 24 Pgs. (N), Pin-743287, W.B., India shall henceforth be known as Beethika Mirbar Bhakta. I declare that Beethika Mirbar Bhakta and Beethika Mirbar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-07-2024.

I, Rina Ghosh wife of Swapan Ghosh residing at 8, Sukanta Sarani 1st Lane, Haltu, Kasba, Kolkata-700078, W.B. My Aadhar No. 8407 9182 9698 was suspended.

Name Change
JAHANARA, W/O HARAN MONDAL, R/O VILL FALEYA SHRIRAMPUR, PS GOPALNAGAR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743262, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANARA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE EXECUTIVE MAGISTRATE AT BONGAON ON 19/06/2024, THAT JAHANARA BIBI AND JAHANARA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AJAY KUMAR GUPTA, S/O MOTI CHAND GUPTA, R/O 3/2, GIRISH GHOSH LANE, GHUSURI, HOWRAH -711107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY GUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/07/2024, THAT AJAY GUPTA AND AJAY KUMAR GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, MOJBURA BIBI W/o Saidul Sk, resident of Vill Motra, PO Hazarpur Nabagram, Dist. Murshidabad, Pin-742136 WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MOJBURA BIBI(DOB-01/01/1989) instead of MUSBIRATON KHATUN, vide an affidavit sworn before Ld. Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad on 16/02/2024. MOJBURA BIBI and MUSBIRATON KHATUN both are same and one identical person.

Name Change
I SHAIKH GOLAM RASUL, S/O SK BADRUL HAQUE, R/O VILL BANKRA BADAMTALA, PO BANKRA, PS DOMJUR, DIST HOWRAH, PIN-711403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK GOLAM RASUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/07/2024, THAT SK GOLAM RASUL AND SHAIKH GOLAM RASUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Shayamsundar Sharma (old name) S/O Mohan Lal Sharma, residing at Kanchenjunga, Block-F, Flat-607, 187F/1, B.T. Road, Sukchar Girja, Panihati, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700115, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shyam Sundar Sharma (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/07/2024. Shyam Sundar Sharma (new name) and Shayamsundar Sharma (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Bishakha Datta (old name) W/O Saral Kumar Datta, residing at Jyotirindra Kumar Datta Flat- No-3A, 3rd Floor, 35 Arya Vidyalaya Road, Lal Gate Water Tank, P.O.- Haltu, P.S.- Garfa, Kolkata-700078, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bisakha Datta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/07/2024. Bisakha Datta (new name) and Bishakha Datta (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Dipak Mondal (old name) S/O Late Simson Mondal, residing at Maa Tara Apartment 109D, Raja Rammohan Roy Road, Panchanantala, Purba Barisha, P.S.- Haridevpur, Kolkata-700008, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dipak kumar Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/07/2024. Dipak kumar Mondal (new name) and Dipak Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sukla Sarkar (old name) S/O Mrinal Sarkar, residing at Sumangal Height, Block-III, Flat No-A, AC-136, 137, 94A, Prafullakanan (East), P.S.- Baguiati, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sukla Bose Sarkar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 15/07/2024. Sukla Bose Sarkar (new name) and Sukla Sarkar (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Tarit Kumar Banerjee (old name) S/O Late Sunit Kumar Banerjee, residing at 59E, Golam Jilani Khan Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khwaja Tahir Hussain (new name) vide an affidavit sworn before Ld. Metropolitan Magistrate 1st Class at Kolkata on 07/03/2024. Khwaja Tahir Hussain (new name) and Tarit Kumar Banerjee (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Anita Banerjee (old name) W/O Khwaja Tahir Hussain, residing at 59E, Golam Jilani Khan Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tahira Begum (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Metropolitan Magistrate 1st Class at Kolkata on 07/03/2024. Tahira Begum (new name) and Anita Banerjee (old name) both are same identical person.

Name Change
I TANIMA GUHA THAKURTA DAS, W/O RAJARSHI GUHA THAKURTA, R/O 141 A NUTAN PALLY, PO- TITAGARH, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700119, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANIMA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/07/2024, THAT TANIMA GUHA THAKURTA DAS AND TANIMA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SATYENDRA KUMAR MISHRA, S/O HIRA LAL MISHRA, R/O 31, RAM LAL DEY STREET, ANMOL BHAWAN , NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATYENDRA MISHRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/07/2024, THAT SATYENDRA KUMAR MISHRA AND SATYENDRA MISHRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GAURANGA SIKDER & GOWRANGA SIKDAR , S/O RADHAKANTA SIKDER, R/O HARISHPUR, PS-GOPAL NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, 743701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURANGA SIKDER,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/07/2024,THAT GAURANGA SIKDER & GOWRANGA SIKDAR AND GOURANGA SIKDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KAILASH KUMAR ATHWANI, S/O PRAKASH CHANDRA ATHWANI,R/O 401/1, G-BLOCK, NEW ALIPORE,PS-NEW ALIPORE, KOLKATA-700053, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAILASH ATHWANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/07/2024, THAT KAILASH KUMAR ATHWANI AND KAILASH ATHWANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I , Sukur Mallick S/O- Niyaj Ali Mallick resident of Vill- Serorai, P.O.- Serorai, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713428, have changed my name and shall henceforth be known as 'SUKUR MAHAMMAD MALLICK' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 16/07/2024. That Sukur Mallick and Sukur Mahammad Mallick both are same and one identical person.

Name Change
I , SK Abbas Ali S/O- SK Sadek Box @ Sekh Sadek Box resident of Vill- Belsor, P.O.- Machkhanda, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'ABBAS ALI SEKH' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 16/07/2024. That SK Abbas Ali and Abbas Ali Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) NANDINI SARKAR DAS W/o- AMIT KUMAR DAS, Residing at, Vill- 12/1 Mohan roy para, Post- Khagra, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NANDINI SARKAR DAS To NANDINI SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NANDINI SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NANDINI SARKAR and NANDINI SARKAR DAS both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) TAHAJUL SEIKH S/o- MAHABAT SEIKH, Residing at, Vill- Ratanpur, Post- Margram, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742147, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TAHAJUL SEIKH To TAHAJUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TAHAJUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, TAHAJUL SK and TAHAJUL SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) RAKHI PRAMANIK S/o- SANJOY PRAMANIK, Residing at, Vill- Payradanga, Post- Mayurhat, Ps- Hanskhali, Dist- Nadia, Pin- 741502, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAKHI PRAMANIK To MOUSUMI PRAMANICK MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOUSUMI PRAMANICK MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MOUSUMI PRAMANICK MONDAL and RAKHI PRAMANIK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ANANTA KUMAR MONDAL S/o- ANIL MONDAL, Residing at Vill- Stationpara, Post- Bethuadahari, Ps - Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741126, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANANTA KUMAR MONDAL To ANANTA MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANANTA MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 11 Jun 2024, ANANTA MONDAL and ANANTA KUMAR MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AAKASH SAHA S/o- BIKASH CHANDRA SAHA, Residing at, Vill- 114 A.C Road Main indraprastha, Post- Khagra, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AAKASH SAHA To AKASH SAHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AKASH SAHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, AKASH SAHA and AAKASH SAHA both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD BUDU SK S/o- ANARUL SK, Residing at, Vill- Benipur, Post- Benipur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD BUDU SK To ABU KALAM SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABU KALAM SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, ABU KALAM SK and MD BUDU SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD MOSTAKIM S/o- LATE SEKH JINNAT, Residing at, Vill- Mohona, Post- Mohona, Ps- Manikchak, Dist- Malda, Pin- 732202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MOSTAKIM To MD MOSTAKIM ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD MOSTAKIM ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MD MOSTAKIM ALI and MD MOSTAKIM both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SUBHAS GHOSH S/o- KHOKA GHOSH, Residing at, Vill- Banamali garege lane sarbamangala pally, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUBHAS GHOSH To SUBHASH GHOSH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUBHASH GHOSH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SUBHASH GHOSH and SUBHAS GHOSH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SAIDA KHATUN W/o- MD NUR HASAN, Residing at, Vill- 16 Mile, Post- Gurutala, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732127, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAIDA KHATUN To SAYEDA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAYEDA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SAYEDA KHATUN and SAIDA KHATUN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) SWAPAN KUMAR BISWAS SATISHCHANDRA BISWAS S/o- SATISH CHANDRA BISWAS, Residing at, Vill- Balurbadh, Post- Surjapur, Dinajpur, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SWAPAN KUMAR BISWAS SATISHCHANDRA BISWAS To SWAPAN BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SWAPAN BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, SWAPAN BISWAS and SWAPAN KUMAR BISWAS SATISHCHANDRA BISWAS both are Same and one identical person.

দীর্ঘ প্রায় আট মাস পর তিস্তায় ফিরল সুস্বাদু বোরোলি মাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ দীর্ঘ প্রায় আট মাস পর তিস্তায় ফিরল বোরোলি। প্রতি বছর বর্ষা এলেই তিস্তায় উঠে আসে সুস্বাদু বোরোলি মাছ শীতের আগ পর্যন্ত ভালো মাত্রায় দেখা মেলে তাদের। উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় মাছ এই বোরোলি। মূলত তিন থেকে চার মাস এই মাছের পরিমাণ বেশি থাকে তিস্তায়,তবে, বর্ষা এলেই বেড়ে যায় বোরোলি মাছের আগমন। উত্তরবঙ্গবাসী তো বটেই, পাশাপাশি এখানে ঘুরতে আসা বাঙালি পর্যটকেরাও এই মাছের স্বাদে মুগ্ধ। তাই এই ভরা বর্ষায় এখানে ঘুরতে এলেই বোরলি মাছ চেখে দেখেন না এমন কেউ নেই। এ কারণেই প্রত্যেকবছর তিস্তার বোরলি মাছের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এবছর জুন থেকেই বর্ষা প্রবেশ হয়েছে উত্তরবঙ্গে। তবে নাগাড়ে বৃষ্টির কারণে এবং পাহাড় থেকে নেমে আসা জলরাশির কারণে তিস্তার জল ঘোলা, কমেছে বোরলীর সংখ্যা। মাছের সংখ্যা কমলেও চাহিদা তুঙ্গে। স্বভাবতই আকাশ ছোঁয়া বোরোলি মাছের দাম।উত্তরবঙ্গের রূপালি শস্য, বোরোলি মাছ যে প্রায় ছয় ইঞ্চিও লম্বা হতে পারে তা ধারণা ছিল না অনেকেরই তাই এবছর বাজারে প্রথম কদিন মাছ কেনার হিড়িক দেখা যায়নি ক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন এগুলো বোধহয় অন্য মাছ বোরোলি মত দেখতে। তিস্তা-করলার মোহনায় মাছ ধরতে আসা হারান দাস জানালেন গতবছরের সিকিমের বন্যায় ঘোলা জলে বিষক্রিয়ায় আর পলিতে চাপা পরে তিস্তায় সব মাছ মরে গিয়েছিলো। অনেকে ভেবেছিলো আর হয়তো কোনদিন তিস্তায় বোরোলি মাছ পাওয়া যাবে না। এবার বর্ষা প্রায় এক মাস আগে শুরু হয়েছে তিস্তার জল সমানে বাড়ছে গত একমাস। এখন জল কিছুটা কমতেই আবার আমাদের জালে ধরা পড়লো বড়োলি তবে এখন পাহাড়ে সমানে বৃষ্টির ফলে জল ঘোলা হওয়ার কারণে বোরোলির পেটটা হলুদ, জল পরিস্কার হলে রুপালি বোরোলির পেটটা সাদা হয়ে যাবে তবে সেটা পূজার পর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়াত জ্যোতি বসুর উত্তরবঙ্গে এলেই তার বোরোলি প্রিয়তার কথা ফলাও করে নিউজ পেপারে ছাপা হোতো তা তিনি, জলদাপাড়ার হলঙে আসুন বা কালীঝোড়ার পি ডব্লিউডি বাঙলোতে। সেই থেকে কুলীন বোরোলি, উত্তরবঙ্গেই তিস্তা, তোর্সা ইত্যাদি যে জলেতে পাওয়া যায় তার পার্শ্ববর্তী শহরের বাজারগুলোতে তিন-চার ইঞ্চি মাপেরগুলোই কেজি প্রতি দাম হাজার টাকার এপার ওপার। তাও একদম ফ্রেশ বোরোলি পাবার সম্ভাবনা কম বিষপ্রয়োগ বা ইলেকট্রিক শক বা বরফে সংরক্ষণের ফলে। প্রবল বর্ষায় তিস্তার জল বাড়ায় জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড়ের জুবিলী পার্ক থেকে বাঁধ ধরে প্রায় আট কিলোমিটার। আগেও দেখা গেছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা কিন্তু নদীতে জল বাড়লে খুশিই হয়। তার কারণ মাছ আর ভেসে আসা গাছের সংখ্যা বেড়ে যায়। আর এবার তো টেমাই আর নানাধরনের জাল নিয়ে স্থানীয়রা রীতিমতো মাছ ধরার উৎসবে মেতে উঠেছে। কিন্তু জেলের কাছে তো প্রায় ছয়ত ইঞ্চি সাইজেরও বোরোলি দেখা গেল। ওনারা বললেন, যে বোরোলি যত বড়, চর্বির আধিক্যের জন্য তার পেটের রঙ তত হলুদ। ভাজা, পাতলা ঝোল আর সরষে বোরোলি তো অসাধারণ। জেলেদের কাছ থেকে নিতে হলে যেতে হবে সকাল দশটা বা বিকেল চারটার মধ্যে। তারপর সব বোরোলি চলে যাবে আড়তদারদের কাছে। খুব বড় সাইজেরগুলো আটশ টাকা কেজি পাবেন, যেগুলো বাজারে বারোশ। তবে একদম ফ্রেশ ... জ্যান্ত। তবে যেহেতু জেলেদের কাছে মাপার কিছু নেই তাই ওজনটা আন্দাজেই নিতে হবে আর মাছ নেবার পাত্র বা প্যাকেট নিজেকেই নিয়ে যেতে হবে। আর তিস্তা-করলার সঙ্গমস্থল তো এখন যেমন সুন্দর তেমনি ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে কিছু দূরে ঘুরে বাড়ি ফিরে আসার আদর্শ জায়গা। আর জায়গাটা যেহেতু দক্ষিণে তাই পূর্ণিমা সন্ধ্যায় অসাধারণ চন্দ্রোদয় দেখা যায় এখান থেকে। তবে শেষ তিন কিলোমিটার কিন্তু খুব নির্জন, কোনো বাড়িঘর বা দোকানপাট নেই বাঁধের পাশে। তাই কিছু খাবার ইচ্ছে থাকলে সাথে নিয়ে আসতে হবে। আর এখন তো নদী দুটোতে খুব বেশি জল, তাই রিস্ক নেওয়া যাবে না, কিন্তু অন্য ঋতুতে এলে নৌকা ভ্রমণ আর তিস্তা-করলার মিলনস্থলে স্নান অবশ্য করনীয়।

শিলিগুড়িতে চালু হবে ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ আগস্ট মাসে চালু হবে ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সারপ্রাইজ ভিজিট করে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। জানা গিয়েছে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কাজ শুরু হয়েছে অনেক আগেই। সেই কাজ শেষ করে ইউনিট চালুর কথা ছিল জুন মাসেই। কিন্তু ধীর গতিতে কাজ চলার জেরে ইউনিট এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আজ সকালে আচমকাই পরিদর্শনে যান মেয়র গৌতম দেব। দ্রুত কাজ শেষ করার কথা জানান তিনি। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই ফ্রেশ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট চালু হবে। ইউনিটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্ত করা হবে। এছাড়াও বসানো হবে লক গেট।এছাড়াও একাধিক ব্যবস্থা থাকবে বলে জানান তিনি।

নোটিশ ছাড়াই বন্ধ হল আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই ঃ নোটিস ছাড়াই বন্ধ হয়ে গেল আলিপুরদুয়ারের তোর্সা চা বাগান। কর্তৃপক্ষ বাগান ছো।ে চলে যাওয়ায় এখন সঙ্কটে ৬৫০ জন শ্রমিক। জানা গিয়েছে, কোনওরকম নোটিস না দিয়েই বাগান ছো।েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে কালচিনি ব্লকের তোর্সা চা বাগানে। শ্রমিকদের অভিযোগ, চার মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে তাঁদের। এরপর এ নিয়ে সোমবার শ্রম দফতরের ডাকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও মালিকপক্ষ সেই বৈঠকে যোগ দেয়নি। মঙ্গলবার কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না করেই বাগান ছেড়ে চলে যান ম্যানেজার। ইতিমধ্যেই বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে কাজ বন্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন শ্রমিকেরা। পাশাপাশি শ্রমিকদের আরও অভিযোগ তোর্সা বাগান মালিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় একাধিক শ্রমিক মহল্লায় বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবা। ফলে পানীয় জলের সমস্যাতেও ভুগছেন বাগানের কয়েকশো শ্রমিক। এরমাঝে কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় এখন দুশ্চিন্তায় বাগানের ৬৫০ শ্রমিক পরিবার।

বেআইনি বিজ্ঞাপনের হোডিং এর বিরুদ্ধে পুরনিগম অভিযান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে রাজস্ব কর না দিয়েশহরের বুকে অনেক বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপনের হোডিং উচুঁ আকাশে দাড়িয়ে রয়েছে। সেই সব হোডিং এর বিরুদ্ধে বারংবার অভিযান চালালেও গল্প সেখানেই দাড়িয়ে থাকে। এবার বেশ শক্ত হাতে এই সব বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে রুখে দা।ালেন শিলিগুড়ি পুরনিগম। মঙ্গলবার চিত্তরঞ্জন ফ্লাইওভারের পাশে আকাশ পথে দাড়িয়ে থাকা হোডিং খুলে নিতে দেখা যায় পুরনিগমের পক্ষে।

গাছের পরিচর্যার অত্যাধুনিক যন্ত্র থাকছে এই অ্যাম্বুল্যান্সে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ জুলাই ঃ গাছেদের সুরক্ষায় এবার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। রবিবার থেকে কোচবিহারে এই পরিষেবা চালু হল। উদ্যোক্তা 'পর্যাবরণ সংরক্ষণ' সংস্থা। এদিন কোচবিহারের সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকায় সবুজ পতাকা দেখিয়ে এই অ্যাম্বুল্যান্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। কয়েকমাস ধরেই পরিবেশপ্রেমী সংস্থা পর্যাবরণ সংরক্ষণের তরফে ট্রী অ্যাম্বুল্যান্স তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। কোচবিহারের একটি কারখানায় সেটি তৈরি করা হয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্সের সাহায্যে অসুস্থ গাছ, ছত্রাক বা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত গাছের পরিচর্যা করা হবে। গাছের গো।ায় আগুন লাগলে তা নেভানোর ব্যবস্থাও রয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সে।

আত্মা প্রকল্পে চাষীদের কৃষি সরঞ্জাম প্রদান

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৬ জুলাই ঃ কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সংস্থা বা 'আত্মা' প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক অফিস থেকে ব্লকের কৃষকদের কৃষি সরঞ্জাম প্রদান করা হল মঙ্গলবার। ব্লকের ১৩ টি অঞ্চলের ১৩ জন কৃষকের হাতে দুটি করে ধামা, একটি করে কাস্তে ,পাশী,টাঙ্গনা, লাঙ্গলের ফাল তুলে দেওয়া হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জিবুল ইসলাম, আত্মা কমিটির চেয়ারম্যান লালু হেমব্রম, বিটিএম পল্লব দাস, কৃষি কর্মাধক্ষ্য জয়দেব দাস, মৎস্য ও

প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ সুনীল ধারা সহ অন্যান্যরা। কৃষি অধিকর্তা সঞ্জিবুল ইসলাম জানান, চাষীদের চাষের সুবিধার্থে আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ব্লকের ১৩ টি অঞ্চলের ১৩ জন কৃষকের হাতে এই কৃষি যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়। যা আগামী চাষের মরশুমে খুবই কাজে লাগবে। রাজ্যের চাষীদের পাশে সব সময়ই রাজ্যের কৃষি দপ্তর আছে। মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সবসময়ই রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছেন। সামনেই আছে ধান চাষ তাই আজকের এই উপকরণগুলো যারা পেলেন তাদের খুবই কাজে আসবে। তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান। চাষের মরশুমে কৃষি সরঞ্জাম পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি কৃষকরা।

রাতের অন্ধকারে ধানের ওপরে বিষাক্ত রাসানিক স্প্রে

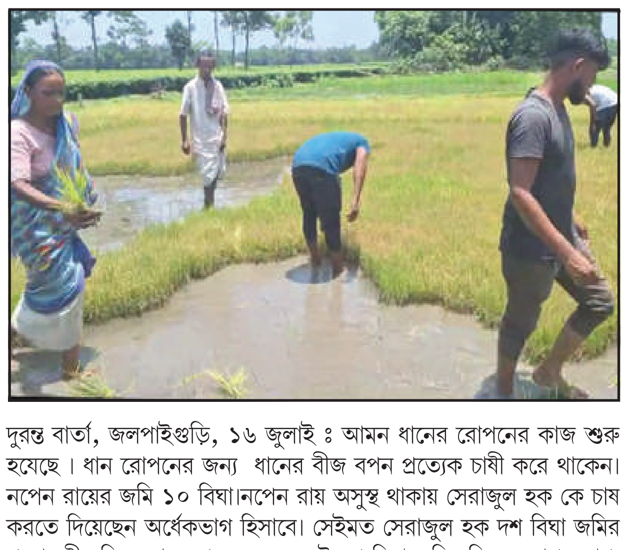

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ আমন ধানের রোপনের কাজ শুরু হযেছে । ধান রোপনের জন্য ধানের বীজ বপন প্রত্যেক চাষী করে থাকেন। নপেন রায়ের জমি ১০ বিঘা।নপেন রায় অসুস্থ থাকায় সেরাজুল হক কে চাষ করতে দিয়েছেন অর্ধেকভাগ হিসাবে। সেইমত সেরাজুল হক দশ বিঘা জমির প্রয়োজনীয় বিচন ধান বপন করেন। এই দশ বিঘা জমির বিজন রোপনযোগ্য হয়েছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতী দশ বিঘা জমির বিচন ধানের ওপরে বিষাক্ত রাসানিক স্প্রে করেছেন। ভরা মরশুমে চাষির মাথায় হাত। ঘটনাটি ঘটেছে ক্রান্তি ব্লকের ধলাবারী গ্রামে। এ বিষয়ে নপেন রায় ও সেরাজুল হকের স্ত্রী জানালেন, রাতের অন্ধকারে কেবা কাহারা বিষাক্ত রসায়নিক স্প্রে করায় পুরো দশ বিঘা জমির বিচন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে,কৃষি কাজ আমাদের মুখ্য জীবিকা ধান চাষ করে সারা বছর জীবন জীবিকা নির্বাহ করি কিন্তু এরকম এক ঘটনা ঘটায় আমরা খুবই চিন্তিত। এইরকম পরিস্থিতিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রামিজ উল আলম জানালেন,বিষয়টি খুবই, চিন্তনিয় ব্লক প্রশাসন, ব্লক কৃষি আধিকারিক এবং পুলিস প্রশাসন কে জানান হয়েছে, এবং কি ব্লক কৃষি আধিকারিক তদন্ত করে গেছেন। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ জুলাই ঃ মঙ্গলবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলা জরি বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতার পাশাপাশি তিস্তার মেখলিগঞ্জ এবং দোমহানী নদীর ও সংরক্ষিত হলুদ সর্তকতা জারি। গতকাল বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পর আজ ফের সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। জলঢাকা এনএইচ ৩১ নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সর্তকতা জারি রয়েছে। সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি তিস্তার মেখলীগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি তিস্তার দোমোহানির সংরক্ষিত এলাকায় জারি রয়েছে হলুদ সর্তকতা। জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকেআজ সকাল থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হয় বলে সেন্ট্রাল ফ্ল্যাট কন্ট্রোল রুম জলপাইগুড়ি সূত্রে মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ জানা যায়। পাহাড় এবং সমতলে বৃষ্টির কারণে আজও তিস্তা এবং জলঢাকা সহ বিভিন্ন নদীর জল বাড়ছে।

মা কংকালীর কৃপায় কোটিপতি হয়ে গেল ময়রা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ জুলাই ঃ কোটিপতির হাতে লুচি খেতে হলে আসতে হবে বোলপুরের কংকালিতালায়। লটারিতে কোটি টাকা জিতেও মাটিতে বসে লুচি ভাজছেন,কোটিপতি ময়রা। মাত্র ৫ সেমের তিনটি টিকিট ১৫০ টাকায় কিনে কোটপতি হয় গেল ময়রা চঞ্চল দে। ৫১ পীঠের অনতম্য সত্যিপীঠ বোলপুর কংকালিতালা তে তার ছোট একটি মিষ্টি তেলে ভাজার দোকান রয়ছে। আগত পর্যটকেরা এ স্থানীয় দোকনের নতুন নাম দিয়েছে , কোটিপতির মিষ্টির দোকান। হ্যাঁ তবে আজও ইনি মাটিতে বসে লুচি জিলিপি ভাঁজছেন,এমনকী দোকানে ক্রেতাদের আগের মতোই পরিষেবা ও দিচ্ছেন। কোটিপতি চঞ্চল দে জানান যে উনি আগের মতোই তাদের পূর্বপরুষের দোকান এভাবে চালিয়ে যাবে। পরিবারে ৪ সদস্য ছেলে-ও মেয়ে দের ভবিষ্যতের চিন্তা , তার মেয়ে এই মহুর্তে এমএ করছে। তার একটা বাড়ির করার ইচ্ছা, আমড়হরা গ্রামে। দোকানে খেতে আসা আমজনতা বলছেন এটা সুখবর তো অবশ্যই,মা কংকালি কৃপায় হয়েছে সব কিছু। আমরা কোটিপতির হাতে লুচি, ঘুগনী ,চা মিষ্টি খেতে পাচ্ছি।

সাত সকালে তিস্তা ক্যানেলের জলে ভাসতে দেখা যায় মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ১৬ জুলাই ঃ সাত সকালে তিস্তা ক্যানেলের জলে ভাসতে দেখা যায় একটি মৃতদেহ।সাত সকালে ফুলবাড়ি নাওয়াপাড়া এলাকায় এমন দৃশ্য নজরে আসে স্থানীয়দের বিষয়টি জানাজানি হতেই ভীড় হতে থাকে উসুক মানুষের। খবর দেওয়া হয় ফুলবাড়ি দমকল বিভাগ,এনজেপি থানা ও আমিবাড়ি ফাড়ির পুলিশকে। দমকল দ্রুত এসে দেহটি উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে। তবে তিস্তা ক্যানেলের জলে শ্রোত থাকায় দেহটিকে উদ্ধারে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয় দমকল বিভাগকে। তবে কিছুটা এগিয়ে ক্যানেলের ব্রিজ থেকে দড়ি ও কাটা দিয়ে দেহটিকে উদ্ধারে সফলতা পায় তারা। পরবর্তীতে দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। প্রথমিক তদন্তে ৪০ উর্দ্ধ কোন ব্যাক্তির দেহ বলে মনে করছে পুলিশ। পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলো একটি পিকআপ ভ্যান

দুরন্ত বার্তা, ময়ূরেশ্বর, ১৬ জুলাই ঃ দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্পারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলো একটি পিকআপ ভ্যান, ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার মধ্যরাতে ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বোখারিয়া বাসস্ট্যান্ডে। এ বিষয়ে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সোমবার রাত্রি প্রায় ১,৩০ নাগাদ সাঁইথিয়া-কান্দি রাজ্য সড়কের উপর ঘটে এই পথ দুর্ঘটনা। সোমবার রাতে কান্দির দিক থেকে সাঁইথিয়ার দিকে ছানা বোঝাই করে যাচ্ছিল একটি পিকআপ ভ্যান, তবে বোখারিয়া বাস স্ট্যান্ডের কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ডাম্পার আর সেই ডাম্পারের পিছনে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে ওই পিকআপ ভ্যানটি। আর এই ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়ে পিকআপ ভ্যানে থাকা চালক ও খালাসী। ঘটনার স্থল থেকে তড়িঘড়ি তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাই স্থানীয়রা। তবে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল ৮,৩০ নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে সেই পিকআপ ভ্যানটিকে উদ্ধার করল ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসন।

মহরম উপলক্ষে তাজিয়া তৈরির ধুম

আজ বুধবার মুসলিম সম্প্রদায়ের শোকের পরব মহরম। মহরম উপলক্ষে তাজিয়া নিয়ে ধর্মীয় শোভাযাত্রা কোরে শোক ব্যক্ত করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। তাই মহরম উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও তাজিয়া তৈরির ধুম পড়েছে। শিলিগু।রি বেলডাঙ্গি তুম্বাজোত এলাকায. তাজিয়া তৈরির এমনই তো।জোরের ছবি নজরে এল। মহরমের দুই মাস আগে থেকেই তাজিযা. বানাতে শুরু করেছেন এমডি নাসির। তিনি পেশায.ইলেকট্রিশিযা.ন হলেও মহরমে শখের জন্য এই তাজিযা. বানিযে.থাকেন। তার বানানো এই তাজিযা. শিলিগু।ি সহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন জাযগা যায। তিনি তুর্কি, ইরাক, ইংদোনেশিযার প্রসিদ্ধ মসজিদের আদলে তাজিযা. বানিযে.থাকেন।

পাচারের আগে ২৪টি মোষ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বক্সিরহাট, ১৬ জুলাই ঃ পাচারের আগে ২৪টি মোষ উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। মোষ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার চার ব্যক্তি। রবিবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অসম বাংলা সীমানা লাগোয়া জোড়াই মোড় নাকা চেকিং পয়েন্টে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম নিজামউদ্দিন, পাবনা বাবু, নাসিম ও দানিস।

তারা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। ধৃতদের সোমবার তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়েছে। ধৃতদের চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন রুটিন তল্লাশি চালানোর সময. অসমে প্রবেশের পথে একটি কন্টেইনারকে দাঁড় করান পুলিশকর্মীরা। পরিবহনের নথি দেখতে চাওয়া হলে চিপসের প্যাকেট পরিবহনের নথি দেখানো হয়। তবে গাড়ির ভিতরে কি রয়েছে, তা দেখতে চাওয়া হলে দেখাতে অস্বীকার করেন চালক।

চালকের কথায় অসংগতি মেলায় সন্দেহ হয় পুলিশের। তল্লাশি চালিয়ে ২৪টি মোষ উদ্ধার হয়। মোষ পরিবহনের বৈধ নথি দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় ৪ জনকে। মোষগুলিকে পাচারের উদ্দেশ্যে বিহার থেকে অসমের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলেই প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে। কে বা কারা কারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, পুলিস তা তদন্ত করে দেখবে বলে জানিয়েছে।

ডুরোপলি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L20211WB1957PLCO23493
এসআর নিবন্ধিত অফিসে ঃ ৯ পারসি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ নর্থ ব্লক,৪র্থ তলা,
১১৩ পার্ক স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০ ০১৬ ফোনঃ০৩৩-২২৬৫২২৭৪;
E-mail: corp@duroply.com; **Website:** www.duroply.in

বিজ্ঞপ্তি

ক.) এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **ডুরোপলি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** (কোম্পানি) এর সদস্যদের ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (কোম্পানি) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ০৪.৩০পিএম(১ম) শুক্রবার, ৯ আগস্ট, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত হবে। ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম)একটি সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি মেনে , ৮ এপ্রিল তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০, নং ১৭২০২০, নং ২০২০২০, নং ০২২০২১, নং ০২২০২২, নং ১০২০২২ এবং নং ০৯২০২৩ সহ পড়ুন, ২০২০, এপ্রিল ১৩, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে, সমষ্টিগতভাবে সিএমসিএ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া(লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা)রেগুলেশন, ২০১৫(সংশোধিত হিসাবে) (লিস্টিং রেগুলেশনস)সেবি সার্কুলার নং সেবি / এইচও / সি এফডি / সিএম ডি ১ / সিআইআর / পি / এর সাথে পড়া হয়েছে ২০২০ / ৭৯, সেবি / এইচও / সি এফডি / সিএম ডি ২ / সিআইআর / পি / ২০২১ । ১১ সেবি / এইচও / সি এফডি / সিএম ডি ২ / সিআইআর / পি / ২০২১ / ৬২,সেবি / এইচও / সিএফডি / পিওডি-২ পিসিআইআর ২০২৩ / ৪ এবং সেবি / এইচও / সিএফডি / পিওডি-২ পিসিআইআর ২০২৩ / ১৬৭ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী,২০২৩ এবং ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে জারি করা হয়েছে সেবি দ্বারা (এরপরে, সম্মিলিতভাবে সেবি সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), ৬৭ তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য।

খ) পূর্বোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ৩১ শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৬৭ তম এজিএম আহ্বান করার নোটিশ শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত আছে। কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড। ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়ার নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পদ্ধতি নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে দেওয়া হবে।

গ) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা বা যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারে, তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করার পরে কোম্পানির কাছে নিম্নলিখিত নথিগুলি প্রেরণ করে investorsduroply.com বা mdpidc$yahoo.com-& RTA-তে।
১. একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি, নাম, ফোলিও নম্বর ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি এবং ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা উল্লেখ করা
২. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যযিত্ স্ক্যান কপি এবং
৩. যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি (যেমন আধার কার্ড ভোটার আইডি কার্ডপাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স) এর সমর্থনে সদস্যদের পোস্টাল ঠিকানা তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিরুদ্ধে নিবন্ধিত হিসাবে।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের যথাক্রমে ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে সরাসরি তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করা উচিত। যে সদস্যরা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেছেন এবং যাদের ইতিমধ্যে কোম্পানি আরটিএ-তে নিবন্ধিত বৈধ ই-মেইল ঠিকানা রয়েছে তাদের এই বিষয়ে আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ঘ) আইনের ধারা ৯১ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ (সংশোধিত হিসাবে) এর ধারা ১০ অনুসারে তালিকাভুক্তি প্রবিধানের রেগুলেশন ৪২, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে শনিবার, ৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ৯ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ।

ঙ) বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.duroply.in এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, যেমন, www.bseindia .com বিজ্ঞপ্তিটি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে অর্থা www.evotingindia.com-এও প্রচার করা হবে।

ডুরোপলি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর / -
(কোমল ধ্রুব)
কোম্পানি সচিব
স্থানঃ কোলকাতা
তারিখঃ জুলাই ১৬, ২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(Civil), Borough-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/012/037/2023-2024 (2nd Call)** Name of work: **Restoration of IPS & Paver Block passages at Debnarayan Das Lane, Halder Bagan Lane and other (Disturbed by W/S Department in Ward No.-12.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,595.27**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **60 Days.**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/020/008/2024-2025** Name of work: **Development of Strip of Land Corner Splay and Adding to Mohammad Ramjan Lane, KMC Board in Ward No.-20.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,49,641.77**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/011/011/2024-2025** Name of work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No.-11, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,80,000.00**. Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of Completion : **180 Days.**

4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/012/008/2024-2025** Name of work: **Urgent repairing of potholes/ damaged road surface etc. in Ward No.-12, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/015/07/2024-2025** Name of work: **Urgent repairing of potholes/ damaged road surface etc. in Ward No.-15, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,90,000.00**. Earnest Money: ₹ **7,800.00**. Period of Completion : **180 Days.**

6. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/016/02/2024-2025** Name of work: **Urgent Repairing of Potholes/ Damaged Road Surface etc. in Ward No.-16, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,50,000.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

7. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/011/012/2024-2025** Name of work: **Urgent removal of chokage in sewer/repairing of collapsed sewer/ repairing of damaged sewer in Ward No.-11, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

8. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/012/006/2024-2025** Name of work: **Urgent removal of chokage in sewer/repairing of collapsed sewer/ repairing of damaged sewer in Ward No.-12, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

9. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/015/08/2024-2025** Name of work: **Urgent removal of chokage in sewer/repairing of collapsed sewer/ repairing of damaged sewer in Ward No.-15, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

10. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/016/03/2024-2025** Name of work: **Urgent removal of chokage in sewer/repairing of collapsed sewer/ repairing of damaged sewer in Ward No.-16, Br.-II.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.**

11. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/011/010/2024-2025** Name of work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-11.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,25,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion : **180 Days.**

12. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/012/007/2024-2025** Name of work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-12.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,40,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,800.00**. Period of Completion : **180 Days.**

13. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/015/06/2024-2025** Name of work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-15.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,40,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,800.00**. Period of Completion : **180 Days.**

14. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-II/016/01/2024-2025** Name of work: **Providing and fixing MH Cover, GP Cover, CP Cover, Inspection Pit Cover according to requirement as and when required within 24 hours in Ward No.-16.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,00,000.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **180 Days.** Last date and time of submission of bid: **27.07.2024 upto 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 14). Bid will be opened on: **29.07.2024 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 14). The bid forms and other details willl be available on and from **16.07.2024 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 14). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 14).

The **Executive Engineer(Civil), Borough-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/IX/080/015/2024-2025** Name of work: **Maintenance of Daighat, Jute Mill Ganga Ghat and Nature Park Ghat in Ward No.-80.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,779.12**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

2. NIT No.: **KMC/IX/080/010/2024-2025/BUSTEE** Name of work: **Repairing of Bustee IP passage at sick LYN in Ward No.-80.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,616.17.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion : **90 Days.**

3. NIT No.: **KMC/IX/079/022/2024-2025** Name of work: **Restoration of IP Footpath at B.K. Road, C.G.R. Road & Harabus Road in Ward No.-79.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,128.58**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **60 Days.**

4. NIT No.: **KMC/IX/079/021/2024-2025** Name of work: **Restoration of IP Footpath at Braunfield Row in Ward No.-79.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,098.56.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion : **60 Days.**

5. NIT No.: **KMC/IX/075/008/2024-2025 (1st Call)** Name of work: **Improvement of Sewerage System near Hastings More (South Side) in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,97,669.06**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.**

6. NIT No.: **KMC/IX/071/031/2024-2025/R** Name of work: **Urgent repairing of under ground Sewerline at crossing of AJC Bose and Alipore Road to Front of BSNL Office in Ward No.-71.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,46,252.28**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

7. NIT No.: **KMC/IX/071/027/2024-2025/R** Name of work: **Restoration of Road surface at 19A, Dhirendra Nath Ghosh Road, 4, 52, H.M. Road, 36B, A.T.M. Road etc. in Ward No.-71.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,473.38**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **29.07.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 5) & **27.07.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 6 & 7). Tender will be opened on : **31.07.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 5) & **29.07.2024 – 12.00 noon** (for Sl. No. 6 & 7). The bid forms and other details are available on and from **19.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4), **18.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 5) & **16.07.2024 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 6 & 7). The website **https://etender.wb.nic.in.** (for Sl. No. 1 to 7).

234/24-25

ডার্বির পরের ম্যাচেই হোঁচট, লিগের সূচিকে একহাত ইস্টবেঙ্গল কোচের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ ময়দানের সেই প্রাচীন প্রবাদ। ডার্বির পরের ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। শনিবার বড় ম্যাচ জিতেই মঙ্গলবার কলকাতা লিগে হোঁচট খেল ইস্টবেঙ্গল। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় ইস্টবেঙ্গল আর ক্যালকাটা কাস্টমস। সেই ম্যাচেই কাস্টমসের কাছে আটকে গেল লাল-হলুদ ব্রিগেড। চলতি লিগে প্রথম বার পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কাস্টমসও লিগে তিন ম্যাচ জিতে খেলতে নেমেছিল। সায়ন, বিষ্ণুদের শেষ পর্যন্ত রুখে দিল বিশ্বজিৎ হেমব্রম, রাহুল নস্কররা। প্রথম এগারোয় এদিন বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। দেবজিৎ মজুমদার, ডেভিডরা যেমন ফিরে গিয়েছেন সিনিয়র দলে। বিষ্ণুকেও শুরু থেকে খেলাননি ইস্টবেঙ্গল কোচ। সায়ন, সিডনি, সুব্রত মুর্মু, বিষ্ণুরা পরে মাঠে নামলেও গোলের খাতা খুলতে পারেননি কেউই। ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ লিগের সূচি নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন। লাল-হলুদ কোচ বলেন, ''এত কম সময়ের মধ্যে ম্যাচ খেলতে হওয়ায় ছেলেরা মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না। সামনে আরও ঠাসা সূচিতে ম্যাচ খেলতে হবে আমাদের।'' অন্যদিকে কাস্টমস কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ময়দানের পোড় খাওয়া। ম্যাচ শেষে রীতিমতো ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন কলকাতার তিন প্রধানকে। বিশ্বজিতের হুঙ্কার, ''এই লিগে কলকাতার তিন প্রধানকে আমি পরোয়া করি না। তিন প্রধানই যথেষ্ট দুর্বল।'' ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল আর কাস্টমস। অন্যদিকে রেনবোকে ২-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষে ভবানীপুর। ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট ভবানীপুরের ঝুলিতে।

কোনও বিশ্রাম নয়, শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে বার্তা গম্ভীরের!

মুম্বই, ১৬ জুলাইঃ সতর্কতা? নাকি সমঝোতা? কোন পথে গৌতম গম্ভীর হাঁটবেন, এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। অনেকেই গম্ভীর কোচ হওয়ার পর বলতে শুরু করেছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে গ্রেগ চ্যাপেল জমানা ফিরতে চলেছে। অর্থাৎ গম্ভীর আর যাই করুন না কেন, সমঝোতার পথে হাঁটবেন না। তাঁর যা চরিত্র, তাতে হয় খেলো না হলে টিমের বাইরে যাও, এই সহজ বার্তা প্রতি মুহূর্তেই দেবেন। অর্থাৎ গৌতম গম্ভীর মানে টিমে সতর্কতা জারি হবেই। তা হয়ে গেল কিনা, এ নিয়ে এ বার আলোচনা শুরু হল। শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকে দায়িত্ব নেবেন গম্ভীর। টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডে সিরিজের জন্য দুটো দল নির্বাচন হবে। জাতীয় নির্বাচকদের সঙ্গে বসে সেই দল বাছবেন ভারতের নতুন কোচ। তার আগে যা খবর, ছুটি বাতিলের রাস্তাতে যাচ্ছেন গম্ভীর। গম্ভীর কোচ হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতদের মতো সিনিয়রদের কী ভবিষ্যৎ, তা নিয়ে প্রশ্ন আড়ালে আবডালে অনেকেই করছেন। বলা হচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর নাকি বিরাট-রোহিতদের আর ওয়ান ডে ফরম্যাটে দেখা যাবে না। বিরাট এ নিয়ে মুখ না খুললেও রোহিত বলেছেন, তিনি ওয়ান ডে এবং টেস্ট ফরম্যাটে আরও কিছুদিন খেলা চালিয়ে যেতে চান। তাঁর কথা ধরলে গম্ভীর কী ভাবছেন তা নিয়ে অন্তত রোহিতের মাথাব্যথা নেই। ঠিক তখনই গম্ভীর আবার শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগে বোর্ডকে নাকি জানিয়েছেন, বিরাট-রোহিত-বুমরা সহ যাঁদের বিশ্বকাপের পর বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ছুটি বাতিল করতে চলেছেন গম্ভীর। ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, তার প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু করে দিতে চান ভারতের নতুন কোচ। এক সংবাদমাধ্যমের এই খবর উড়িয়ে দেওয়ার কোনও জায়গা নেই। গম্ভীর ভারতীয় টিমে পা রাখছেন একাধিক শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ তিনি দর্শক-কোচ হয়ে টিম চালাবেন না। যা অনেক কোচের ক্ষেত্রে উদাহরণ হয়ে রয়েছে। গম্ভীরের যা স্বভাব তাতে টিম হয়তো মাঠে নেমে খেলবে কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি। টিম জিতলে যেমন তার কৃতিত্ব নেবেন, তেমনই হারলে দায় নিতে পিছপা হবেন না। কিন্তু এই গম্ভীর সিনিয়রদের সঙ্গে সরাসরি টক্কর নিলে কি স্বস্তিতে কাজ করতে পারবেন? অনেকেই অনিল কুম্বলের উদাহরণ দিচ্ছেন। কুম্বলেও এমনই আপোষহীন ছিলেন। তারকা পুজোয় বিশ্বাস করতেন না। যে কারণে তৎকালীন ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলির সঙ্গে সরাসরি ঝামেলা বেঁধে গিয়েছিল। কুম্বলে কিন্তু ভারতীয় টিমে বেশিদিন টিকতে পারেননি। গম্ভীরের ক্ষেত্রে কী হবে? ভারতীয় ক্রিকেটে গত এক দশকে মহেন্দ্র সিং ধোনির যেমন অবদান অনেক, গম্ভীরেরও তেমনই। রোহিত, বিরাটদের মতো সিনিয়রদের মতো বাদ দিলে যে তরুণ প্রজন্ম ভারতীয় ক্রিকেটে ক্রমশ তারকা হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাঁদের অনেকেই গম্ভীরের খুব কাছের ছেলে। ফলে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গম্ভীরের কিছুটা সুবিধেই হবে। বিরাট-রোহিতরা খেলা চালিয়ে যেতে চাইলেও হয়তো ২-৩ বছর। কোচ গম্ভীরের সভা যে কারণে ঝলমলে হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি দেখা যাচ্ছে।

সচিন তেন্ডুলকরের চেয়েও প্রতিভাবান! ব্রায়ান লারা বাছলেন এমন একজনকে

বার্বাডোজ, ১৬ জুলাইঃ বিশ্ব ক্রিকেটে কিংবদন্তি। প্রজন্মে একজন আসেন, এমনই ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর। সর্বকালের সেরা ব্যাটার হিসেবে সচিন তেন্ডুলকরকে নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। নতুন কোনও ব্যাটার উঠে এলেই তুলনা শুরু হয় সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান সচিন তেন্ডুলকরেরই। এই রেকর্ড কোনওদিন ভাঙা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন। একই পরিস্থিতি ওয়ান ডে আন্তর্জাতিকেও। সেই সচিন তেন্ডুলকরের চেয়েও প্রতিভাবান ক্রিকেটার? এ যেন কল্পনাই করা যায় না। তবে সচিনের সমসাময়িক আর এক কিংবদন্তি ব্যাটার ব্রায়ান লারা তুলে ধরেছেন এমনই

ক্রিকেটারকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ব্রায়ান চার্লস লারা। শুধু সচিন নন, নিজের চেয়েও প্রতিভাবান বলছেন সতীর্থ ক্রিকেটারকে। তাঁর নাম কার্ল হুপার। লারা-দ্য ইংল্যান্ড ক্রনিকলে ব্রায়ান লারা লিখেছেন, 'সহজেই বলতে পারি, কার্ল দুর্দান্ত প্রতিভাবান ছিল। আমার দেখা সেরা ক্রিকেটার কার্ল। বরং আমি তো বলব, সচিন তেন্ডুলকর এমনকি আমিও ওর প্রতিভার ধারেকাছে ছিলাম না।' সতীর্থ কার্ল হুপারকে নিয়ে ব্রায়ান লারা আরও বলছেন, 'কার্লের প্লেয়িং কেরিয়ার এবং নেতৃত্ব সব দিক থেকেই উজ্জ্বল। পরিসংখ্যানও সেই কথাই বলে। ক্যাপ্টেন থাকাকালীন ওর ব্যাটিং গড় ছিল ৫০। নেতৃত্বের দায়িত্ব যে উপভোগ করত, পরিষ্কার বলা যায়। আমার মতে, ওই ক্যাপ্টেন হিসেবে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে। ওর মধ্যে দারুণ প্রতিভা ছিল।'

জসপ্রীত বুমরা তৈরি হচ্ছে পাকিস্তানে! উচ্ছ্বসিত আক্রম

ইসলামাবাদ, ১৬ জুলাইঃ বিশ্ব ক্রিকেটে বর্তমানে সব ফরম্যাটেই সেরা পেসার মানা হয় জসপ্রীত বুমরাকে। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তা আরও একবার প্রমাণ করেছে। একটা সময় বুমরাকে শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টির বোলার বলা হত। ব্যতিক্রমী অ্যাকশনের জন্য সাফল্য পাচ্ছেন, এমনটাও শুনতে হয়েছে। ধীরে ধীরে তিন ফরম্যাটেই দেখিয়ে দিয়েছেন, শুধু অ্যাকশনের কারণেই নয়, দক্ষতায়ও অনেক অনেক এগিয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর ইকোনমি ছিল ৪-এর সামান্য বেশি। যা কল্পনাই করা যায় না। বিশ্বকাপে টুর্নামেন্ট সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও জিতেছেন। জসপ্রীত বুমরা যে নতুন প্রজন্মের কাছে প্রেরণা হয়ে উঠেছেন, বলার অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানেও তৈরি হচ্ছে 'এক' জসপ্রীত বুমরা! আর সেই খুদে বুমরাকে নিয়ে মুগ্ধ পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রম। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। এক খুদে জসপ্রীত বুমরার মতো অ্যাকশনে বোলিং করছেন। রান আপ যদিও বুমরার চেয়ে অনেকটা বেশি। তবে বোলিং অ্যাকুরেসি দুর্দান্ত। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, পাথরের উপর পাথর বসিয়ে তৈরি হয়েছে উইকেট। একটি ডেলিভারি অনুমান ষষ্ঠ স্টাম্পে পড়ে হালকা ভেতরে ঢুকল। ব্যাটার বুঝতেই পারেনি। পরের ডেলিভারি ইয়র্কার লেন্থ। এরপরও ইয়র্কার এবং সরাসরি ব্যাটারের পায়ের পাতায়। একের পর এক দুর্দান্ত ডেলিভারি। গতিও অনেকটাই। এই ভিডিয়ো নজরে পড়েছে পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রমেরও। তিনিও সেই ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখেছেন, 'মুগ্ধ করার মতোই। ওর বোলিংয়ে নিয়ন্ত্রণ, অ্যাকশন একদম গ্রেট জসপ্রীত বুমরার মতো। আমার কাছে দিনের সেরা ভিডিয়ো এটাই।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২০ বছরের গোলরক্ষকের

বার্সেলোনা, ১৬ জুলাইঃ দু'বছর আগে জাস্টিন কর্নেজোর অভিষেক হয়েছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলে। মৃত্যু হল ২০ বছরের সেই গোলরক্ষকের। রবিবার পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন কর্নেজো। মাথায় আঘাত লাগে তাঁর। দুর্ঘটনার পরেই তাঁকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ইকুয়েডরের বার্সেলোনা স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলতেন কর্নেজো। চলতি মরসুমেই যোগ দিয়েছিলেন দেশের অন্যতম সেরা ফুটবল ক্লাবে। ইকুয়েডরের প্রতিশ্রুতিমান গোলরক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সে দেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার তিনি কোনও ভাবে পড়ে যান। মাথায় চোট পান। আর একটি সূত্রের দাবি, দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন তিনি। সোমবারই চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। মঙ্গলবার তাঁর 'ব্রেন ডেথ' হয়েছে। কর্নেজোর মৃত্যুর খবর সমাজমাধ্যমে দিয়েছেন বার্সেলোনা এসসি কর্তৃপক্ষ। তরুণ গোলরক্ষকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ইকুয়েডরের ফুটবল মহলে।

মোহনবাগানের পথে আইএসএলের পরিচিত মুখ গ্রেগ স্টুয়ার্ট!

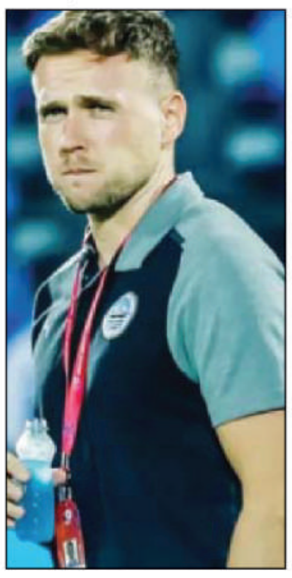

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ জুলাইঃ বিদেশি বাছাইয়ের কাজ একরকম শেষ করে ফেলেছে মোহনবাগান। আর্মান্দো সাদিকুকে নিয়েই আশা-আশঙ্কার দোলাচলে ঝুলছে সবুজ-মেরুন শিবির। এই বছরও সাদিকুর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে মোহনবাগানের। আলবানিয়ার ফুটবলারকে সোয়াপ ডিলে ছাড়ার ভাবনা রয়েছে মোহনবাগানের। সাদিকুকে রিলিজ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মোহনবাগানকে। তাই আইএসএলের অন্য কোনও ক্লাবের সঙ্গে সাদিকুকে সোয়াপ ডিল করা যায় কিনা সেটাই দেখছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। তার পরিবর্তে বিভিন্ন নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগানের আক্রমণ ভাগ এমনিতেই শক্তিশালী। কামিংস-পেত্রাতোসের সঙ্গে এবার যোগ দিচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন। সাদিকুর পরিবর্ত বিদেশি দলে নিয়ে আক্রমণ ভাগ আরও শক্তিশালী করার ভাবনা মোহনবাগানের। সূত্রের খবর, আইএসএলের পরিচিত মুখ গ্রেগ স্টুয়ার্ট মোহনবাগানের পথে পা বাড়িয়ে রেখেছেন। বাগান কোচ মোলিনার পছন্দের ফুটবলার স্টুয়ার্ট। মুম্বই সিটি এফসির হয়ে দু'বছর দুরন্ত ফুটবল খেলেছেন। তার আগে খেলেছেন জামশেদপুরে। স্কটিশ ফুটবলার এখন নিজের দেশেরই প্রিমিয়ারশিপে একটি ক্লাবের হয়ে খেলেন। ভারতে মোহনবাগানের জার্সি পরা অনেকটাই ফাইনাল। স্টুয়ার্ট ছাড়াও আরও দুই স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের সঙ্গে কথা বলে মোহনবাগান। তবে স্টুয়ার্টের সঙ্গে কথা অনেকটাই পাকা হয়ে যাওয়ায় ওই দুই স্প্যানিশ ফুটবলার এখন কিছুটা ব্যাকফুটে। ভারতে খেলে যাওয়া বিদেশিই চেয়েছেন মোলিনা। অন্যদিকে আনোয়ার ইস্যুতে সহজে হাল ছাড়তে নারাজ মোহনবাগান। জল যে অনেকদূর গড়াবে, তা আন্দাজ করাই যায়। এদিকে ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে অনুশীলন শুরু করছে সিনিয়র দল।

দি মারিয়া, নিজের চোট আর শিরোপা জয়ের রোমাঞ্চ নিয়ে মেসির আবেগঘন পোস্ট

বুয়েনস আইরেস, ১৬ জুলাইঃ ডাগআউটে বসে সে কী কান্না লিওনেল মেসির! চোট পেয়ে অ্যাঙ্কেল ফুলে ঢোল হয়েছে, এর ব্যথা তো ছিলই। এর সঙ্গে ছিল তাঁর অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনা শেষ পর্যন্ত কলম্বিয়ার বিপক্ষে কোপা আমেরিকার ফাইনাল ম্যাচটি জিততে পারবে কি না। সব মিলিয়ে ডাগআউটে বসে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ভারতীয় সময় গতকাল সকালে হার্ড রক স্টেডিয়ামে মেসির সেই কান্না যেন সংক্রমিত হয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যেও। ম্যাচ শেষে আরেকবার কেঁদেছেন মেসি, সেই কান্না ছিল আনন্দের। অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো ম্যাচে যে লাওতারো মার্তিনেজের গোলে কলম্বিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা। এমন চড়াই-উতরাই পেরোনো ম্যাচ শেষে মেসি কোনো কথা বলেননি। সতীর্থ ও পরিবারের মানুষদের সঙ্গে উদ্‌যাপন শেষ করে অনেক পরে নিজের চোট, আবেগ আর অন্যান্য বিষয় নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বার্তা দিয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। মেসি ইনস্টাগ্রাম পরপর তিনটি পোস্ট করেছেন। প্রথম পোস্টে তিনি দুই হাতে কোপা আমেরিকার দুটি ট্রফি নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, ''আরও একটি...।'' দ্বিতীয় পোস্টে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শিরোপা উদ্‌যাপনের একটি ছবি দিয়ে লিখেছেন, 'পরিবার।' এরপর ভালোবাসার একটি ইমোজি দিয়ে লেখাটা আরেকটি বাড়িয়েছেন, ''সব সময় পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ।'' মেসি তাঁর তৃতীয় পোস্টটিতে সবাইকে ধন্যবাদ জানানো নিজের চোটের অবস্থা নিয়ে খবর দেওয়াসহ নানা বিষয়ে লিখেছেন। তাঁর সেই পোস্টের শুরুটা ছিল এ রকম, 'কোপা আমেরিকা শেষ। প্রথমেই আমি আমাকে দেওয়া বার্তা আর অভিনন্দনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' এরপর তিনি জানিয়েছেন নিজের চোটের অবস্থা, 'আমি ঠিক আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আশা করছি, দ্রুতই আমি মাঠে ফিরতে পারব এবং আমি যে কাজটা করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সেটা উপভোগ করব।' সবশেষে মেসি আনহেল দি মারিয়া, নিকোলাস ওতামেন্দি আর তাঁর নিজের মতো ক্যারিয়ার সায়াহ্নে এসে দাঁড়ানো খেলোয়াড়দের কথা বলেছেন, 'ফিদেও (দি মারিয়া) আমাদের ছেড়ে গেছে। কিন্তু আমরা আরেকটি কাপ জিতেছি। এ কারণে আমি খুব খুশি। বড় ব্যাপার হচ্ছে, তার মতো ওতা ও আমি-আমরা বিশেষ রোমাঞ্চ নিয়ে অনুভব করছি।'

স্পেনের কাছে ইউরো হেরে বিধ্বস্ত, ইংল্যান্ডের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সাউথগেট

লন্ডন, ১৬ জুলাইঃ অনেক আশা ছিল ইংল্যান্ড সমর্থকদের। ৫৮ বছরের ট্রফি খরা কেটে যাবে। প্রথমবারের জন্য ইউরো কাপ ঘরে আসবে। কিন্তু তা হতে দেয়নি স্পেন। ইউরো কাপ ফাইনালে তারা জিতেছে ২-১ গোলে। ২০২০-র পর ২০২৪ সালেও ফের ফাইনালে উঠে হারতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। এই হারের পরই দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন কোচ। ইংল্যান্ড কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন গ্যারেথ সাউথগেট। ৮ বছর ধরে ইংল্যান্ড দলের দায়িত্ব সামলেছেন গ্যারেথ। তাঁর হাত ধরেই চার বছরের মধ্যে ২ বার ট্রফি জয়ের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছিল 'থ্রি লায়ন্স'রা। কিন্তু প্রতিবারই তীরে এসে তরী ডুবেছে। এবারের ইউরো ফাইনাল ইংল্যান্ড হেরে যাওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই সাউথগেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত খবরটাই চলে এল। ২ বার ইউরো কাপ ফাইনাল ছাড়াও ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে উঠেছিল ইংল্যান্ড। বিগত ৮ বছর দায়িত্বে থেকে দলকে ১০২ ম্যাচ খেলিয়েছেন সাউথগেট। তবে সাফল্য সেভাবে আসেইনি। তাঁর কোচিং নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠে গেছিল ইংল্যান্ড সমর্থকদের একাংশের মনে। কেউ কেউ বলতে শুরু করেছিলেন সাউথগেটের কোচিংয়ের ধরনের জন্যই দল হারছে। সেই সাউথগেট নিজেই পদত্যাগ করলেন। ইউরো কাপের ফাইনালে স্পেন কার্যত দাঁড়াতেই দেয়নি ইংল্যান্ডকে। প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকলেও দাপট ছিল লা রোজাদেরই। দ্বিতীয়ার্ধে তারা কাঙ্ক্ষিত গোলও পেয়ে যায়। তবে ইংল্যান্ড কিছুটা খেলার গতির বিরুদ্ধেই সমতাসূচক গোলটা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে হারতে হয়েছে তাঁদের।

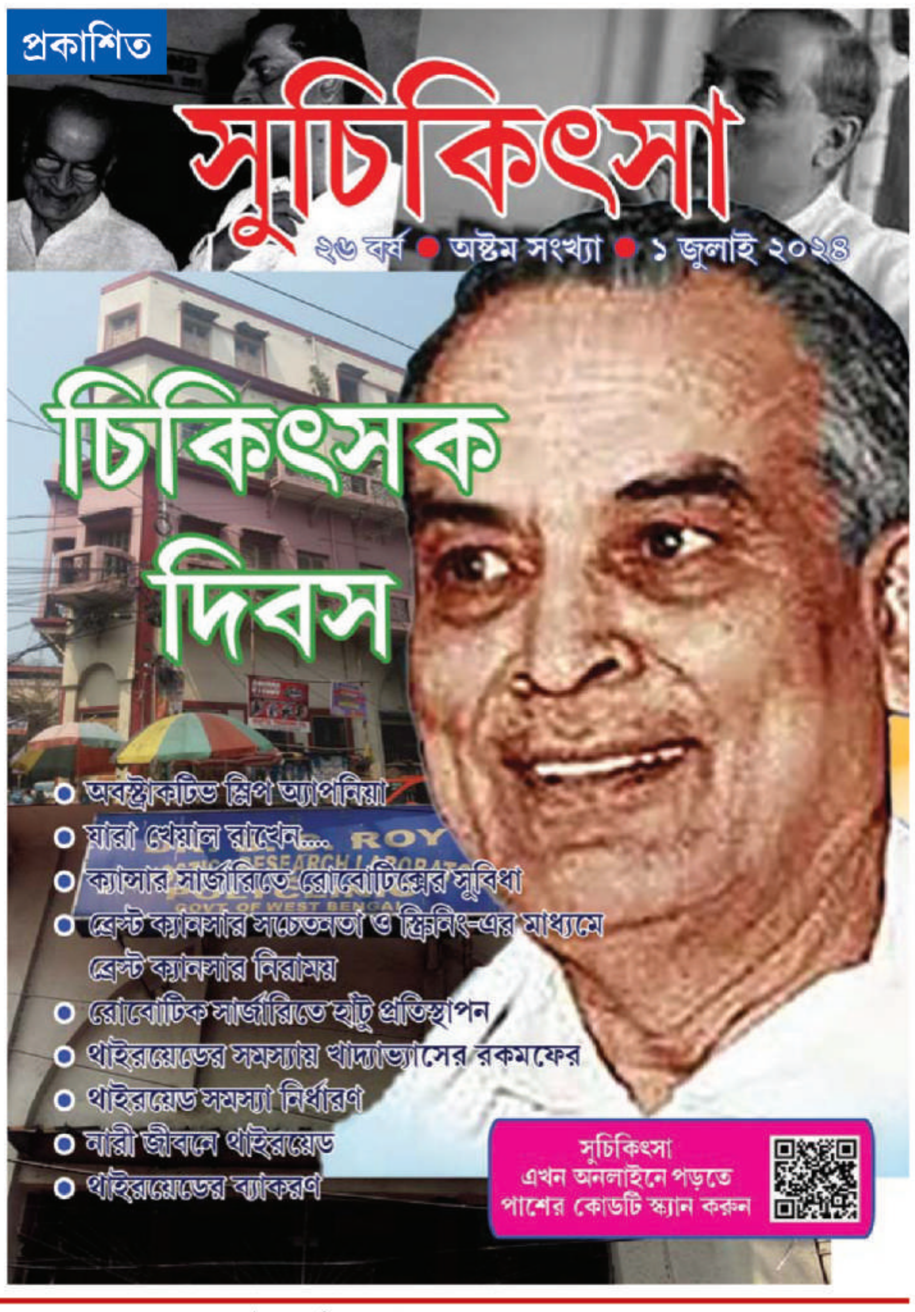

দি মারিয়াকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে রাখবেন স্কালোনি

সতীর্থরা করবেন থাকার অনুরোধ

বুয়েনস আইরেস, ১৬ জুলাইঃ কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতে ত্রিমুকুট পাওয়ার আনন্দে ভাসছে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যেই আবার বাজছে বিদায়ের বেহাগ। কোপা আমেরিকার ফাইনালই যে আন্তর্জাতিক ফুটবলে শেষ ম্যাচ আনহেল দি মারিয়ার। তাই তো ত্রিমুকুট উদ্‌যাপনের সঙ্গে আর্জেন্টিনার ফুটবলে আলোচনা তাঁকে নিয়েও। দি মারিয়ার বিদায় নিয়ে আলোচনায় সবচেয়ে বেশি আসছে 'অনুরোধ' শব্দটি। আর্জেন্টিনার সমর্থক, দি মারিয়ার ভক্ত থেকে শুরু করে কোচ আর সতীর্থরা তাঁকে অনুরোধ করছেন অবসর না নিয়ে আরও কিছুদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলে যেতে। আবেগঘন সেই পরিবেশের মধ্যেই দি মারিয়াকে একটা অনুরোধ করেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি-''এখনই অবসর না নিলে কী নয়, আর কিছুদিন কি খেলা যায় না!'' এর উত্তরে আর্জেন্টাইন উইঙ্গার কী বলেছেন, সেটা জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে। দি মারিয়া আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমকে স্কালোনির সঙ্গে কথোপকথনের পুরোটাই তুলে ধরেছেন। তিনি সেই কথোপকথনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, ''স্কালোনি আমাকে বলল-আরেকটা? মানুষের জন্য, কুর্নিশ নেওয়ার জন্য।'' এর উত্তরে দি মারিয়া যা বলেছিলেন, সেটা তিনি জানিয়েছেন এভাবে, ''আমি তাকে তখনই বললাম, আমি মারাকানায় ব্রাজিলকে হারিয়েছি, আমি সবকিছু জিতেছি। এখানে

দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ (কোপা আমেরিকা) জিতেছি। আমি মনে করি, শেষ করার এটাই সেরা উপায়।'' দি মারিয়া বলে চলেন, ''আমি তাঁকে বলেছি যে আমি আসতে পারি, কিন্তু খেলার জন্য নয়। আজ (গতকাল) যা হয়েছে, এটা একদম ঠিক আছে। শেষ মুহূর্তে গোল, আমি মাঠ থেকে উঠে আসার সময় (সমর্থকদের কাছ থেকে) সম্মান পাওয়া...নিখুঁত এক রাত।'' দি মারিয়ার এমন কথার মানে একটাই-তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটা থেকে আর সরে আসবেন না। এবারের কোপা আমেরিকাই আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর শেষ, এই ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন দি মারিয়া। কোপা আমেরিকার ফাইনাল জিতে সত্যিই তো তাঁর ক্যারিয়ারের শেষটা হলো দুর্দান্ত। এমন ভাগ্য কজন খেলোয়াড়েরই বা আছে! এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কোচ লিওনেল স্কালোনি তাঁকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি 'না' বলে দিয়েছেন। কোপা আমেরিকা জয়ের পর তাঁর আরও বেশি করে মনে হচ্ছে-বিদায় নেওয়ার এটাই সঠিক সময়। কিন্তু কলম্বিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে জেতা ফাইনালের পর স্কালোনি সাংবাদিকদের বলেছেন, আগামী সেপ্টেম্বরে তিনি দি মারিয়াকে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচে চিলি ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা দলে রাখবেন। কিন্তু দি মারিয়া তো তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরতেই চাইছেন না! তাহলে? গতকালই ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার নিকোলাস তালিয়ফিকো বলেছেন, ''আমরা তাকে আর কিছুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করেছি। তাকে বোঝাতে হবে আমাদের।'' যদি একবার দি মারিয়া রাজি হয়ে যান, তাহলে তালিয়ফিকোর চাওয়াটা আরও বড় হবে। তিনি বলেছেন, ''আমরা যদি তাকে বোঝাতে পারি, তাহলে আমরা আরও একটু বেশি থাকার জন্য বলতে পারব, আরও এক বছর...এরপর আপনি যখন দেখবেন বিশ্বকাপ দুয়ারে দাঁড়িয়ে, আর মাত্র এক বছর বাকি...।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com